পুরুলিয়ায় **গীতাঞ্জলি** ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 121 Wednesday, 2 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২১ সংখ্যা ❋ ১৯ চৈত্র ১৪৩১, বুধবার, ২ এপ্রিল ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সিবিআই-কে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট, কেন?

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত শান্তিপ্রসাদ সিনহার জামিনের মামলায় নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই-কে নোটিস দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি এসভিএন ভাটি এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানিয়েছে, জামিনের বিরোধিতা করে বক্তব্য জানাবে সিবিআই। আগামী ছ'সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি। এসএসসি-র উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক শান্তিপ্রসাদ-সহ শিক্ষা দফতরের পাঁচ জন আধিকারিককে গ্রেফতার করে সিবিআই। ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। জামিন চেয়ে তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

তাঁদের জামিন মঞ্জুর করা নিয়ে হাইকোর্টের দুই বিচারপতির মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। মামলা যায় কোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে। তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী তাঁদের সকলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। কলকাতা হাইকোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জামিন চেয়ে সেখানে মামলা করেন শান্তিপ্রসাদও। তাঁর আইনজীবীর সওয়াল, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট ফাইল হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় তাঁর মক্কেলকে জামিন দেওয়া হোক। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি সিবিআইয়ের বক্তব্য জানতে চেয়েছে।

বসিরহাটে কবে উপনির্বাচন হবে? জল গড়াল হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ৬ মাসের বেশি কোনও সাংসদ নেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে। উপনির্বাচন নিয়ে কোনও পদক্ষেপও করছে না নির্বাচন কমিশন। এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন এক ব্যক্তি। উপনির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিতে হাইকোর্টের কাছে আবেদন জানালেন তিনি। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজারের বেশি ভোটে হারান তিনি। কিন্তু, কয়েকমাস পরই নুরুল ইসলাম প্রয়াত হন। বেশ কিছুদিন অসুস্থতার সঙ্গে লড়াইয়ের পর গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর

মৃত্যু হয়। নুরুল ইসলামের মৃত্যুর পর কেটে গিয়েছে ৬ মাস। গৌতম রায় নামে বসিরহাটের এক বাসিন্দা এদিন হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন। তাঁর বক্তব্য, সাংসদ নরুল ইসলামের মৃত্যুর পর ওই আসন ফাঁকা। ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু, এখনও উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন না করে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার নষ্ট করছে কমিশন। অবিলম্বে কমিশনকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানান তিনি। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলার শুনানি হয়। তবে গৌতম রায়ের এই জনস্বার্থ মামলার শুনানি কবে হবে, তা এখনও জানা যায়নি।

'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না শুভেন্দু' গীতা হাতে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী হুমায়ুনের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিলঃ ঈদ সবে কেটেছে। ঈদে রেড রোডের মঞ্চ থেকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরই দেখা গেল, ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর গীতা হাতে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। তাও আবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। যিনি কদিন আগে বলেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলা হবে। যা পাল্টা দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেছিলেন, ঠুসে দেবেন। এবার গীতা ধর্মগ্রন্থ হাতে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, শুভেন্দু অধিকারীর কোনওদিন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-রাজনীতির পারদ উর্দ্ধমুখী হতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনীতির ময়দানে

আবার শুরু হতে চলেছে বাকযুদ্ধ। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আগে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও করেছিলেন। কুণালবাবু কিছুদিন আগে বলেছিলেন, ''দাদা থেকে দাদু হয়ে যাবেন শুভেন্দু। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হবে না।'' তবে কুণাল ঘোষের হাতে কোনও ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ছিল না। এবার কট্টর মুসলিম হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে তুলে নিলেন ভগবত গীতা। আর করলেন ভবিষ্যতবাণীও। হুমায়ুন কবীর আজ মঙ্গলবার বলেন, ''শুভেন্দু অধিকারী কোনও দিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না।'' ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের এই দাবি করার পর জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই নিয়ে এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। কেন এমন বললেন হুমায়ুন? অনেকে মনে করছেন, শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি নেতারা হিন্দু ধর্ম নিয়ে প্রতিনিয়ত কোপচে থাকেন। তাই গীতা হাতে রেখেই আক্রমণ করলেন হুমায়ুন। যাতে বিজেপি নেতারা বেড়ে খেলতে না পারেন। এই বিষয়ে হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য, ''আমি কট্টর মুসলমান। তবুও আমি গীতা রেখেছি। কারণ, আমার কিছু জানার আছে। এই সব লোকেদের কথার উত্তর দিতে হবে সেই কারণে।'' বিজেপি জাতপাতের রাজনীতি করে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী যে ধর্ম বিজেপি আমদানি করেছে সেটা নোংরা বলে উল্লেখ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মানেন। বিজেপির নোংরা ধর্ম নয়। এতেই ফুঁসে উঠেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তৃণমূলকে হিন্দু এলাকায় নিষিদ্ধ করার ডাক দেন। যদিও তাতে সাড়া মেলেনি। এই আবহে হুমায়ুন কবীরের হুঙ্কার, ''উনি কি হিন্দুদের ঠিকে নিয়ে বসে আছেন? উনি যদি বলেন মুসলমানদের তাড়িয়ে দেব, চ্যাংদোলা করে ফেলে দেব, মুসলমান কি ভীরু কাপুরুষের জাত? মুসলমান সিংহের জাত। এটা আমায় একজন বিডিও দিয়েছেন। কঠিন ভাষা। অক্ষর পড়তে কষ্ট হয়। তবুও আমি এটা রেখেছি। কারণ আমার অভিজ্ঞতার দরকার আছে মনে করি। আমি যেমন আমার ধর্মের প্রতি আস্থাশীল। তেমন অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর ওঁর লক্ষ্য একটাই। উনি নাকি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমি এই ভগবত গীতা হাতে বলছি কোনও মতেই উনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসতে পারবেন না।''

ধোপে টিকল না বিরোধীদের প্রতিবাদ, ওয়াকফ বিল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ বুধবারই লোকসভায় পেশ করা হবে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এই বিল নিয়ে ৮ ঘণ্টা আলোচনা হবে বলে ঠিক হয়েছে। যদিও মঙ্গলবার ওয়াকফ বিল নিয়ে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে বিরোধীদের সঙ্গে সরকার পক্ষের তীব্র মতবিরোধ হয়। ভবিষ্যতে বিএসি বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তার কথা জানিয়েছে বিরোধীরা। সংসদে দ্বিতীয় পর্বের বাজেট অধিবেশনের আর বেশিদিন বাকি নেই। ৪ এপ্রিল শেষ হবে বাজেট আধিবেশন। এই অধিবেশনেই ওয়াকফ বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেখানেও বিরোধী সাংসদরা নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে যৌথ সংসদীয় কমিটির তরফে বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই লোকসভায় ওয়াকফ বিল জমা দেওয়া হয়। এদিন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার নেতৃত্বে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠক হয়। বিরোধী ও শাসকজোটের সাংসদদের মতানৈক্যে উত্তপ্ত হয়ে

ওঠে সেই বৈঠক। ওয়াকফ বিল নিয়ে ১২ ঘণ্টা আলোচনার দাবি জানান বিরোধী সাংসদরা। সেখানে সরকার পক্ষ ৪ ঘণ্টা আলোচনা চায়। শেষপর্যন্ত ঠিক হয়েছে, ওয়াকফ বিল নিয়ে ৮ ঘণ্টা আলোচনা হবে। বিরোধীরা এদিন অভিযোগ করে, বিএসি বৈঠক সরকারের এজেন্ডা পূরণ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের আরও বক্তব্য, মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য তারা সময় চেয়েছিল। ভোটার কার্ডে এপিক নম্বর নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু, তাদের দাবি মানা হয়নি বলে অভিযোগ করে। বিএসি বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করে বিরোধীরা। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যদি এইভাবে চলতে থাকে, আমরা ভবিষ্যতে বিএসি বৈঠকে যাব কি না, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'' এদিকে, তিনদিনের মধ্যে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিল পাশ করাতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। তার জন্য প্রয়োজনে সংসদের বাজেট অধিবেশনের মেয়াদও বাড়ানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ওয়াকফ বিল নিয়ে উত্তপ্ত হতে পারে লোকসভা ও রাজ্যসভা। এনডিএ-তে বিজেপির শরিক দলগুলি এই বিলকে সমর্থন জানাবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

'পুলিশের পক্ষে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সতর্ক করা মুশকিল'

বিপর্যয় এড়াতে সচেতনতা দরকার, বললেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, পাথরপ্রতিমা ও কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ঢোলাহাট বিস্ফোরণকাণ্ডে আটক বাজি কারখানার মালিক চন্দ্রকান্ত বণিক। আরেক ভাই তুষার বণিকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে অবহেলা-সহ মোট সাতটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

খুনের চেষ্টা-সহ ৭ টি ধারায় মামলা রুজু, ঢোলাহাট বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবি

বিস্ফোরণে গোটা এলাকাটাই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। দুই ভাই ও তাঁদের মা বেঁচে রয়েছেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বাচ্চাগুলো মারা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, মোট পরিবারের সংখ্যা ১১, মৃতের সংখ্যা ৮। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আসছেন। নিখুঁত রিপোর্ট দেবেন। আমিও শুনেছি, এখানে বোমা তৈরি হত। থানার আইসি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ভবানীভবনে বৈঠকে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কর্তা দাবি করলেন, বাড়িতে দাহ্য পদার্থ মজুত রেখে, সেখানেই আবার রান্নাবান্নার কাজ করলে, গ্যাস জ্বালালে এই ধরনের ঘটনা ঘটবেই। নিতান্তই সচেতনতার অভাবেই এই ধরনের ঘটনা। এডিজি বলেন, ''বাজির ব্যবসার ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, এর সঙ্গে প্রচুর মানুষের জীবন জড়িত থাকে। করবে বলে জানিয়েছেন এডিজি। পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ২০২২ সালে চন্দ্রকান্ত বণিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ৬৮.৫ কেজি বাজি তাঁর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও রেকর্ড রয়েছে কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এডিজি জানিয়েছেন, চন্দ্রকান্ত বণিক ও তুষার বণিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত

কারখানা বৈধ হলেও, তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন পদে পদে গাফিলতির ছবিটা স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই এই বিস্ফোরণ নিয়ে এনআইএ তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''বারুদের স্তূপে রয়েছে বাংলা। কত বিস্ফোরক সেখানে ছিল, গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারল না? এর তদন্ত হওয়া উচিত। এনআইএ তদন্তের জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি করব।'' মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। তিনি বলেন, ''আমি এলাকায় এসে দেখলাম, একটা ভয়াবহ ঘটনা। কিনা, সেটা তদন্ত করে দেখতে হবে।'' স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এও অভিযোগ করছেন, দুই ভাই আগে বিজেপি ঘনিষ্ঠ ছিল। তখন বাজি তৈরি করতেন। সে সময়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে সে ছাড়া পেয়ে যায়। তারপর অজ্ঞাত কারণে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। তারপর বাজি কারখানার লাইসেন্সও পেয়ে যান। এলাকার বিধায়ক ও ঢোলাহাট থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদেরই একাংশ। এদিন পাথরপ্রতিমায় বিস্ফোরণের ঘটনায় সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করলেন এডিজি সুপ্রতীম সরকার। জীবিকা নির্বাহের ব্যবহার। কিন্তু কোথাও সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমি যদি বাড়িতে পেট্রল মজুত রাখি, আর সেখানে রান্না বান্না করি, দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করি, সেই খবরটা পুলিশের কাছে থাকা সম্ভব নয়। পুলিশের পক্ষে সব সময়ে নজর রাখা সম্ভব নয়। ঘরের মধ্যে দাহ্য পদার্থ রেখে, গ্যাস সিলিন্ডার জ্বালাচ্ছি, এটা তো সচেতনতার অভাব। যারা ফেরার তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য এত গুলো প্রাণ চলে গেল।'' বাজি স্টোরেজ যাতে লোকালয়ের মধ্যে না হয়, সেই ব্যাপারে বাজি প্রস্তুতকারক সংস্থাদের সঙ্গে শীঘ্রই প্রশাসন বৈঠক শুরু হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৮৭, ২৮৮ (অবহেলার সঙ্গে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার, যেটা জীবনহানি করতে পারে). ১০৫, ১১০ (খুনের চেষ্টার মামলা), ১২৫, ৬১ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট ৯৫০তে ২৪, ২৫। বছর দশেক ধরে এই বাজি কারখানা চলছিল। নথিপত্র কী আছে, লাইসেন্স ছিল কিনা, সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ কর্তা। তিনি বলেন, ''কেন বাড়িতেই বাজি মজুত করে রেখেছিলেন, কেন এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেখালেন, সবই দেখা হচ্ছে।''

ভাটপাড়ায় বোমা-গুলি কাণ্ডে অর্জুনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ বোমা-গুলি কাণ্ডে ভাটপাড়া নতুন করে উত্তপ্ত হওয়ার পর বিজেপি নেতা অর্জুন সিংকে তিনবার নোটিস ধরিয়েছিল পুলিশ। তবে তিনি হাজিরা দেননি। এবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। এমনটা জানিয়েছেন খোদ অর্জুন সিংই। ব্যারাকপুর এসিজেএম আদালত এই পরোয়ানা জারি করেছে বলে দাবি তাঁর। গত বুধবার ভাটপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় অর্জুন সিংকেই দায়ী করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা সোমনাথ শ্যাম। এরপরই বোমা, গুলি কাণ্ডের তদন্তে অর্জুনের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করে। তারপর একাধিকবার তলব করা হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অর্জুন সিং। দাবি করেছিলেন, মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করে জেলের মধ্যে খুনও করতে পারে তাঁকে! তবে এরই মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল।

'অমানবিক', বাড়ি ভেঙে দেওয়ায় যোগীদের তুলোধোনা সুপ্রিম কোর্ট, মনে করাল 'দেশে আইন আছে'

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ অসাংবিধানিক এবং অমানবিক- এভাবেই উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের বুলডোজার নীতির তীব্র নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে বাড়ি ভাঙার মামলায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। প্রয়াগরাজ প্রশাসন এবং যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিগ্রস্তদের ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে। সেইসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'দেশে আইনের শাসন আছে।' বিতর্কের সূত্রপাত প্রয়াগরাজ প্রশাসনের একটি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে। সেখানকার একটি প্লটে চার-পাঁচ জনের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছেন এক জন আইনজীবী এবং অধ্যাপকও। অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন না করেই তাঁদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। কেন তাঁদের বাড়ি ভাঙা হয়েছিল? তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মামলাকারীদের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেলদের বাড়ি যে জমিতে ছিল, প্রশাসন তা ভুল করে নিহত গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের বলে চিহ্নিত করেছিল। তারপরই ওই বাড়িগুলি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি, বাড়ি ভাঙার কথা তাঁর মক্কেলদের জানানো হয় মাত্র একদিন আগে। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি এএস ওখা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বলেছে, ''এভাবে কারও বাড়ি ভেঙে ফেলা হলে, তা আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। বাসস্থানের অধিকার বা এ ব্যাপারে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া কিছু আছে। এই ক্ষেত্রে সেই সব কিছুই মানা হয়নি। যা সম্পূর্ণ সংবেদনশীলতার অভাব।'' বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া অবৈধ বলে দাবি করে ভুক্তভোগীরা প্রথমে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। যদিও সেখানে তাঁদের আবেদন খারিজ হয়। তারপরই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের সমালোচনা করে। প্রশ্ন তোলে, প্রশাসনের নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়েও। বিচারপতি ওকা বলেন, ''বাড়ি ভাঙার ফলে মামলাকারীরা তাঁদের মাথার উপর ছাদ হারিয়েছেন। ২০২১ সালে আইনের না পরোয়া করে যাদের বাড়ি ভাঙা হয়েছিল, সেই প্রয়াগরাজের লুকারগঞ্জের বাসিন্দা এক আইনজীবী, এক অধ্যাপক এবং দুজন মহিলাকে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে প্রয়াগরাজ প্রশাসন। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষের উচিত সর্বদা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।'' শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ''যাদের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাঁদের পাঠানো নোটিসের জবাবের সুযোগ দেওয়া হয়নি।'' পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কোনও বাড়ি ভেঙে ফেলার আগে কর্তৃপক্ষের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সকল নাগরিকের বাসস্থানের অধিকারের কথা সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। মাঝে একটি শুনানি শেষে উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বুলডোজার নীতির নিন্দা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানায়, রাজ্য প্রশাসনের কোনও অধিকার নেই বিচারকের ভূমিকায় বসে অভিযুক্তর বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই বেসরকারি ও বাণিজ্যিক সম্পত্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। এইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বেআইনি ও দখলীকৃত নির্মাণ ধ্বংসের ক্ষেত্রে গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছিল। জানানো হয়েছিল, বাড়ি ভাঙার কমপক্ষে ১৫ দিন আগে নোটিস দিতে হবে।

নন্দীগ্রামে তৈরি হবে রাম মন্দির, শুভেন্দুর ঘোষণায় রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী সোমবার, ৩১ মার্চ ২০২৫, একটি বড় ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে নন্দীগ্রামে একটি রাম মন্দির নির্মিত হবে। এই মন্দিরটি তাঁর নিজের নামে থাকা ৪ বিঘা (১.৫ একর) জমির ওপর নির্মাণ করা হবে। শুভেন্দু জানান, আগামী ৬ এপ্রিল, রাম নবমীর দিন সকাল ১০টায় এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। এই ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তুলেছে যে, শুভেন্দু অধিকারী যখন তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন, তখন তিনি এমপিএলএডি (সাংসদ স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল) থেকে খুব কম দামে এই জমি কিনেছিলেন। তৃণমূলের দাবি, এই জমি নন্দীগ্রামের শহীদ পরিবারগুলির জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছিল। তৃণমূলের এক নেতা বলেন, ''শুভেন্দু যদি মন্দির বানাতে চান, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে জমি কিনেছিলেন, সেই শহীদ পরিবারগুলির জন্য একটি হাসপাতালও বানানো উচিত।'' অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগকে 'বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, জমি কেনার বিষয়ে কোনো অনিয়ম হয়নি, এবং তৃণমূল কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ইস্যুকে উসকে দিচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণার মাধ্যমে নন্দীগ্রামে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব আরও জোরদার করার চেষ্টা করছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তিনি বলেছেন, ''এই মন্দির অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রতিরূপ হবে। আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, রাম নবমীর দিন সকালে হাজার হাজার মহিলা শঙ্খ বাজিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিন।'' তিনি আরও জানান, মন্দিরের পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্রও নির্মিত হবে। তবে তৃণমূলের অভিযোগ, এমপিএলএডি তহবিলের টাকায় কেনা জমিতে শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ শহীদ

পরিবারগুলির সঙ্গে প্রতারণার শামিল। নন্দীগ্রামে রাম মন্দির নতুন কিছু নয়। এখানে ইতিমধ্যেই একটি প্রাচীন রাম মন্দির রয়েছে, যা ১৮০৩ সালে নির্মিত হয়েছিল। এটি জানকীনাথ মন্দির নামে পরিচিত এবং এটিকে বাংলার প্রাচীনতম রাম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই মন্দিরের রামের মূর্তির হাতে ধনুক-তির নেই, যা অন্যান্য রাম মন্দির থেকে এটিকে আলাদা করে। শুভেন্দু অধিকারী এই মন্দিরের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রায়ই এই মন্দিরে যান এবং এর উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এই নতুন মন্দির নির্মাণের ঘোষণা রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''নন্দীগ্রামে ধর্মীয় উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। শুভেন্দু যদি মন্দির বানাতে চান, তিনি বানাতে পারেন। কিন্তু তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমি কিনেছিলেন, তা পূরণ করা উচিত।'' তিনি আরও বলেন, ''বাংলার মানুষ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী। শুভেন্দুর এই ধরনের ঘোষণা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না।'' অন্যদিকে, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, ''এটি শুভেন্দুর ব্যক্তিগত জমি। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তৃণমূল এখানে অযথা বিতর্ক তৈরি করছে।'' রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ঘোষণার পিছনে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করার কৌশল রয়েছে। শুভেন্দু ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন যে, আগামী রাম নবমীতে পশ্চিমবঙ্গে ২০০০টি শোভাযাত্রায় ১ কোটি হিন্দু অংশ নেবে। তিনি বলেন, ''আমরা শান্তিপূর্ণভাবে রাম নবমী পালন করব। এর জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই।'' তবে, সিপিআই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''রাম নবমী বাংলায় কখনও গণউৎসব ছিল না। এটি বিজেপি এবং তৃণমূলের রাজনৈতিক হাতিয়ার মাত্র।'' নন্দীগ্রামের ইতিহাসে ধর্মীয় স্থাপনা এবং রাজনীতি একসঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ২০০৭ সালের ভূমি আন্দোলনের পর থেকে এই এলাকা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু এখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন। এই মন্দির নির্মাণের ঘোষণা তাঁর নির্বাচনী এলাকায় প্রভাব ধরে রাখার একটি কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ কেউ বলেন, ''মন্দির হলে ভালো, কিন্তু আমাদের হাসপাতালও দরকার। শুভেন্দুবাবু এখানকার ছেলে, তিনি আমাদের কথা ভাববেন।'' অন্যরা বলেন, ''এটা রাজনীতির খেলা। আমরা চাই উন্নয়ন, শুধু মন্দির নয়।'' এই ঘটনা নিয়ে পুলিশও সতর্ক রয়েছে। রাম নবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অতীতে নন্দীগ্রামে উত্তেজনা দেখা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং শান্তি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। শুভেন্দু অধিকারীর এই পরিকল্পনা নন্দীগ্রামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিত্রকে নতুন মোড় দিতে পারে। তবে এটি শহীদ পরিবারগুলির প্রতি তাঁর পূর্বের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাম নবমীতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর এই বিতর্ক কোন দিকে যায়, তা দেখার বিষয়।

চৈত্র নবরাত্রির তৃতীয় দিন, মাতা কুষ্মাণ্ডা রূপে পূজিতা দেবী দুর্গা

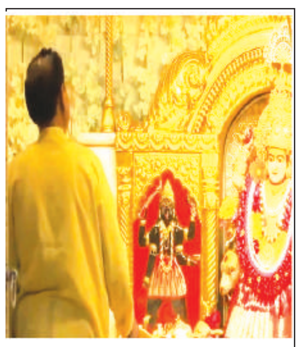

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ চৈত্র নবরাত্রির তৃতীয় দিনে মাতা কুষ্মাণ্ডা রূপে পূজিতা হলেন দেবী দুর্গা। ৯ দিনব্যাপী চৈত্র নবরাত্রির তৃতীয় দিনে, মঙ্গলবার দিল্লির ঝাণ্ডেওয়ালান মন্দিরে সকালের আরতি করা হয়। যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, মঙ্গলবার 'চতুর্থী'। এদিন দেবী দুর্গাকে মাতা কুষ্মাণ্ডা রূপে পূজা করা হয়।চৈত্র নবরাত্রির তৃতীয় দিনে, দিল্লির কালকাজি মন্দিরে মাতা কালকার দর্শনের জন্য ভক্তদের বিশাল ভিড় দেখা যায় এদিন সকালে। দিল্লির ছতরপুরের শ্রী আদ্য কাত্যায়নী শক্তিপীঠ মন্দিরেও সকালের আরতি করা হয়।

'বিচরণশীল ঈশ্বর' শিবকুমার স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহর

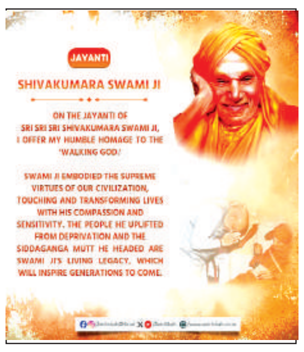

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ শ্রী শিবকুমার স্বামীজির জয়ন্তীতে, আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু লিখেছেন, তিনি আমাদের সভ্যতার সর্বোচ্চ গুণাবলীকে মূর্ত করেছেন। তাঁর করুণা এবং সংবেদনশীলতা দিয়ে জীবনকে স্পর্শ এবং রূপান্তরিত করেছেন। তিনি যে মানুষকে বঞ্চনা থেকে তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে সিদ্ধগঙ্গা মঠ স্বামীজির জীবন্ত উত্তরাধিকার, যা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।প্রসঙ্গত, শিবকুমার স্বামী (১ এপ্রিল ১৯০৭ - ২১ জানুয়ারী ২০১৯) ছিলেন এক মানবতাবাদী, আধ্যাত্মিক নেতা, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মী। তিনি ছিলেন একজন বীরশৈব (লিঙ্গায়তধর্ম) ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। স্বামী ১৯৩০ সালে কর্ণাটকে সিদ্ধগঙ্গা মঠে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে প্রধান দ্রষ্টা হন। প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী সিদ্ধগঙ্গা এডুকেশন সোসাইটি। লিঙ্গায়তবাদের (বীরশৈবধর্ম) সবচেয়ে সম্মানিত অনুগামী হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাঁকে রাজ্যে 'নাদেদাদুভা দেবরু' (হেঁটে যাওয়া ঈশ্বর) হিসাবে উল্লেখ করা হয়।২০১৫ সালে, ডঃ শিবকুমার স্বামীজিকে ভারত সরকার' পদ্মভূষির্ত করে ভারত সরকার।

এপ্রিলের শুরুতেই স্বস্তি, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামে হ্রাস অনেকটাই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ ফের দাম কমলো বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের। পয়লা এপ্রিল থেকেই ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হ্রাস করেছে তেল মার্কেটিং কোম্পানিগুলি। ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৪১ টাকা কমানো হয়েছে, নতুন এই মূল্য মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে।দাম কমার পর রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের এখন নতুন মূল্য ১,৭৬২ টাকা। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতা, মুম্বই-সহ দেশের সর্বত্রই কমেছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। এই দাম কমার ফলে স্বস্তি পেলেন রেস্তোরাঁ ও হোটেলের মালিকেরা।

কাশ্মীর থেকে কাটরা পর্যন্ত ছুটবে বন্দে ভারত, শুভ উদ্বোধন ১৯ এপ্রিল

অযোধ্যা, ১ এপ্রিল ঃ কাশ্মীর থেকে কাটরা পর্যন্ত ছুটবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, আগামী ১৯ এপ্রিল অত্যাধুনিক এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার শুভসূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৯ এপ্রিল কাটরা থেকে কাশ্মীরগামী প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন, যা ২৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল সংযোগের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৯ এপ্রিল উধমপুরে পৌঁছবেন। ওই দিন তিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু পরিদর্শন করবেন এবং তা উদ্বোধন করবেন। এরপর, তিনি কাটরা থেকে বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করবেন। জম্মু স্টেশনে সংস্কারের কাজ চলার কারণে প্রাথমিকভাবে এই পরিষেবাটি কাটরা থেকে চালানো হবে। এই ট্রেনটি জম্মু এবং শ্রীনগরের মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে, যা এই অঞ্চলের জন্য যোগাযোগ উন্নত করবে।

ডিজিটাল পেমেন্টে ভারতকে অগ্রণী করে তোলার ক্ষেত্রে আরবিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেঃরাষ্ট্রপতি

মুম্বই, ১ এপ্রিল ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আরবিআই-এর ৯০-তম বার্ষিকী উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, দেশের পেমেন্ট পরিকাঠামোকে ক্রমাগত আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্টে ভারতকে অগ্রণী করে তোলার ক্ষেত্রে আরবিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আরবিআই একটি প্রাণবন্ত ফিনটেক ইকোসিস্টেমকেও লালন করেছে।রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, গত ৯০ বছরে আরবিআই-এর অসাধারণ যাত্রা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারত যখন স্বাধীনতার শতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর মিশন এমন একটি আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের আহ্বান জানিয়েছে যা উদ্ভাবনী, অভিযোজিত এবং সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য।রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, বিগত বছরগুলিতে আরবিআই নাবার্ড, আইডিবিআই, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। এটি কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং আবাসন ক্ষেত্রে জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে।

৭-৮ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরে সফর অমিত শাহের, খুঁটিয়ে দেখবেন নিরাপত্তা পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৭-৮ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন, ওই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন তিনি এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এই সফরের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন অমিত শাহ।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) এবং গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধ্বতন আধিকারিকরা সম্ভবত এই বৈঠকে যোগ দেবেন। পর্যালোচনা বৈঠকের পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, সীমান্তে মোতায়েন বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবেন অমিত শাহ।

মঞ্চে সঙ্গীতশিল্পী ও বাদকদের সমন্বয়ের সময় নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে সঙ্গীতশিল্পী ও সহ শিল্পীদের সমন্বয়ের জন্য কত সময় লাগা আবশ্যিক? তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে সামাজিক মঞ্চে। এ নিয়ে গানের জগতে অতি পরিচিত দু'জন পৌষালি বন্দ্যোাধ্যায় এবং ইমন চক্রবর্তী প্রকাশ্যে দাবি করেছেন।অনেক সময়ই শিল্পী বা মিউজিশিয়ানরা অনুষ্ঠানের আগে শব্দের চরিত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। পর্যাপ্ত সময় পান না বা সেই সময় তাঁদের দেওয়া হয় না। অতি সম্প্রতি তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো পোস্ট করে কড়া বার্তা দিয়েছেন পৌষালি। সারেগামাপা খ্যাত সেই গায়িকার প্রতিটি কথাকে সমর্থন করেছেন ইমন চক্রবর্তী। এই দুই গায়িকাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন দুই গায়িকা বরাবরই স্পষ্টবক্তা। ভুল বা অন্যায় কিছু ঘটলে তক্ষণা সেটার প্রতিবাদ করেন।পৌষালিকে শো বা কনসার্ট আয়োজকদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা গিয়েছে, 'একটা অনুষ্ঠান তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম আছে। কমিটিরও আছে। শিল্পীরও আছে। ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে কোনও কাজ একার পক্ষে সম্ভব না। একটা কমিটি, একটা সংস্থা অনেক টাকা খরচ করে অনেক ভাবে টাকার জোগাড় করে একটা শিল্পীকে নিয়ে আসে। এবং আশা করেন আজকে একটা দারুণ সন্ধ্যা কাটাব। আর কোনও উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সেই শিল্পীর টিমকে বা মিউজিশিয়ানদের সাউন্ড চেক করতে সময় না দেওয়া হয় তাহলে তো সেই আশা করাই উচিত না।'তিনি বলেন, 'আমি আমার একার কথা বলছি না। আমি সমস্ত শিল্পী, মিউজিসিয়ান যাঁরা এই চরম ভোগান্তির শিকার হন তাঁদের সবার হয়ে বলছি। অনেকেই বলেন সাউন্ড চেক কী, সাউন্ড চেক করতে দেব না। সাউন্ড চেকের মাধ্যমে দেখা হয় যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ঠিকঠাক বাজছে কিনা, আপনারা ঠিকঠাক শুনছেন কিনা, সব কিছু ব্যালেন্স, মিক্স হয়ে কানে আসে। এটা করতে অনেক সময় লাগে। অতিরিক্ত সময়ের কথা বলছি না। কিন্তু মিনিমাম দেড় দুই ঘণ্টা লাগে।'গায়িকার কথায়, 'বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে বলেই কেন সেটা হতে দেরি হচ্ছে কেন বললে হবে না। চালে ডালে বসিয়ে দিলেই খিচুড়ি হয় না। ঠিক তেমন করেই ১০ মিনিটে সাউন্ড চেক হয় না। কেন আপনারা এটা বোঝেন না? আমি এই ভিডিয়োর মাধ্যমে অনুরোধ করছি, এটা একটা অঙ্ক, অনুষ্ঠানের মূল শিরদাঁড়া। এটাকে সময় না দিলে অনুষ্ঠানটা খারাপ হবে। সাউন্ড চেকের এই সময়টা শিল্পীকে দিতে হবে।'ইমন চক্রবর্তী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিডিয়ো শেয়ার করেন। লেখেন, 'দিয়েছে আচ্ছা করে। ধন্যবাদ পৌষালি।' কেবল ইমন নন। একাধিক সঙ্গীতশিল্পীই জানিয়েছেন তাঁরাও অনেক সময় এই একই সমস্যায় পড়েন। দুই শিল্পীর সমর্থনে মন্তব্য করেছেন অনেকে। এ নিয়ে প্রকাশিত খবরে মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১০টা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে ৫০টি। যেমন,স্মৃতি সামন্ত লিখেছেন, একদম সঠিক কথা।বিপরীতের পাল্লাও কম ভারি নয়। কৌশিক ঘোষ লিখেছেন, সমস্যা টা হলো এখনকার প্রায় সব শিল্পীরাই যন্ত্রনির্ভর। সেই কৃত্তিম মিক্স আপ করে শব্দ প্রক্ষেপ করা হয়। হেমন্ত - সন্ধ্যা- মান্না - মানবেন্দ্র - শ্যামল - অখিলবন্ধু - প্রতিমা ইত্যাদি এইরকম আরো অসংখ্য কিংবদন্তি শিল্পীদের গান একদম সামনে থেকে শোনার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্রযুক্তির এত সুবিধা না পেয়েও তিন চারটি বাজনার সঙ্গে যা পরিবেশনা করতেন সেটা এই বয়সে পৌঁছেও কানে অনুরণন হয়। সুতরাং......, আর কিছু বোধহয় না বলাই ভালো।কারণ টা ঠিক কি বলে আপনার মনে হয়? পর্যাপ্ত রেওয়াজের অভাব? এই প্রশ্ন তুলে কৌশিকবাবু নিজেই লিখেছেন, নিঃসন্দেহে। অল্প সময়ের মধ্যে যশ লাভের চেষ্টা। ফলে পরিবেশনায. চটকদারিত্ব। দেখবেন এদের শিল্পী জীবনও খুব দীর্ঘ হয় না।সুব্রত সিনহা লিখেছেন, সত্য বলেছেন কিন্তু আরেকটা দিক তুলে ধরেন নি। আড়াই ঘন্টার প্রোগ্রামের কথা বলে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে মিউজিক সেট করে আধ ঘন্টার প্রোগ্রামের জন্য কেউ কিন্তু শিল্পীকে নিয়ে আসেন না।হরিমোহন দাস লিখেছেন, অনুষ্ঠানের যে সময় দেওয়া হয় এই সময় আপনারা এসে সাউন্ড চেক করেন। তাতে দর্শক ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। আর ইমন তো সব কিছুতেই কথা বলে পপুলার হতে চায়। কেয়া ব্যানার্জী লিখেছেন, একদম ঠিক কথা। শুধু নিজেকে জাহির করা!

ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত সরকারঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃলোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ পেশ হবে আজ। এই বিল নিয়ে আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মঙ্গলবার কিরেন রিজিজু বলেছেন, যদি সংসদ মনে করে, আলোচনার সময় বাড়ানো উচিত, তাহলে সময় বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু যদি তারা (বিরোধী দল) কোনও অজুহাত দেখিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে না চায়, তাহলে আমি কিছু করতে পারি না। আমরা আলোচনা চাই। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে এবং দেশ শুনতে চায় সংশোধনী বিলের বিষয়ে কোন রাজনৈতিক দলের অবস্থান কী এবং এটি হাজার হাজার বছর ধরে রেকর্ড করা হবে, এটি রেকর্ডে থাকবে, কে সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছিল এবং কে সমর্থন করেছিল। ২ এপ্রিল, প্রশ্নোত্তর পর্বের পরপরই, আমি সংশোধনী বিলটি বিবেচনা এবং পাসের জন্য উপস্থাপন করতে চাই, তারপরে, আমরা ৮ ঘণ্টা আলোচনার জন্য সম্মত হয়েছি।

''বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জনগোষ্ঠী'', দাবি তথাগতের

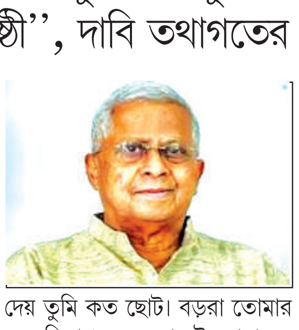

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ শুধু ' বাঙালি বলে কিছু নেই। এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি লিখেছেন, ' আহাজারি'মানে কেউ জানেন? মুসলমানের বাংলায় এর মানে 'শোক বা দুঃখ প্রকাশ' । সম্ভবত ৯৯ বাঙালি হিন্দু এই কথাটা জানেই না । এতে প্রমাণ হয় সেই কথাটা, যেটা আমি আগাগোড়া বলে আসছি - বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জনগোষ্ঠী।লাউকা লাউফেসেন নামে একটি এক্স হ্যান্ডেল থেকে তথাগতবাবুকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছে, তোমার আহাজারিই বলে দেয় তুমি কত ছোট। বড়রা তোমার মত বিলাপ করে না।বই আমাদের দেশের হিরো আলমও লেখে। বই লেখা উচু মানসিকতার পরিচাযক না।নিজের স্টেটের মাথাপিছু আয় জেনে এসে কথা বইলো। অশিক্ষিত কোথাকার।এই বার্তা যুক্ত করে প্রতিক্রিয়ায় তথাগতবাবু ওপরের মন্তব্য করেছেন বলেন।

ঠাকুরনগরের বারুণী মেলায় বড়মাকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা,১এপ্রিলঃঠাকুরনগরের প্রসিদ্ধ বারুণী মেলা উপলক্ষে সকলের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বললেন, ঠাকুরনগরের বারুনি মেলা, এই মেলায় আমরা সবাই এসেছি, এই মেলা সংগঠিত করার জন্যে যে দাযিত্ব রাজ্যের তরফ থেকে বিশেষ করে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন এবং বিশেষ করে আইন ও আদালত এবং প্রশাসন যেভাবে মতুয়া সংঘের এই প্রাচীন ও মতুয়া সংঘের যে উৎসব দুধ সাগরে স্নান করা এবং পুন্যতা লাভ করা এটা ২৬ তারিখ ২০২৫-থেকে শুরু হয়েছে, চলছে এবং এই পুন্যতা লাভে আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি একটি কামনায়, যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, যারা পিছিয়ে পড়া জনজাতি ও সমাজে যারা অবহেলিত ছিল, আজকে তারা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের আশীর্বাদ এবং বড় মায়ের আশীর্বাদে ও সংগঠিত ভাবে আজকে তারা বা তাদের জীবন জীবিকা সুস্থভাবে ও জীবন জীবিকা মানুষের মতো মানুষ হয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে তারা চলেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদের যে অধিকার এবং তাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকার এই রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ ও একেবারে সুবেদিত ভাবে সব মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে, এবং সেই অধিকারের বলে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখানে এসেছেন, কারোর কোনও অসুবিধা হয়নি এবং সবথেকে বড় কথা হল এখানকার মানুষ বিশেষ করে মমতা বালা ঠাকুর,তার নেতৃত্বে এবং নরোত্তম বিশ্বাস সহ মতুয়া সংঘের সমস্ত বন্ধুদের সম্মিলিত প্রয়াস এই মেলাকে অত্যন্ত সুন্দরতর করে তুলেছে, আমি আশা করি ও বিশ্বাস রাখি আগামী দিনে সকলের সহযোগিতায় এবং রাজ্য সরকারের সব রকম সাহায্যে ভারতবর্ষের এই বারুনী মেলা সুপ্রসিদ্ধ হিসাবে সকলেরই হৃদয়ে স্থান করে নেবে ও দেশে বিদেশেও এই মেলা প্রসিদ্ধতা লাভ করবে।

''পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে যাচ্ছে'', মমতার খেলাফত-প্রীতিকে কটাক্ষ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ ' কলকাতা খিলাফত কমিটি, খেলাফত আন্দোলন ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সহ সভাপতি তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।তরুণজ্যোতি সোমবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, প্রতি বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযকে কলকাতা খিলাফত কমিটির মঞ্চে দেখা যায়। কিন্তু এই সংগঠনের আসল উদ্দেশ্য কী? এটি ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং খলিফার শাসন রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলন।খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে অটোমান সাম্রাজ্যের খলিফার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তীব্র হয় এবং এর চরম পরিণতি ছিল ১৯২১ সালের মালাবার হিন্দু গণহত্যা। কলকাতা খিলাফত কমিটি গঠিত হয়েছিল এই খেলাফত আন্দোলনের অংশ হিসেবে। এটির মূল আদর্শ ছিল একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, যা ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।প্রশ্ন হল-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন বারবার এই মঞ্চ ব্যবহার করেন?তিনি কি শুধুই রাজনৈতিক সমর্থন চাইছেন, নাকি দীর্ঘমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন?ভোটব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে তিনি একই মঞ্চ থেকে এনআরসি বিরোধিতা করেন, মুসলিম ঐক্যের ডাক দেন, এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রার্থনার আহ্বান জানান-যা অত্যন্ত স্পষ্ট বার্তা বহন করে।ইতিহাস বলে, যখন রাজনীতি ও ধর্ম একত্রিত হয়, তখন সমাজে বিভাজন আরও গভীর হয়। এখন প্রশ্ন-পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে যাচ্ছে?

রামনবমী উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রামমন্দির, ভক্তদের জন্য একগুচ্ছ ব্যবস্থা

অযোধ্যা, ১ এপ্রিল ঃ আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমী, তার আগে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠছে অযোধ্যার রামমন্দির। ভক্তদের সুবিধার্থেও নেওয়া হচ্ছে একগুচ্ছ ব্যবস্থা। আসন্ন রামনবমী উদযাপনের প্রস্তুতি হিসেবে অযোধ্যার রাম মন্দিরকে প্রাণবন্ত রঙ ও আলো দিয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হচ্ছে, ভক্তদের জন্য একটি মসৃণ এবং আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত কোনও ভিআইপি পাস জারি করা হবে না।জমকালো সাজসজ্জাঃভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মন্দির প্রাঙ্গণটি উজ্জ্বল আলো এবং জন্মভূমি পথে লাল গালিচা দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে।ভক্তদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যঃশ্রীঙ্গারহাট থেকে রামপথের ৩ নম্বর গেট পর্যন্ত নিয়মিত জল ছিটানো হবে এবং ধর্মপথ বরাবর ছায়াযুক্ত অস্থায়ী শিবির স্থাপন করা হবে, ২৪৩টি স্থানে পানীয় জলের সুবিধা থাকবে।স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশনঃঅযোধ্যা পৌর কর্পোরেশন শহরজুড়ে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করেছে, ৩৪টি মোবাইল ইউনিট-সহ অস্থায়ী শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে।নিরাপত্তাঃভক্তদের বিশাল আগমনের প্রত্যাশায়, উত্তর প্রদেশ সরকার শহর এবং এর আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করছে।সূর্য তিলক অনুষ্ঠানঃমন্দির ট্রাস্ট সূর্য তিলক অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে, যেখানে রাম নবমীর সময় একটি নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের আলো রামলালার কপালে আলোকিত করবে।

ভারতে সফরে চিলির রাষ্ট্রপতি, মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ পাঁচ দিনের ভারত সফরে এসেছেন চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্ট। এটি তাঁর প্রথম ভারত সফর। মঙ্গলবার সকালেই ৫ দিনের সফরে ভারতে পা রেখেছেন চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্ট। দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা। বিমানবন্দরেই চিলির রাষ্ট্রপতিকে গার্ড ওফ অনার প্রদান করা হয়।এরপর দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে চিলির রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতায় স্বাক্ষর করেন দুই রাষ্ট্রনেতা। প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকও করেন তাঁরা।

আরবিআই-এর ওপর জনগণের আস্থাই সবচেয়ে বড় সম্পদঃসঞ্জয় মালহোত্রা

মুম্বই, ১ এপ্রিল ঃরিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর ওপর জনগণের আস্থাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। জোর দিয়ে বললেন আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। মঙ্গলবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৯০-তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, আরবিআই-এর ওপর ভারতীয় জনগণের আস্থা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা তা টিকিয়ে রাখতে এবং আগামী বছরগুলিতে আরও শক্তিশালী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৯০-তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, আমাদের অর্থনীতির আর্থিক কাঠামো গঠনের জন্য আগামী দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সপা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে, ফের জানালেন অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ সমাজবাদী পার্টি (সপা) ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে, ফের জানালেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, আমরা ওয়াকফ বোর্ড বিলের বিরুদ্ধে, কারণ বিজেপি সব কিছুতেই হস্তক্ষেপ করতে চায়। তারা সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ চায়।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ঘোষণা করেছেন, উত্তরাখণ্ডের ৪টি জেলার ১১টি স্থানের নাম পরিবর্তন করা হবে। এ প্রসঙ্গে অখিলেশ বলেছেন, উত্তরাখণ্ডের নামও উত্তর প্রদেশ ২ করে দিন।

গঙ্গাবক্ষে আউটরাম ঘাটের কলকাতা তাজবেঙ্গল হোটেলের উদ্যোগে দুটি নৌকোর ভ্রমণ পিপাসু মানুষের জন্য শুভ সূচনা

শুভ ঘোষ,আউটরাম ঘাট (কলকাতা)ঃ পবিত্র ঈদ-উল-ফেতরের পশ্চিম- বাংলার সমস্ত জনগণকে বার্ষিকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায়। বাংলার সম্প্রীতি,বাংলার ঐতিহ্য ও বাংলার গর্ব জলপথের চলাচলের উপযোগী নৌকা, পর্যটনের গঙ্গাবক্ষে নৌকো পরিষেবার খুবই মূল্যবান।তাই বাবুঘাট গঙ্গাবক্ষে আউটরাম ঘাটের কলকাতা তাজবেঙ্গল হোটেলের উদ্যোগে দুটি নৌকোর ভ্রমণ পিপাসু মানুষের জন্য শুভ সূচনা করা হয়।কলকাতার সৌন্দর্যআয়ন প্রজেক্ট তাজবেঙ্গল হোটেল উদ্যোগে দুটি নৌকোকে যোগ্য ভাবে তৈরি করে জলযানের সুযোগ্য করে তোলা নদীপক্ষে ভ্রমণ করার জন্য একটি নতুন উদ্যোগ। সহযোগিতায় কলকাতা মেরি টাইমস উদ্যোগে এবং সি এক্সপ্লোর ইনস্টিটিউট যৌথ প্রয়াসে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের নতুন উদ্যোগ।আজকে মূলত দুটি নৌকর ভ্রমণের উপযোগী করার লক্ষ্যে গঙ্গাবক্ষে শুভ সূচনা করেন কলকাতা মেরিটাইম গৌতম চক্রবর্তী,পার্থ মুখার্জী,তাজ বেঙ্গল গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার অর্ণব চ্যাটার্জি,সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন চন্দ্রন,তাজ বেঙ্গল হোটেল এরিয়া ডাইরেক্টর ইস্ট এন্ড নথ ইস্ট জনের প্রভাকর কুমার সিং,এইচ আর অঙ্কুশ পাটিয়াল উপস্থিত ছিলেন।

ওড়িশার জনগণ পরিশ্রমী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছেনঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ ওড়িশার জনগণকে উকল দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক বার্তায় জানিয়েছেন, ওড়িশার জনগণ খুবই পরিশ্রমী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা দক্ষতা অর্জন করেছেন। মঙ্গলবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, উকল দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা! এই দিনটি ওড়িশার গৌরবময় সংস্কৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, ভারত ওড়িশার ইতিহাস, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের জন্য গর্বিত। ওড়িশার মানুষ খুবই পরিশ্রমী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন। কেন্দ্র এবং ওড়িশা সরকার রাজ্যের অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৯চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৮ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে গরম বাড়বে এবং সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। এদিন পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়বে বলে জানা গেছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, উভয়ই ঊর্ধ্বমুখী। রোদের তেজ ও তীব্র গরমে অস্বস্তিকর আবহাওয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তরবঙ্গেও বাড়ছে তাপমাত্রা। এদিন সকাল থেকেই তীব্র রোদের তেজ অনুভূত হয়েছে। গরমের কাহিল হয়ে পড়েছেন মানুষ। যদিও, বৃষ্টির এখন কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ১ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৩১মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৯মনিট

দাম না পাওয়ায় বাগানে পড়ে নস্ট হচ্ছে প্রচুর টমেটো দক্ষিন ২৪ পরগনায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১ এপ্রিল ঃ বাগানে নষ্ট হচ্ছে টমেটো, দাম না থাকায় ক্ষতির মুখে টমেটো চাষীরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার টমেটো চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন,টমেটো নষ্ট হচ্ছে বাগানে, খরচা না ওঠায় বাগান থেকে টমেটো পর্যন্ত তুলতে পারছে না চাষিরা। সরকারি সাহায্যের আবেদন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক হাজার বিঘার বিভিন্ন জায়গায় সিজনের টমেটো চাষ হয়, প্রথমের দিকে টমেটো প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হলে ও বর্তমানে টমেটোর দাম না থাকায় চাষিরা পড়েছে মহা সমস্যায়। আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত টমেটোর চাষিরা টমেটো বিক্রি করে থাকে, অনেকে নাবিচাষ করে বেশি টাকা পাওয়ার আশায়। কারণ প্রথমে যে দাম থাকে শেষের দিকে তাঁর দাম দ্বিগুন হয়।কিন্তু এবারে কিন্তু দাম দ্বিগুণ হওয়া তো দূরের কথা বর্তমানে তিন থেকে চার টাকা কেজিতে টমেটো পাইকারি হচ্ছে। যার ফলে চাষিরা বাগানের টমেটো পর্যন্ত তুলছে না, কারণ টমেটো তুলতে গেলে মানুষকে মজুরি দিয়ে তুলতে হয়, মজুরির পয়সাটুকু দিতে পারছে না চাষিরা। চাষিরা চাইছে সরকার এই দিকে নজর দিক।

তৃণমূলের পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি বৈঠকে বসতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ হুইপ জারি করা সত্ত্বেও বিধানসভার সদ্যসমাপ্ত বাজেট অধিবেশনের শেষ দুই দিন যে সব বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে তৃনমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি আরও একবার বৈঠকে বসতে চলেছে। কমিটির চেয়ারম্যান পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আগামী ৮ই এপ্রিল বিধানসভায় প্রস্তাবিত এই বৈঠকে অধিবেশনে অনুপস্থিত ৩০ জন বিধায়ককে কমিটির সামনে হাজিরা দিয়ে অনুপস্থিত থাকার কারন ব্যাখ্যা করতে হবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই অনুপস্থিত বিধায়কদের নামের তালিকা দলের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ছাড়াও দলের সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার আর্থিক বছরে ৪৯২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ বাংলা সহায়তা কেন্দ্র গুলির মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে রাজ্য সরকার সদ্যসমাপ্ত আর্থিক বছরে প্রায় ৪৯২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। তার মধ্যে মার্চ মাসেই সর্বোচ্চ ৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সব মিলিয়ে বিএসকে গুলির মাধ্যমে মোট ১ কোটি ৮৯ লক্ষ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে ই-ওয়ালেট পরিষেবার সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। মূলত জমিবাড়ি রেজিস্ট্রেশনের স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত আয় থেকেই এই রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে। এইভাবে বিএসকেতে ই-ওয়ালেট পরিষেবা চালু করায় সদ্যসমাপ্ত আর্থিক বছরে প্রায় ৪৯২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। এই সময় .রাজ্যজুড়ে বিএসকেগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে তথ্য প্রদান পরিষেবার সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২৩ হাজার। এছাড়া অনলাইন আবেদনের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ।

অনলাইন নজরদারির ব্যবস্থা আজ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে চালু হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ওপর অনলাইন নজরদারির ব্যবস্থা আজ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে চালু হল। রাজ্য অর্থদফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে। নজরদারির কাজের জন্য ইউনিফায়েড প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউপিএমএস পোর্টাল ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। অর্থদফতর দফায় দফায় নির্দেশিকা জারি করে পূর্ত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ, জলসম্পদ দপ্তর ছাড়াও কেএমডিএ এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদকে এই পোর্টালের আওতায় এনেছে। অর্থ দফতর জানিয়েছে, এইসব দপ্তর ও সংস্থার সমস্ত প্রকল্পের প্রক্রিয়া পর্ব এপ্রিল থেকে অনলাইনে এই পোর্টালের মাধ্যমে করতে হবে। অফলাইনে কোনও প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না। কোনও প্রকল্পের সূচনা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি পোর্টালের মাধ্যমে নজরদারি করা হবে। এই ব্যবস্থায় প্রকল্পের দ্রুত রূপায়ণ এবং কোনও অনিয়ম হলে তা চিহ্নিত করার সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

খাদ্য দফতর রমজান মাস উপলক্ষ্যে রেশনের বিশেষ প্যাকেজ বন্টন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ খাদ্য দফতর রমজান মাস উপলক্ষ্যে রেশনের বিশেষ প্যাকেজ বন্টন ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চালিয়ে যাবে । খাদ্যদফতরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে রমজানের বিশেষ প্যাকেজের খাবার রেশন দোকানে মজুদ থাকলে তা গ্রাহকরা বুধবার পর্যন্ত তা ভর্তুকি মূল্যে কিনতে পারবেন। ওই সময় বা মজুত প্যাকেজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হবে। উল্লেখ্য রমজান প্যাকেজে রেশন গ্রাহকদের চিনি, ছোলা ও ময়দা ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করছে খাদ্যদফতর। রমজান প্যাকেজের খাদ্যসামগ্রী ঠিকমতো বিক্রি করা হচ্ছে কি না সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে স্থানীয় পর্যায়ের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

জন্মদিনের পার্টি শেষে রহস্যমৃত্যু বাগুইআটির তরুণীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ বাগুইআটিতে পানশালার নর্তকীর রহস্যমৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ালো। জন্মদিনের পরদিন সকালে ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ। গলায় মিলেছে গভীর ক্ষতচিহ্ন। ফ্ল্যাট থেকেই মৃতার পুরুষবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগুইআটি দেশবন্ধুনগরের বাসিন্দা মনীষা রায়। গতকাল, সোমবার জন্মদিন ছিল তাঁর। জানা যাচ্ছে, তরুণীর বন্ধু অন্তর্যামী সোরেন ওড়িশা থেকে জন্মদিন পালনের জন্য এসেছিলেন বান্ধবীর ফ্ল্যাটে। রাতে পার্টিও হয় বলে খবর। মঙ্গলবার সকালে বাগুইআটি থানার পুলিশের কাছে খবর যায়, দেশবন্ধুনগরের ফ্ল্যাটে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখে, আবাসনের তিনতলার একটি ফ্ল্যাটের কোলাপসেবল গেট তালাবন্ধ। তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ। দেখেন, ভিতরে অন্তর্যামী সোয়েন নামে ওই যুবক। তাঁর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। ওই যুবক পুলিশকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানেই ভয়ংকর দৃশ্য। দেখা যায়, খাটের উপর পড়ে পেশায় নর্তকী মনীষার দেহ। সঙ্গে সঙ্গে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গলায় রয়েছে গভীর আঘাতের চিহ্ন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শ্বাসরোধ করে খুন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জমা জলে দুর্ভোগের জেরে এবার অবরোধ হাওড়ার বামুনগাছিতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ জমা জলে দুর্ভোগের জেরে এবার অবরোধ হাওড়ার বামুনগাছিতে। জঞ্জালের পর এবার জমা জল। ফের দুর্ভোগের জেরে অবরোধ হাওড়ায়। উত্তর হাওড়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বামুনগাছি ব্রিজের পাশে বেশ কিছুদিন ধরে জল জমার কারণে বাসিন্দাদের নাজেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর জেরে মঙ্গলবার স্থানীয় মহিলারা বেনারস রোড বামনগাছি এলাকা রাস্তা অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে আসে লিলুয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এই এলাকা বছরে ৬ থেকে ৭ মাস জলে ডুবে থাকে। এখন ভাগা। ভেঙে গিয়েছে বলে জল আরও জমছে। বর্ষার সময় এক কোমর পর্যন্ত জল জমে যায়। এই এলাকা থেকে ভাগা। পর্যন্ত ৭নং ওয়ার্ডে জল জমেছে। কোনও আধিকারিকের দেখা পাওয়া যায়না। যখন মানুষ রাস্তায় নেমে বড় বিক্ষোভ দেখান তখনই তাঁরা আসেন তাতে কিছুই হয় না। এদিকে, উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, এটা একটা বিশাল বড় বিপর্যয়। যেদিন থেকে ধ্বস নেমেছে তারপর থেকে আজ

১২ দিন হয়ে গিয়েছে। এটা দু ঃখের ব্যাপার। কেএমডিএ পাইপ বসাবে বলেছিল। ওদের কাজ দেরি হচ্ছে বলে আমাদের মতো করে কাজ করছি। ' রোড, কলাবাগানের জল কিছুটা নেমেছে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই এলাকার মানুষ খুব কষ্টে রয়েছেন। জল কালো হয়ে যাচ্ছে। ১৫ দিন ধরে এক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পোকামাক। হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১২টা পাম্প চলছে। আরও পাম্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেখান থেকে জল নামানো গিয়েছে সেখান থেকে পাম্প নিয়ে আসা হবে। ২টো স্যাকসন মেশিন আসছে। আগামী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ সমাধান করা যে সম্ভব নয় তাও সাধারণ মানুষকে জানানো হয়েছে। এই বছর বর্ষার সময় জল দাড়ালেও তাড়াতাড়ি জল নেমে যাবে। সেই জন্য একটা মেগা প্রকল্প নেওয় হচ্ছে।

বেলুড়ে চুরি প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতেই, ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ বেলুড়ে চুরি প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতেই, ঘটনায় চাঞ্চল্য। হাওড়া পুরসভার বর্তমান প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য তথা তৃণমূল নেতা প্রাক্তন কাউন্সিলর রিওয়াজ আহমেদের বাড়িতে ঈদের দিন ওই চুরি হয় বলে অভিযোগ। সিসিটিভিতে দেখা যায়, সিভিক ভলেন্টিয়ারের পোশাক পরে কাঁধে করে পাখা, চেয়ার ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিচ্ছে 'চোর'। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বেলুড় ভোটবাগান এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেলুড় ও মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য রিওয়াজ আহমেদ বলেন, সোমবার ঈদের দিন পাড়ায় কোথায় কোথায় পরিস্কার হচ্ছে তা দেখতে ভোর ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় মা জানান, পুলিশের পোশাকে একজন এসেছিল। শুনে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠছিলাম তখন ঘরে ঢুকে পাখা নিয়ে পালায়। পরে জানতে পারি অফিস থেকে ৫টা চেয়ার নিয়েও পালিয়েছে। সিসিটিভি দেখে জানা যায় অভিযুক্ত সিভিক পুলিশের ড্রেস পড়েছিল। এরপর নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে খোঁজা হয়। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তখন বোঝা যায় সে একজন চোর। এরপর বেলুড় থানা ও মালিপাঁচঘ।। থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। পরে মালিপাঁচঘড়া থানা থেকে জানানো হয় যে চুরি করেছে সে সিভিক পুলিশ নয়। সিভিক পুলিশের জামা পরে সে চুরি করেছে। তার বাড়ি বাঁকড়া এলাকায়। পরে মানুষের সচেতনতার জন্য অভিযুক্তের ছবি সহ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হয়। আমাদের দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে দেওয় হয়। শাসক দলের নেতা হয়ে আমার বাড়িতে এই ধরনের চুরির ঘটনায় আমি লজ্জিত। আমার নাম করে নিয়ে গিয়েছে। এরখম ঘটনা আবারও ঘটাবে। আমি চাই তদন্ত হোক, দোষীর শাস্তি হোক।

এস ই আর-এর অসাধারণ সাফল্য ২০২৪-২৫ সালে সর্বোচ্চ মালবাহী পরিবহন কর্মক্ষমতা

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং তার পূর্ববর্তী অর্জনগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। এসইআর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেকর্ড ২১২.৩৭ মিলিয়ন টন মালবাহী পরিবহন সম্পন্ন করেছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সর্বোচ্চ মালবাহী পরিবহন কর্মক্ষমতা। আগের বছরের তুলনায়, এসইআর মালবাহী পরিবহনে ০.৩৬ বৃদ্ধি পেয়েছে। চক্রধরপুর বিভাগ এবং আদ্রা বিভাগও মালবাহী পরিবহনে উৎকর্ষ অর্জন করেছে এবং সর্বকালের সেরা লোডিং কর্মক্ষমতা অর্জন করেছে। চক্রধরপুর বিভাগ ১৫৪.০৪ মিলিয়ন টন মালবাহী পরিবহন করেছে যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৩.২৫ বেশি। আদ্রা বিভাগ ২৯.১২ মিলিয়ন টন মালবাহী পরিবহন করেছে যা গত আর্থিক

বছরের তুলনায় ৪.১৬ বেশি। ২০২৪-২৫ সালে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব আয় হয়েছে ১৮৯৪৯.৮৩ কোর (প্রায়)। এই অসাধারণ মালবাহী লোডিং পারফরম্যান্সে এসইআর নিম্নলিখিত মাইলফলকগুলিও অর্জন করেছে । একদিনে সর্বকালের সেরা লোডিং (৩১শে মার্চ, ২০২৫) -১.৭৮ মিলিয়ন টন, যা আগের সেরা লোডিংয়ের চেয়ে ৩০.৯ বেশি। ৩৪৯ দিনে (১৫.০৩.২০২৫ তারিখে) দ্রুততম ২০০ মিলিয়ন টন লোডিং সর্বকালের সেরা কয়লা লোডিং - ৫৫.৫৬ মিলিয়ন টন, যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৪.২৩ বেশি। এই বছর সর্বকালের সেরা কন্টেইনার লোডিং - ২.৪৩ মিলিয়ন টন, যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৪৪.৮ বেশি। এই বছর সর্বকালের সেরা সার লোডিং - ০.৯২ মিলিয়ন টন, যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ১৬.২ বেশি। এ বছর সর্বকালের সেরা বি.ও.জি. লোডিং - ৬.৪১ মিলিয়ন টন, গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৪.৪৩ বেশি।

ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ, দ্রুত তদন্তের নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিকে মারধর। করা নিয়ে অভিযোগ। তিন বছর আগের ঘটনা । এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ ওই প্রবীণ। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এই মামলা ওঠে। ওই মামলায় আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। ঘটনাটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাসের। দেওয়ালিতে বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে বিবাদ হয় হুগলির উত্তরপাড়ায়। ওই এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধ শশাঙ্ক ঘোষ ক্যান্সার আক্রান্ত। ওই বাড়িতে ছিলেন এক অন্ত ঃসত্বা মহিলা। ওই এলাকায় বাজি ফাটানো হচ্ছিল। তারই প্রতিবাদ করেছিলেন ওই বৃদ্ধ। অভিযোগ, এরপরেই ওই বৃদ্ধের বাড়িতে ঢুকে পড়েন মদ্যপরা। ক্যান্সার আক্রান্ত ওই বৃদ্ধ ও অন্ত ঃসত্বা মহিলাকে মারধর করা হয়। হামলায় ওই মহিলার গর্ভের সন্তান

নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই পরিবার। পুলিশ তদন্তও শুরু করে। আবেদনকারী শশাঙ্ক শেখর রায়ের আইনজীবী রাজেশ ক্ষেত্রীর অভিযোগ, ওই ঘটনার প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একজন পলাতককে পুলিশ ধরতে পারেনি। এই অবস্থায় বিচারপ্রক্রিয়াও শুরু করতে পারছে না আদালত। সেই ভিত্তিতেই এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ক্যান্সার আক্রান্ত ওই বৃদ্ধ। এদিন শুনানি চলাকালীন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দিলেন, দেওয়ালির অশান্তির ওই ঘটনার তদন্ত করবেন ডিএসপি। ৩০ দিনের মধ্যে পলাতককে ধরতে হবে। সেই কাজ যদি না হয়, তাহলে এই বিষয়ে নিম্ন আদালতকে আরও কড়া হতে হবে। হাই কোর্ট আরও জানিয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে, তাদের ক্ষেত্রে একরকম বিচার হবে। আর যে ধরা পড়েনি, তার ক্ষেত্রে অন্যরকম নির্দেশ দেবে আদালত। প্রয়োজনে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সেই কথাও এদিন বলেছেন বিচারপতি।

মোথাবাড়ি-কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলের অনুমতি পেতে হাই কোর্টে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ গোষ্ঠী সংঘর্ষে সম্প্রতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদার মোথাবা।ি এলাকা। সেই ঘটনার প্রতিবাদে একাধিক কর্মসূচি নিচ্ছেন রাজ্যের বিজেপি নেতারা। মোথাবাড়ি কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার কাঁথিতে মিছিল করতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি নেতৃত্ব। ২ এপ্রিল মামলার শুনানি হতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, শুভেন্দু-গড়ে মঙ্গলবার মিছিল করার কথা ছিল বিজেপি নেতৃত্বের। আগে থেকে প্রশাসনের কাছে এই মিছিলের কথা জানানো হলেও সেই মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে। সোমবার রাতে সেই মিছিলের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুবাবুদের।

বিচারপতিকে বদলির সিদ্ধান্ত, কার্যত কর্মবিরতি কলকাতা হাই কোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি দীনেশকুমার শর্মাকে কলকাতা হাই কোর্টে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। প্রতিবাদে সরব কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবীরা। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত কার্যত কর্মবিরতি পালন করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের কথায়, যে বিচারপতির বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজের অভিযোগ রয়েছে তাঁকে কলকাতা হাই কোর্টে বদলি করা হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্ট ' গ্রাউন্ড' নয়। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, নগদ উদ্ধার মামলায় দিল্লি হাই কোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকেও এলাহাবাদ হাই কোর্টে বদলি করা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেও তুমুল বিক্ষোভ হয়।

ভ্যাটে প্যাকেট বন্দি অবস্থায় সদ্যোজাত'র দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার দুপুরে হাও।ার সালকিয়া জি টি রোডে রাস্তার ধারে ভ্যাটে প্যাকেট বন্দি অবস্থায় এক সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটে সালকিয়া জি টি রোডে কৃষ্ণা ভবনের কাছে। এই নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, আবর্জনার মধ্যে প্যাকেট মোড়া অবস্থায় সেটি পড়েছিল। পচা দুর্গন্ধ বেরনোর পর মানুষের সন্দেহ হয়। স্থানীয় মালিপাঁচঘড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে জায়গাটি ঘিরে রেখে ওই শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করে। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুরেশ প্রসাদ বলেন, আমি দোকানে কাজ করছিলাম। পরিবারের লোকেদের কাছ থেকে শুনলাম এখানে একটা বাচ্ছাকে কেউ প্লাস্টিকে বেঁধে ভ্যাটের মধ্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। মৃত শিশু নবজাতক ছিল।

বাঁশবেড়িয়ায় ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয় এক যুবকের

বনস্পতি দে, বাঁশবেড়িয়া, ১ এপ্রিল ঃ সোমবার হুগলির চক বাঁশবেড়িয়ার চুরি মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে। ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয় আক্রম হোসেন (২৬) নামে এক যুবকের। ঈদের আনঃদ মুহূর্তে বদলাল বিষাদে। সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে খুনোখুনি! স্থানীয় সূত্রে খবর, জামাইবাবু আক্রম ওরফে বিট্টুর সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল তাঁরই দুই শ্যালকের। অভিযোগ, সেই সময়ই শ্যালক রোহিত ও গুড্ডু বিট্টুকে ছুরির কোপ মারে। অভিযোগ, বাড়ির সামনেই ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হন বিট্টু। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পর মগড়া থানার পুলিশ দুই অভিযুক্তকে আটক করে। মৃত যুবক দিনমজুরের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এ দিন নেশা করেছিলেন অভিযুক্তরা। পুরোনো কোনও একটি ঘটনাকে সামনে রেখে অশান্তি শুরু হয়। তা থেকেই এই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মৃত যুবকের বৌদি শাহানারা বেগম জানান, ঈদ উপলক্ষে বিট্টুর দুই শ্যালক দিদির বাড়িতে এসেছিলেন। হঠাই অশান্তি থেকে এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যায়। যুবকের দাদা আনোয়ার হোসেন বলেন, ভাইকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাস্তাতেই মৃত্যু হয় বিট্টুর।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দর অর্থ খরচের অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ নতুন অর্থবছরের শুরুতেই রাজ্য সরকার লক্ষীর ভান্ডার, জয় বাংলা সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দর তেত্রিশ শতাংশ অর্থ খরচের অনুমোদন দিয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবহন, পূর্ত সহ বিভিন্ন জনস্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর গুলিতেও নতুন বছরের বাজেট বরাদ্দ পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ খরচের আগাম অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

অমাবস্যা কোটালে নদী বাঁধে ভাঙন সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন,১ এপ্রিল ঃ অমাবস্যার কোটালের জেরে বিপদজনক অবস্থায় সু ঃদরবনের নদী বাঁধের অবস্থা। জোয়ারের ঢেউয়ে রবিবার দুপুর থেকে পাথরপ্রতিমার দূর্বাচটি গ্রামপঞ্চায়েতের কামদেবনগর এলাকার গোবদিয়া নদীর বাঁধে একটি স্লুইস গেটের পাশে ফাটল দেখা দেয়। সেই ফাটল থেকে হু হু করে নোনা জল ঢুকতে শুরু করে পাশের লোকালয়ে।এলাকার বাসিন্দারা তড়িঘড়ি বাঁধ সারাতে হাত লাগায়। কিন্তু তার আগেই নদীর নোনা জলে প্লাবিত হয়েছে প্রায় ৫০ বিঘা কৃষিজমি ও বেশ কয়েকটি পুকুর। জমি ও পুকুরে নোনা জল ঢোকায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার কৃষক ও মাছচাষিরা। রবিবারের পর সোমবার ও মঙ্গলবার জোয়ারের সময় জলস্ফীতি হয়। বর্ষার আগে বাঁধ মেরামত না হলে পুরো এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাঁধ মেরামতির জন্য সেচ দপ্তরের নজরে এনেছে বিষয়টি।তবে ওই এলাকার আরও একটি মাটির বাঁধ বেশ নিচু।ফলে সেই বাঁধ উপচে জল ঢোকার আশঙ্কাও থাকছে। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা মঙ্গলবার বলেন, ওই এলাকার স্লুইস গেটের পাশ থেকে বাঁধে ফাটল ধরেছে। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা বাঁধ মেরামত করেছে। সেচ দপ্তরকে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য বলা হয়েছে। তবে গ্রামবাসীরা ভয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ড এর জন্য মনোনীত ৭ জেলা

অনলাইনে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য রাজ্যের ৭ জেলার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্রের ন্যাশনাল ই গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ড এর জন্য মনোনীত হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর,পুরুলিয়া এবং হুগলি জেলার নির্বাচিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ই-গভর্নেন্স এর নিরিখে যাবতীয় তথ্য সমূহ নিয়ে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নযন দপ্তরে একটি করে ভিডিও পাঠাতে বলা হয়েছে। যেটা রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত মন্ত্রকে পাঠাবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামের মানুষরা সেতু পারাপার করেন

অভিজিৎ হাজরা, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ নং ব্লকের একটি ভগ্ন প্রায় কাঠের সেতু দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছে কয়েক হাজার মানুষ। শ্যামপুর ২ নং ব্লকের ডিহি মন্ডল ঘাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের সঙ্গে সংযোগকারী ল্যাহেরি খালের উপর রয়েছে একটি কাঠের সেতু। এই সেতুর একদিকে অনন্তপুর গ্রাম, অপর দিকে আন্টিলা গ্রাম অবস্থিত। এই দু ' টি গ্রামকে এই কাঠের সেতু সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। অনন্তপুর,আঃটিলা, ঝুমঝুমি গ্রাম সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন দুর্ঘটনা ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভাগ্ন প্রায় এই কাঠের সেতু পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছে। দুর্ঘটনা ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল, মহাবিদ্যালযের ছাত্র -ছাত্রীরা এই ভগ্ন প্রায. কাঠের সেতু দিয়ে পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছে। কাঠের সেতুর পাটাতন ভেঙে গেছে। যে কারণে বাইক, সাইকেল, ট্রলি ভ্যান নিয়ে ঘুরে পথে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে নিত্য যাত্রীরা। বিশেষ করে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন রোগী সহ রোগীর আত্নীয় স্বজনরা। অন্যত্র চিকিৎসার জন্য যেতে গেলে এই ভগ্ন প্রায় কাঠের সেতু দিয়ে রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না।ঘুর পথে রোগীকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। যেটা অত্যন্ত সময় ও ব্যায় বহুল। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হেঁটে পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। কাঠের সেতুর

বর্তমান এমন অবস্থা যে কোনো দিন বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। কাঠের সেতুর এই অবস্থায় কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ বাঁচানোর ও যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছেন। এই ভগ্ন প্রায় কাঠের সেতু দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতের বাধ্য হওয়া স্কুল ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীরা বলেন, এই সেতু দিয়ে না যেতে পারলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হলে অনেকটা সময় লেগে যায়। ফলে স্কুল, মহাবিদ্যালয়ে যেতে অনেকটা দেরী হয়ে যায়। ঠিক সময়ে স্কুল, মহাবিদ্যালয়ে পৌঁছানোর সমস্যা হয়। যে কারণেই দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই ভগ্ন প্রায় কাঠের সেতু দিয়ে পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছি । কয়েক মাস আগে এই সেতুর কাঠের পাটাতন ভেঙে পড়েছিল। সেই সময় ডিহি মন্ডল ঘাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সাময়িক ভাবে সেতুটি সংস্কার করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এবারে সেতুটি বিপজ্জনক ভাবে ভেঙে পড়েছে। এই বিষয়ে ডিহি মন্ডল ঘাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিপান্বিতা মাজী বলেন, কাঠের সেতুটি পুনরায় ভেঙে পড়েছে এই বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। জনগণের সুবিধার্থে খুব শীঘ্রই সেতুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সংস্কার করা হবে। কাঠের সেতুর বদলে কংক্রিটের সেতু নির্মাণের জন্য গ্রামবাসীরা আবেদন করেছেন। গ্রামবাসীদের আবেদনের বিষয়টি আমরা উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের নজরে এনেছি। এখন সময়ের অপেক্ষা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২১ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ চৈত্র , ১৪৩১

পরিবেশটা সকলেরই

বটগাছের শিকড় মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত, অথচ এর শাখাগুলি উঠেছে আকাশের দিকে। শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে ভারত এই ছবিটির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে- একটি দেশ, যা প্রকৃতির প্রতি আধ্যাত্মিকভাবে নিবেদিত, আবার একই সঙ্গে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চতায় পৌঁছনোর জন্য ছুটছে। কিন্তু এই রূপকের নিচে লুকিয়ে রয়েছে এক নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বঃ নদীর কান্না, জঙ্গলের শ্বাসরোধ এবং ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশের চৎকার। পরিবেশ দূষণ, এবং রাজনীতি এখানে একে-অপরের সঙ্গে এমন একটি জটিল ও ধ্বংসাত্মক পরিস্তিতির সৃষ্টি করে, যা শুধুমাত্র নীতি ও নাগরিক আচরণের ব্যর্থতা প্রকাশ করে না, বরং প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করার এবং একই সঙ্গে তাকে শোষণ করার মধ্যবর্তী অসংগতিও দেখায়। ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনা প্রকৃতিকে পুজো করে- নদী দেবী, বন পবিত্র এবং পশুরা দেবতার বাহন। কিন্তু যখন শহরগুলি জেগে ওঠে এবং শহুরে বিস্তার গ্রামীণ এলাকা গ্রাস করে, এই আধ্যাত্মিক বন্ধন ভেঙে পড়ে, পিছনে রেখে যায় এমন এক পরম্পরা, যা পরিবেশগত সচেতনতা হারিয়েছে। গঙ্গার কথা বলা যেতে পারে, একটি নদী যা সমস্ত মানুষের কাছে পবিত্র। প্রতিদিন ভক্তরা এর ঘাটে জড়ো হয়, ফুল এবং প্রার্থনা অর্পণ করে, কিন্তু একই সঙ্গে অপরিশোধিত দৈনন্দিন ও শিল্প-বর্জ্য তথা প্লাস্টিক ফেলে ভর্তি রা হচ্ছে। আমাদের এই নদী জীবনধারার প্রতীক।

সম্পাদকীয়

নাগরিক সভ্যতার পাপের ভারে ন্যুব্জ, গতিহীন। গঙ্গাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চালু করা একটি প্রধান উদ্যোগ, বহু কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও- এর লক্ষ্যগুলির একটি সামান্য অংশই পূরণ হয়েছে। এই নদী দূষিত, একটি ব্যর্থ প্রকল্প এবং প্রতিযোগিতামূলক আমলাতান্ত্রিক স্বার্থের শিকার বলা যেতে পারে। গণেশ চতুর্থী, ছট বা দুর্গাপুজোর মতো উৎসবের সময়, সারা ভারতজুড়ে নদী এবং জলাশয়গুলি বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল সামগ্রী পনে বা ফেলে দূষিত করা হয়। এটি প্রকৃতির প্রতি বিপজ্জনক এক সচেতনতার অভাবেরই পরিচায়ক। এই ধরনের আচরণ মূলত একটি পুরনো বিশ্বাসের ফল, যেখানে মনে করা হত, প্রকৃতি অসীম স্থিতিস্থাপকতা ধারণ করে। কিন্তু আধুনিকীকরণ এবং নগরায়ন সেই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করেছে না কি।

প্রতি শীতকালে, দিল্লি একটি ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল, ফ্লাইট বাতিল করা হয় এর কারণে, এবং বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের হতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ, যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্পদূষণ এবং ফসলের খড় পোড়ানো ভালভাবে জানা সত্ত্বেও সমাধান এখনও হল না। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুচ্ছ যদিও কাগজেকলমে উচ্চাভিলাষী, প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই দুর্বল। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার দিকে দিল্লি আঙুল তোলে ফসলের খড় পোড়ানোর জন্য, এবং এই রাজ্যগুলি পাল্টা যুক্তি দেয় যে, কৃষকদের 'সণস্যা' সমাধানের জন্য আর্থিক সহায়তা অভাব রয়েছে। স্থানীয় রাজনীতির দ্বিচারিতা এখানেও প্রকাশিত। মুম্বইয়ে আরে কলোনিতে একটি মেট্রো কারশেডের জন্য দু'হাজারের বেশি গাছ কেটে ফেলার কারণে খবরের শিরোনামে এসেছিল। প্রকল্পটি জনসাধারণের ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছিল, কর্মীরা শহরের একমাত্র সবুজ ফুসফুসের ধ্বংসের প্রতিবাদ করেছিল। উন্নয়নের নামে উপস্থাপিত হলেও, এমন সিদ্ধান্তগুলো দেখায় যে, নগরোন্নয়নের ওজনের তুলনায় পরিবেশগত উদ্বেগ প্রায়শই গুরুত্বহীন হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবেশ নীতিতে বৈপরীত্যপূর্ণ। একদিকে, কেন্দ্র সরকার পৃথিবীতে জলবায়ু সংশোধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেওয়ার স্বপ্ন দেখে। ঝাড়খণ্ডের কয়লা খনি থেকে শুরু করে বুলেট ট্রেন প্রকল্প পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য- উভযস্তরের প্রশাসন প্রকৃতির দাম দিয়ে উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল করে। এ-কথা বহু আলোচিত যে, ভারতের বহু মেট্রো শহর আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে, যেমন যাচ্ছে চেন্নাই- কিন্তু বিপদ একেবারে ঘরে এসে পড়ার আগে স্থানীয় সরকার নির্বিকার। নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, স্থানীয় নেতৃত্বের আত্মতুষ্টি এবং কেন্দ্রীয় নীতির অর্ধেক প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ- এই তিনের সমন্বয়ে এমন এক চক্র তৈরি হয়েছে, যা উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অপারগ বা অনিচ্ছুক। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে শব্দদূষণের কথা, মানুষের মধ্যে কোনও সচেতনতা নেই বললেই চলে। বিশেষত- শিশু, বৃদ্ধ এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা এসব শব্দের কারণে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আতশবাজি, বরযাত্রীদের বা ভাসানের বাজনা, হর্ন, মাইকিং- যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে, এবং অদূরভবিষ্যতে মানসিক অবসাদ বা উদ্বেগের মতো রোগের সৃষ্টি করতে পারে। কিছু বছর আগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি আইন পাস করেছিল, কিন্তু তার বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল। দীপাবলি উপলক্ষে বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরেও, পুরো শহরেই, নানা জায়গায় শব্দদৈত্যের তাণ্ডব ছিল অব্যাহত। বিভিন্ন উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নীতির অভাব এবং তদারকি না-হওয়ায়, এই সমস্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। মানুষের প্রকৃতির প্রতি একধরনের দখলদার মনোভাবরয়েছে বলে মনে করা হয়। শহুরে এলাকায় যখন মানুষ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে পরিবেশকে ব্যবহার করতে থাকে, এবং এর প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে উপেক্ষা করে, তখন তারই ফলস্বরূপ শব্দদূষণ এবং অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। আসলে আমরা ভুলে যাই যে, পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয়, কোনও দিন ছিল না। ক্ষতির পরোয়া না-করে স্বল্পমেয়াদি লাভের দিকেই আমাদের ছুটে যাওয়ার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যেও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব, যদি কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরিবেশ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। রাজনৈতিক চাপের মধ্যেই মানুষ এবং পরিবেশবাদী সংগঠনদের একত্র হয়ে আন্দোলন গড়তে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

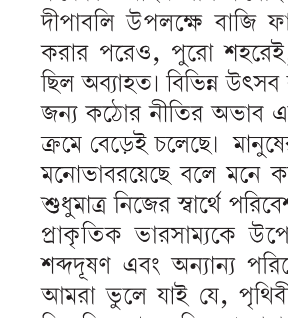

তুমি যাই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত দেখাই সর্বাগ্রে। তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলতোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে- এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে হে আমার পালনকর্তা তুমি আমার ভেতর থেকে সকল কপটতাকে দুর করে দাও এবং কপট মানুষও যদি আমার সঙ্গ লাভ করে তবে তারা যেন সহজ সরল হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

যতক্ষন তোমার সঙ্গে বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা, আর এই ভাবনাই হল তোমার দু ঃখ কষ্ট মোহ মায়ার কারণ। তোমার জীবনের লক্ষ্য শুধুই অর্থ উপার্জন নয়, তোমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমেশ্বর সেবা ও মনের শান্তি লাভ। জীবনে শান্তি পেতে মনের ময়লা গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মন কে শান্ত করতে হলে, তোমার কাছে যা আছে তার জন্য ঈশ্বর কে মন থেকে ধন্যবাদ জানাও, তাঁর সাথে প্রেমের বন্ধন তৈরি করো, দেখবে মনের অশান্তি কোথায় হারিয়ে গেছে।

ইসরাইলের বর্বরতা মানব সভ্যতার অভিশাপ

বিশেষ প্রতিনিধি

মানুষ মানুষের কষ্ট দেখে ব্যথিত হয়। আবার মানুষই অন্য মানুষের ওপর নির্মম বর্বরতা চালিয়ে আনন্দ পায়। ইসরাইল ফিলিস্তিনবাসীর ওপর যে নারকীয় তাণ্ডব চালাচ্ছে তা বিবেককে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। আমার মনে হয়, আমার মতো অনেকেই প্রতি রাতে সামাজিকমাধ্যমে গাজাবাসীর নানাবিধ করুণ দৃশ্য দেখে নীরবে অশ্রু ফেলে ঘুমাতে যাই। একটি আড়াই তিন বছরের শিশু বোমার বিকট শব্দে উদভ্রান্তের মতো ভাগবান ভগবীর বলে চিৎকার দিতে দিতে যখন দৌড়াচ্ছে সে দৃশ্য দেখার মতো নয়। কংক্রিটের ধ্বংস্তূপের মধ্যে আটকে পড়া শিশুদের ভয়ার্ত চেহারা আর আকুতি ভরা চোখ দেখে ঠিক থাকা যায় না। গাজার দুর্ভিক্ষের যে দৃশ্য অথবা হাসপাতালের বিপন্ন সেবা আমাদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এসব বীভৎস পরিস্থিতি যেসব নারী-শিশু ও অসহায় মানুষ কিভাবে মোকাবিলা করছে তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ১৯৪৮ সালে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসকদের শঠতা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়ে ইসরাইল নামক দানব রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরু থেকেই ফিলিস্তিনবাসী এর বিরোধিতা এবং প্রতিরোধ করে আসছিল। পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোও এর বিরোধিতা করেছে এবং বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ ও সংঘর্ষে জড়িয়েছে। ইসরাইল শুরু থেকেই আগ্রাসী নীতি নিয়ে শুধু প্রতিরোধই নয় বরং ক্রমান্বয়ে ৭৫ বছরে তার ভৌগোলিক আয়তন সম্প্রসারিত করেছে। ফিলিস্তিনবাসী তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণে লড়াই করে আসছে এবং এ পর্যন্ত লাখ লাখ জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনী হামাসের আকস্মিক আক্রমণে ইসরাইলের ১২০০ লোক নিহত ও ২৪০ জন পণবন্দী হওয়ার পরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইসরাইল গাজায় যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে আসছে তা এক কথায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন। কয়েকবার যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলেও ইসরাইল বারবার তা লঙ্ঘন করছে। ফিলিস্তিনবাসী ও বিভিন্ন দেশের উদ্যোগে ইসরাইলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘে নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও মার্কিন ভেটোর কাছে তা বারবার পর্যুদস্ত হয়েছে। গাজার ওপর যে বর্বরতা চালানো হয়েছে তা দেখে বিশ্বের বিবেকবান মানুষ ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছে। বিশেষ করে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে লাখ লাখ টন বোমা নিক্ষেপ করে যেভাবে অর্ধলক্ষাধিক মানুষ হত্যা ও হাজার হাজার লোককে আহত ও পঙ্গু করা হয়েছে এবং একটি শহরের প্রায় সব পাকা ভবন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তা দেখে সাড়া বিশ্বের মানুষ চোখের জল ফেলেছে। অবশ্য বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ সমাবেশও কম হয়নি। এর পরও ইসরাইলের উগ্র ইহুদিদের হৃদয় একটুও নরম হয়নি। বরং গাজার ধ্বংসস্তূপের ওপর আরো বোমা নিক্ষেপের কাজ শুরু করেছে। তাদের যেন একটিই লক্ষ্য- নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাতে নতুন প্রজন্ম প্রতিরোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে বেড়ে উঠতে না পারে। এক কথায়, একটি জাতিগোষ্ঠীকে নির্মূল করার প্রত্যয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের সহায়তায় ইসরাইল মানবতা ও সভ্যতাবিরোধী প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধ মানেই রাষ্ট্র-রাষ্ট্র খেলা সেখানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা গৌণ। ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষ পাখির মতো বোমা আর গুলি খেয়ে মরছে, চিকিৎসা নেই, খাবার নেই, আশ্রয় নেই এককথায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণও তাদের কাছে নেই। কারবালায় যেমন ইয়াজিদ বাহিনী একফোঁটা জলও দেয়নি, তেমনি গাজায় মানবিক সহায়তা সরবরাহেও ইসরাইল বাধা দিচ্ছে। আমরা যারা দূর-দূরান্তে মানবিক অনুভূতি নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে গাজাবাসীর নির্মম কষ্টক্লেশ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছু করতে পারছি না, শুধু চোখের জল ফেলতে পারি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের তাবত রাষ্ট্রনায়করা কী কিছু করতে পারছেন না, নাকি করতে পারলেও করছেন না? ফিলিস্তিনে আর কত রক্ত ঝরবে, আর কত জীবন যাবে? নাকি ওই জনপদ জনমানবশূন্য হয়ে ইসরাইলের ভাগাড়ে পরিণত হবে? আরব রাষ্ট্রগুলো মুসলিম এবং ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী। তাদের দায়িত্ব সবার আগে। দেশটির সম্পদ আছে এবং সামরিক শক্তিও কম নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সৌদি রাজতন্ত্রের দীর্ঘ সখ্যের কারণে হয়তো কূটনৈতিক প্রতিবাদ এবং গাজাবাসীর জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান ছাড়া শক্ত কোনো ভূমিকা

দেখা যাচ্ছে না। মিসর আরেকটি দেশ যেখানে পাশ্চাত্যের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল, ফলে ওই সামরিক শাসকের এক দিকে বৈধতা নেই, অপর দিকে তারা আপসকামী নীতি নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ দেখছে। আরব আমিরশাহী, বাহারিন, মরক্কো, সুদান তো ইসরাইলের সাথে সখ্য গড়ে তোলার নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। জর্ডন ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী। দেশটির রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তার নতজানু পররাষ্ট্রনীতি সবারই জানা। তবে দেশটিতে কয়েক লাখ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস করছে। ইরাক ও সিরিয়াকে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে আগেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। একই অবস্থা লিবিয়ারও। লেবাননে হিজবুল্লাহ দীর্ঘকাল ধরে ফিলিস্তিনিদের পাশে থেকে লড়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু তার নেতা হাসান নসরুল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে এবং ইসরাইলের মারাত্মক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তার সাধ্য সীমিত। ইয়েমেনের হুতি বাহিনী ও ইরান একটু দূর প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে গর্জে ওঠে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যা দেখে আমরা একটু স্বস্তি বোধ করি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের চোখ রাঙানি তাদের সর্বদা তটস্থ রাখে। আরেক প্রতিবেশী তুরস্ক। এর নেতা এরদোগান মাঝে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়েন ঠিকই তবে ন্যাটোর সদস্য হওয়ায় দেশটি চাইলেই সব কিছু করতে পারছে না বলে মনে হচ্ছে। তিনি কয়েক দিন আগে বলেছেন যে, ফিলিস্তিনের প্রতিটি ফোঁটা রক্তের বদলা নেয়া হবে। তবে ন্যাটো ত্যাগ করলে হয়তো তাকেও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। গাজায় মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে কাতার এবং তুরস্ক বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। নানাবিধ দিক থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও দিন শেষে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। গাজাবাসীর দুঃখের দিন-রাত যেন শেষ হচ্ছে না। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও জাতিসঙ্ঘ উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ইসরাইল তার কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদে বারবার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বা শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রয়োগে তা বারবার মুখথুবড়ে পড়ছে। মানবিক সভ্যতা যেন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়ার্তুমির কাছে বারবার মার খাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ বেশ কয়েকবার ইসরাইলকে নিন্দা করে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ করেছে। নিরাপত্তা পরিষদেও একইভাবে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে কিন্তু মার্কিন ভেটোর কারণে তা ভেস্তে গেছে। জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কমিশন ইসরাইলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণসহ রিপোর্ট পেশ করেছে কিন্তু দেশটি একইভাবে তাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তার মানে হচ্ছে জাতিসঙ্ঘের কোনো উদ্যোগই কার্যকর হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সর্বপ্রকার সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘের প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুবিষয়ক কমিশন এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের সাধ্যমতো খাদ্য সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তাদেরও ইসরাইল বাধা দিচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ত্রাণকর্মীদের অনেকেই জীবন দিয়েছে। ইসরাইল সংবাদমাধ্যমকর্মীদেরও রেহাই দিচ্ছে না। অনেক সাংবাদিকও ইসরাইলের হাতে নিহত হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের একটি তদন্ত কমিশন গাজা তথা ফিলিস্তিনে উপর্যুপরি মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের জন্য তদন্ত করেছে এবং অনেক সাক্ষ্য প্রমাণও সংগ্রহ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। কিন্তু ওই আদালতেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জাতিসঙ্ঘ বারবার বিভিন্ন ফোরামে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কিন্তু তা বাস্তবায়নে তার কোনো শক্তি নেই। ফলে আজ অবধি ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে জাতিসঙ্ঘ কার্যকর কিছু করতে পারেনি। নিরাপত্তা পরিষদে যত দিন ভেটো ক্ষমতার নিয়ম চালু থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাবে তত দিনে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে কিছু হবে বলে আশা করা যায় না। তাহলে আর কোনো অপশন বাদ থাকে। সেটা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে তাহলে কার্যকর কিছু ফল আশা করা যেতে পারে। বহু রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের জন্য ঐক্যবদ্ধ কিন্তু ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসকবর্গ। তাদের কারো কারো শাসনের বৈধতা নেই, জনগণ তাদের নির্বাচিত করেনি। রাজতন্ত্র, আমিরাততন্ত্র, সামরিকতন্ত্র ইত্যাদি নানা ধরনের শাসনব্যবস্থা জনগণের ওপর চেপে বসে আছে। ওই সব শাসকরা যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস রাখে না। এমনকি বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র আমেরিকাকে খুশি করার জন্য ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। আবার কেউ কেউ নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কথিত আছে ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠন হামাস যে ইসরাইলের ভেতরে গিয়ে অকস্মা হামলা চালিয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল কোনো কোনো আরব রাষ্ট্র নাকি ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিল। সেটা ঘটলে ফিলিস্তিনের সমস্যা আরো জটিল হয়ার আশঙ্কা ছিল। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, হামাস যদি ওই হামলা এবং বহু লোক জিম্মি না করত তাহলে এত ধ্বংসলীলা সঙ্ঘটিত হতো না। এর পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি দেয়া যেতে পারে। তবে লক্ষণীয় হচ্ছে যে, যেসব মুসলিম রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখছে তারা কী ফিলিস্তিনবাসীর জন্য কোনো ইতিবাচক কিছু করতে পেরেছেন। এক কথায় না। সুতরাং ইসরাইলের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে শক্তি দিয়েই প্রতিরোধ করতে হবে। কিছু দিন আগে একটি বহুজাতিক ইসলামী প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের কিছু কথা শোনা গিয়েছিল কিন্তু তা কাজের কাজ কিছু হয়েছে বলে জানা যায় না। মিসর, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে। এদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর শাসকবর্গ ঐক্যবদ্ধ না হতে পারলে কার্যকর কিছু হবে বলে মনে হয় না। ফিলিস্তিনবাসীর মধ্যে দারুণ রকম চেতনা রয়েছে। তারা চরম প্রতিকূল পরিবেশেও মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ধৈর্য ধারণ করতে পারছে। হামাস ও ইসলামিক জিহাদ সত্যিকার অর্থেই জিহাদ করে যাচ্ছে। ইসরাইল সর্বশক্তি দিয়ে এত নারকীয় কাণ্ড ঘটানো সত্ত্বেও হামাস যোদ্ধাদের শক্তি নিঃশেষ করতে পারেনি। সামনে কী হবে, সমস্যা কত দীর্ঘায়িত আমরা তা জানি না।

সমাজের মানুষের মধ্যে সমৃদ্ধির চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে

কমাতে হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য, দুর্নীতি ও নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ

'বিশেষ প্রতিবেদক

সমাজের মানুষের মধ্যে সমৃদ্ধির চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ইতিবাচক উদ্যোগ, আয়োজন, সম্ভাবনা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এতে মানুষের মনে আশার সঞ্চার হবে। দেশের জনসংখ্যা সমস্যা নয়, বরং দক্ষ জনশক্তিই বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। মানুষের মেধা আর দক্ষ কর্মীর হাতের পরশে যেকোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। এ জন্য রাষ্ট্রকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে, কমাতে হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য। নির্মূল করতে হবে দুর্নীতি ও নানা ধরনের সামাজিক অপরাধ।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে। বিশ্বের কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে বেশির ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে শোষণ বাড়ছে। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ২,১৫৩ জন লোক দরিদ্রতম লোকের মোট অর্থের চেয়েও বেশি অর্থ ২০১৯ সালে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে জানিয়েছে অক্সফাম। অথচ মজুরিহীন ও কম মজুরি পাওয়া নারী ও মেয়েদের শ্রম প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রযুক্তি শিল্পগুলোর চেয়ে তিনগুণ বেশি মূল্য সংযোজন করছে বলে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাটি জানিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের বার্ষিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সম্মেলনের আগে এক প্রতিবেদনে অক্সফাম এমনটি জানিয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী নারীরা বিনাবেতনে বা স্বীকৃতি ছাড়াই প্রতিদিন মোট এক হাজার ২৫০ কোটি ঘণ্টা কাজ করছে। 'টাইম টু কেয়ার' শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে অক্সফাম জানায়, তাদের হিসাবে নারীদের মজুরিহীন সেবা কাজ প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে অন্তত ১০ লাখ ৮০ হাজার কোটি ডলার মূল্য যোগ করছে, এটি প্রযুক্তিশিল্পের যোগ করা মূল্যের তিনগুণেরও বেশি।

অক্সফাম ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী আমিতাভ বেহার এক সাক্ষাকারে বলেন, 'যে অর্থনীতি আমরা দেখছি সত্যিকারভাবে নারীদের মজুরিহীন সেবাই তার অলক্ষ্যে থাকা ইঞ্জিন, আমাদের এখানে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এটির পরিবর্তন হওয়া দরকার। বিশ্বের সেরা ধনীরা তাদের ব্যক্তিগত বিমান, ব্যক্তিগত জেট ও বিলাসবহুল জীবনধারা নিয়ে আছেন। আমাদের এটি পরিবর্তন করা দরকার আর নিশ্চিতভাবে এই বিলিওনিয়ারের বাড়-বাড়ন্তেরও ইতি ঘটানো দরকার।' তিনি বলেন, 'বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ৩০টিরও বেশি দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে। লোকজন রাস্তায় নেমে এসেছে। কী বলছে তারা?- তারা এই বৈষম্যকে মেনে নেবে না, তারা এ ধরনের

পরিস্থিতিতে আর জীবনযাপন করতে চায় না। এই সমস্যা কেবল বৈশ্বিক নয়- এটা দেশেরও সমস্যা। এখানে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। দেশেও নারী তার শ্রমের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। উর্পন্তু তারা নানা ধরনের শোষণ বঞ্চনা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর প্রধান কারণ দেশে অসুস্থ ও অসম পুঁজির বিকাশ। ১০ বছর আগে যিনি ফুটপাতে হাঁটতেন ঠিকমতো সংসার চালাতে পারতেন না। এখন তিনি কোটিপতি। কথায় বলে দুর্নীতির মাধ্যমে দেশে খুব সহজেই ধনী হওয়া যায়। ক্ষমতা ও রাজনীতির প্রভাব বলয়ে থেকে মানুষ নানা ধরনের অপরাধে জ।য়ে প।ছে এবং দ্রুত ধনী হচ্ছে। অথচ বলা হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তি যদি টানা ১৬ ঘণ্টা ৩২ বছর পরিশ্রম করেন তবে তারপক্ষে কোটিপতি হওয়া সম্ভব। অবাক ব্যাপার যে, এখন আর কেউ পরিশ্রম করে ধনী হতে চান না। দেশের ৯০ ভাগ মানুষের স্বপ্ন কোটিপতি হওয়া। আজ যে সাধারণ মানুষ, চাষি-মজুর খুব কঠিন দু ঃসহ জীবনযাপন করছে। একুশ শতকেও এই ভয়াবহ চিত্র চোখে পড়ে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে। পাইলট ছাড়াই বিমান বোমা ফাটাচ্ছে। হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। নরনারী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। কয়েকটি দেশে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। অথচ কয়েকশ কোটি মানুষ না খেয়ে মরছে, উপোস করছে। জাতিসংঘের সাহায্যের ওপর নির্ভর করছে। অনেকে মনে করেন দেশে দুধের নহর বয়ে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবচিত্র ভিন্ন। নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন। মাছ-মাংসের দামে আগুন। কামলাগিরি করে যারা খান, মুটে-মজুররা, অল্প টাকার মাইনের শ্রমিক সামান্য বেসরকারি চাকুরে-সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। কীভাবে দিন যাবে। গ্রামে কামলা ও ভূমিহীন চাষির কাজ নেই। দলে দলে মানুষ শহরে আসছে। কাজের খোঁজে। কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। কেউ রিকশা টানছে। তারপর গ্রামে কাজ আছে জেনে আবার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু সবাই তো রিকশা টানতে পারে না। তাই চোর-বাটপার-দুর্নীতিবাজরা ভালো আছে। দারিদ্র্য বিমোচনের কথা যে আমরা বলি, এখনো দেশে ২০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। দেশের অনেক মানুষ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। দেশের সাধারণ মানুষের দিকে, গরিবদের দিকে নজর দেওয়ার কেউ নেই। দেশে ছিনতাই, গুম, অপহরণ, হত্যা বাড়ছে। রাজনৈতিক চোর-ডাকাত বাড়ছে। বাড়ছে টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, ভর্তিবাণিজ্য, দখলবাণিজ্য। বা।ছে খুন ধর্ষণ গণধর্ষণ এবং নারী নির্যাতন। এসব সবাই জানে। জানে না কীভাবে প্রতিকার হবে। দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যার দেশে খুব কম লোকই আছেন যারা দেশের কথা ভাবেন। এ এক আশ্চর্য দেশ। এমন অবস্থায় শ্রেণি-বৈষম্য, ধন-বৈষম্য বাড়বেই। জনগণের সঙ্গে কে থাকবে? দেশের কথা কে ভাববে? জনগণের কথা কে চিন্তা করবে? দেশের শ্রীবৃদ্ধি কে ঘটাবে? দু ঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে কে? কেন কোটি কোটি মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না? কেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করছে না এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ন্যূনতম বাঁচার দাবি কেন পূরণ হবে না? কেন পণ্যমূল্য সহনীয় থাকবে না? কেন থাকবে না বাসস্থান? কেন থাকবে না বস্ত্র? কেন পাবে না শিক্ষা? কেন পাবে না স্বাস্থ্যসেবা? সঙ্গতকারণেই এসব প্রশ্ন সামনে চলে আসে। তরুণদের ভাবতে হবে এসব কথা। তাদের বের করতে হবে পথ। চিহ্নিত করতে হবে কোন পথে মানুষের মুক্তি। দেশের তরুণ সমাজের একাংশ এখনো পচে যায়নি।

দূষণে মৃত প্রায় এ নদী রক্ষায় কার্যত কোন উদ্যোগ নেই

বায়ু দূষণে বিশ্বে প্রতি বছর প্রাণ হারায় ৭০ লাখ মানুষ। প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় সবচেয়ে দূষিত শহর দিল্লি। মেগাসিটিগুলোর মধ্যে রাজধানী হিসেবে পরিচিত মুম্বাই রয়েছে ৪ নম্বরে। আর বাংলাদেশের ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। বলতে গেলে দূষণের থাবায় দিন দিন বাসের অযোগ্য হয়ে প।ছে মানুষের একমাত্র আবাস এই পৃথিবী। শুধু বায়ু দূষণ নয়, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ, নদী দূষণ, নানা সমস্যায় আক্রান্ত চট্টগ্রামসহ সারাদেশ। সারাদেশের প্রাণ প্রবাহ কর্ণফুলী নদী। কর্ণফুলী এখন দখল ও দূষণে বিপন্ন। শিল্প কারাখানার বর্জ্যে প্রতিনিয়ত দূষণ হচ্ছে এ নদী। দূষণে মৃত প্রায় এ নদী রক্ষায় কার্যত কোন উদ্যোগ নেই। আইন বা প্রতিরোধের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকায় আজ দূষণেও বিশ্বের সকল দেশের শীর্ষে অবস্থান করছে। মাত্রাতিরিক্ত শব্দের অত্যাচারে জনজীবনে উঠেছে নাভিশ্বাস। নগরবাসীর হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শিরপীড়া, অনিদ্রা, বদহজম ও পেপটিক আলসারে আক্রান্ত হবার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত এ দূষণ। শব্দ দূষণে শিশুদের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, বুদ্ধিমত্তা বাধাগ্রস্ত করে। গর্ভবতী মায়েদের জন্যেও এটা মারাত্মক ক্ষতিকর। একটি অনুন্নত দেশে পরিবেশ দূষণ আজ বিজ্ঞজনদের কাছে দু ঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত এ দেশে বিভিন্ন উপায়ে মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশ দূষণের ফলে এর ভবিষ্য প্রভাব নিয়ে সর্বমহল উদ্বিগ্ন। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ন, অপর্যাপ্ত আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কালো ধোঁয়া ও শব্দ দূষণ এর ফলে নগর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেশের পরিবেশ অধিদপ্তর কালে ভদ্রে বিভিন্ন গাড়ির কালো ধোঁয়া পরীক্ষা করলেও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে একেবারে নির্বাক স্থবির। বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার কারণে শান্তি হয়নি অদ্যাবধি। শব্দ ও ধোঁয়া দূষণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে দেশের বেশ কয়টি শহরে ও বন্দরে। এক মিটার দূরত্বে দু'জন মানুষের একটু উচ্চস্বরে কথাবার্তায় শব্দ উপন্ন হয় ৬০ ডেসিবল। যদি কেউ ক্রমাগত ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ ডেসিবল শব্দের মধ্যে থাকে তাহলে ২৫ বছরের মধ্যে তিনি বধির হবেন। ৮শ ২৫ ডেসিবল মাত্রায় কেউ বাস করলে তার চোখ ও মস্তিষ্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নার্ভ সিস্টেম প্রতিক্রিয়ায় তিনি হৃদরোগ ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হতে পারেন। শব্দ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দেশের চিত্র অন্যরকম। এ দেশে শব্দ দূষণ নীরব অত্যাচার চালাচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা গত অর্থবছরে পরিষেবা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন

মালিগাঁও, ১ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে অভূতপূর্বভাবে বিদ্যুতায়ন, মাল লোডিং, সময়ানুবর্তিতা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে মাইলফলক ছুঁয়েছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ সালে ১,১৪১.৩৮৮ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) এবং ১,৫০২.৭৪৩ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন এবং চালু করেছে, যা একক আর্থিক বছরে অর্জিত সর্বোচ্চ বিদ্যুতায়ন। এই উল্লেখযোগ্য অর্জন রেলওয়ের কার্যক্রমের আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মাল পরিবহণে যা ৪.২১ শতাংশ রেকর্ড বৃদ্ধি। ২০২৩-২৪ সালে ১০.২৪ মিলিয়ন টন (এমটি) থেকে ২০২৪-২৫ সালে ১০.৬৭ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য পরিবহণ থেকে আয় গত বছরের তুলনায় ৮.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের বছরের ১,২০১.২২৪ কোটি টাকার তুলনায় ১,২৯৯.৬৪৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৪-২৫ সালে রেলওয়ে পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট (পিও'এল) লোডিং করে ১,৩৮০টি রেক পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, ২০২৪-২৫ এর মধ্যে ৮০.৬৮ শতাংশ সময়মত পারফরম্যান্স সহ সমস্ত জোনাল রেলওয়ের মধ্যে ৭ ম সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জন করেছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৮টি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে, চার জোড়া মেলএক্সপ্রেস ট্রেন প্রসারিত করেছে এবং চারটি ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছে। এছাড়াও, ৭টি ট্রেনকে সাতটি স্টেশনে নতুন স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৬ টি ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করে ৯.৩০ মিনিট বাঁচানো হয়েছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা পূরণ করতে, ১৬টি ট্রেনে ৪০টি অতিরিক্ত কোচ স্থায়ীভাবে বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ ট্রেন পরিষেবাগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২৪ - ২৫ সালে ১,৪৩০ টি ট্রিপ পরিচালিত হয়েছিল, যা ২০২৩-২৪ সালে ১,৩৬১ টি ট্রিপের থেকে বেশি, যা যাত্রীদের জন্য আরও বেশি যাত্রার সুবিধা নিশ্চিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিকাঠামোগত আপগ্রেডের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যার ফলে ৩২৯ কিমি থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫০.৯১ শতাংশ বেশী। অতিরিক্তভাবে, ৯.০৬ লক্ষ ঘনমিটার ব্যালাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২৩.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি, যা ট্র্যাকের স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করে এবং নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে। পণ্য চলাচলকে সহজ করতে আঞ্চলিক লজিস্টিকসে উল্লেখযোগ্য উন্নতির জন্য, বিসিএন ওয়াগনের প্রথম মালবাহী কনসাইন্টমেন্টে ত্রিপুরার আগরতলার নিশ্চিন্তপুর টার্মিনালে পৌঁছেছে। এছাড়াও, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ মেঘালয়ের মেন্দিপাথার স্টেশনে তার প্রথম মালবাহী ট্রেনের আগমন প্রত্যক্ষ করেছে। এর ফলে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সংযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২৩৫ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে, যা বছরে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস (জিইএম) এর মাধ্যমে ক্রয় ৮৬৭.৩৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৭৯.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি নিবন্ধন করেছে, ট্রান্সপারেন্সি প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে। বিদ্যুতায়ন, মালবাহী এবং যাত্রী পরিষেবা, সময়ানুবর্তিতা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই অসাধারণ সাফল্যের সাথে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতীয় রেলওয়েতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও পরিবহন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখছে।

মশাগ্রাম রেল স্টেশনে শিশুর দেহ উদ্ধার ঃ তদন্তে পুলিশ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের মশাগ্রাম রেল স্টেশনে এক বছরের এক শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মঙ্গলবার। এদিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন রেলের জিআরপি-র সিভিক ভলান্টিয়ারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স আরপিএফ এবং পরে জামালপুর থানার পুলিশ। শিশুটিকে উদ্ধার করে জামালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশুটির শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না বা মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। এই ঘটনাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে স্টেশনে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি হত্যার ঘটনা, তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্টেশন চত্বরে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এ ধরনের অমানবিক ঘটনা সমাজে এক গভীর সংকেত দিচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিশুটির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত জারি রয়েছে।

কাহালগাঁও থেকে নিউ ফরাক্কা পর্যন্ত এনটিপিসি পরিচালিত নিজস্ব লাইনে দুটি মালগাড়ির সংঘর্ষ ঃ ভারতীয় রেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ আজ (১.৪.২০২৫) ভোর আনুমানিক ০৩.০০ টায় এনটিপিসি পরিচালিত নিজস্ব লাইনে দুটি মালগাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষের একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এই লাইনটি সম্পূর্ণরূপে এনটিপিসির মালিকানাধীন এবং পরিচালিত, যা কাহালগাঁও ও ফরাক্কা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এটি সাধারণভাবে এনটিপিসি লালমাটিয়া এমজিআর নামে পরিচিত এবং এর কার্যক্রম ভারতীয় রেলের সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্কিত নয়। ফলে, এই ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় রেলের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই। এমজিআর লাইনের ট্রেন চলাচল, লোকোমোটিভ, ক্রু, রক্ষণাবেক্ষণ, সংকেত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে এনটিপিসির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তবে, এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ মালদা বিভাগ থেকে সহায়তা চেয়েছে এবং মালদা বিভাগের পক্ষ থেকে সাহিবগঞ্জ থেকে ১৪০ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্রেন সরবরাহ করা হয়েছে। ভারতীয় রেল এনটিপিসি কর্তৃপক্ষকে পুনরুদ্ধার কাজে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। এই দুর্ঘটনার বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া গেলে জানানো হবে।

আদিবাসীদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারার চেষ্টা, ঘটনাস্থল সেই বগটুই

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১ এপ্রিল ঃ টোটো ভাড়াকে কেন্দ্র করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আদিবাসী মহিলাকে মারার চেষ্টা চালকের। এলাকার মানুষ টোটো চালককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাস্থল রামপুরহাটের বগটুই মোড়। জানা গেছে, ঈদের উৎসবে অংশগ্রহণ করতে রামপুরহাট থানার বড়শালী মোড় থেকে পাঁচজন আদিবাসী একটি টোটো ভাড়া করে। মাথা পিছু ৩০ টাকা করে নিয়ে তাদের রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চালক বগটুই মোড়ে এসে গ্রামে যেতে অস্বীকার করে। এমনকি ধার্য ভাড়ার থেকে বেশি দাবি করে। এই নিয়ে বচসা চলাকালীন টোটো চালক ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারার চেষ্টা করে আদিবাসী যাত্রীদের। সেই সময় স্থানীয় মানুষজন টোটো চালককে ধরে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ টোটো চালককে আটক করে নিয়ে যায়। টোটোর যাত্রী বিটি মুর্মু বলেন, আমাদের বাড়ি মুর্গাডাঙ্গা গ্রামে। প্রতিবছর ঈদের সময় আমরা বগটুই গ্রামে উৎসবে অংশগ্রহণ করি। খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধ্যার দিকে ফিরে যায়। সেই মতো টোটো চালকের সঙ্গে ভাড়া করে বগটুই গ্রামে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বগটুই মোড়ে আমাদের নামিয়ে দেয়। বগটুই গ্রামের ভিতর যেতে অস্বীকার করে। এমনকি যে ভাড়া কথা হয়েছিল তার থেকে বেশি ভাড়া দাবি করে। আমি তাকে দুই শো টাকা দিয়েছিলাম। আমাকে পঞ্চাশ টাকা ফেরত না দিয়ে পালাচ্ছিল। তাকে ধরতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারতে আসে। আমার চিৎকার শুনে এলাকার মানুষ ছুটে এসে টোটো চালককে ধরে ফেলে। পরে পুলিশ এসে তাকে নিয়ে যায়। গ্রামের বাসিন্দা তথা বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নুর আলম শেখ বলেন, আমি উৎসবে ব্যস্ত ছিলাম। পুলিশ থেকে ফোনে পেয়ে এসে দেখি টোটো চালকের সঙ্গে ঝামেলা চলছে। এসে শুনলাম টোটো চালক আদিবাসীদের মারতে গিয়েছিল। ওরা প্রতিবছর গ্রামে আসে। সারাদিন গ্রাম ঘুরে খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি কিছু পয়সা তুলে বাড়ি ফিরে যায়। এবারও সেরকমই তারা এসেছিল। ওই টোটো চালক আমাদের গ্রামের নয়। আমরা গ্রামে আর অশান্তি করতে দেব না।

বজরঙ্গবলির মূর্তি ভাঙা কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ায়, প্রতিবাদে সরব বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া , ১ এপ্রিল ঃ বজরঙ্গবলির মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়া মফস্সল থানার লেদাবেড়া গ্রামে। ঘটনার প্রতিবাদে সরব বিজেপি। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বজরঙ্গবলির মূর্তি ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। সকালে গ্রামবাসীরা তা দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই মূর্তি জোড়া লাগিয়ে ঠিক করে দেয়। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান

পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, জেলা বিজেপি সভাপতি শঙ্কর মাহাতো-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণ করে গ্রেফতার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামা হবে বলে হুমকিও শোনা গেছে। তবে, তৃণমূল নেতৃত্বের কথায়, মূর্তি ভাঙার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিস ঘটনার তদন্তও করবে। প্রশ্ন উঠছে, মোথাবাড়ির ছায়াই কি দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়াতেও? প্রসঙ্গত, গত সোমবার থেকে অশান্ত হয়ে ওঠে মালদার মোথাবাড়ি। বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে অশান্তি চরমে ওঠে। দোকান এবং গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করে পুলিস। কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। বেশ কয়েকটি মামলাও রুজু করে পুলিস। ঘটনার জল গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে, দিকে দিকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিজেপি। মোথাবাড়িতে যাওয়ার পথে ইংরেজবাজারে বিজেপির প্রতিনিধিদলকে আটকায় পুলিস। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ ছিল, তিনি ডিজি-র সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতেই মালদার পুলিস সুপারের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। ওদিকে শুক্রবার বাঁকুড়া শহরের স্টেশন মোড়, হুগলির ব্যান্ডেল এবং ঠাকুরপুকুরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি।

ফকিরতলা থেকে মুকুন্দপুর দীর্ঘ প্রায় ৪ কিমি বেহাল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, চরম সমস্যায় যানবাহন থেকে সাধারণ মানুষ

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপ ব্লকের ফকিরতলা থেকে মুকুন্দপুর, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার দীর্ঘ প্রায় ৪ কিমি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন নিবেদন করেও কোনও সুরাহা মেলেনি। এই অঞ্চলে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দু'দুটি স্কুল। এছাড়াও রয়েছে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল ও বিডিও অফিস। সর্বোপরি এই রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে ব্যস্ততম গৌরাঙ্গ সেতু রোড। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বহু মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। প্রশাসনের সর্বস্তরে জানানোর পরেও রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বর্তমানে সর্বত্র বড় বড় পাথর উঠে কঙ্কালসার চেহারার রূপ নিয়েছে। বর্ষা এলেই জায়গায় জায়গায় জল জমে যায়। দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বহু মানুষ। প্রায় বছর খানেক আগে রাস্তা মেরামতের জন্য গ্রামবাসীরা পথ অবরোধে সামিল হয়। সেই সময় স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা। এরপরেই সাময়িকভাবে নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। কিছুটা জোড়াতাপ্পি দিয়ে মেরামত হলেও রাস্তাটি রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরে।

বর্তমানে সর্বত্র বড় বড় পাথর উঠে কঙ্কালসার চেহারার রূপ নিয়েছে। বেহাল রাস্তার বিষয়ে স্থানীয় মুকুন্দপুর কলোনীর বাসিন্দা অশোক দাস রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন বর্ষার আগেই দ্রুত মেরামত করুন। না হলে চরম সমস্যায় পড়তে হবে ছোট বড় যানবাহন থেকে সাধারণ পথ চলতি মানুষকে। অপরদিকে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী সম্পদ দপ্তরের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তপন মন্ডল জানান, এই অঞ্চলে রয়েছে দু' দুটি স্কুল। একটি গ্রামীণ হাসপাতাল ও বিডিও অফিস। দৈনন্দিন এই রাস্তা ব্যবহার করে বহু ছাত্র- ছাত্রীদের পাশাপাশি ভারি ও মাঝারি যানবাহন চলাচল করে, রাস্তাটি এতটাই বেহাল হয়ে পড়েছে যে, মাঝে মাঝেই টোটো উল্টিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে এই রাস্তাটি পূর্ণ আকারে মেরামত হয়েছিল। তারপর থেকেই ক্রমশঃ বেহাল হয়ে পড়েছে ফকিরতলা থেকে মুকুন্দপুর প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তাটি। নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ জানান, ফকিরতলা থেকে মুকুন্দপুর প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল। রাস্তাটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হওয়ায় আমরা কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছি না। তিনি আরও জানান, খুব শীঘ্রই যাতে রাস্তাটির কাজ শুরু হয়, তার জন্য জোরদার আন্দোলনে নামতে চলেছি আমরা।

তীব্র গরম থেকে স্বস্তি দিতে জল ছত্রের পাশাপাশি সচেতনতার বার্তা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ এপ্রিল ঃ সকাল থেকেই বেলার দিকে ঘ।রি কাটা গ।নোর আগেই যেন সূর্যের উত্তাপ জানান দেয় সময় কটা বাজে! একাধারে তীব্র দাবদাহ, পাশাপাশি আবহাওয়া দপ্তরের আগাম তাপমাত্রা বৃদ্ধির

সতর্কতা, গরমের শুরুতেই নাজেহাল পরিস্থিতি রাজ্যবাসীর। আর প্রতিদিনই পারদ চড়ছে ঊর্ধ্বমুখী। আর নদীয়ার সাধারণ মানুষের এই তীব্র দাবদাহে অস্বস্তির কথা কথা মাথায় রেখে পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন চালদের একটু স্বস্তি দিতে, এক ব্যাতিক্রমি ও মানবিক উদ্যোগ নিলো নদীয়ার পুলিশ প্রশাসনের ট্রাফিক বিভাগ। এদিন ডিএসপি সঞ্জয় কুমার এর উদ্যোগে এবং শান্তিপুর ট্রাফিক দীপক শিকদারের ব্যবস্থাপনায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের নদীয়ার শান্তিপুর ঘোড়ালিয়া বাইপাসে জলছত্রের আয়োজন করা হয়। তীব্র গরম কে উপেক্ষা করে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বা দরকারি কাজে রাস্তায় বেরিয়েছেন পাশাপাশি ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চালকদের হাতে একটু জল এবং ফল তুলে দেন। তবে এই বিষয়ে ট্রাফিক ডিএসপি সঞ্জয় কুমার বলেন, যতদিন এই তীব্র দাবদাহ চলবে ততদিন সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য চলবে এই জলছত্র। পাশাপাশি যারা হেলমেট না পড়ে বাইক চালাচ্ছেন তাদেরকেও সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দেন প্রশাসনের তরফে। আর রাস্তাঘাটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে যে পুলিশ প্রশাসন তথা ট্রাফিক পুলিশদের কড়া ব্যবহার বা এক অন্য রূপ সচরাচর দেখেন সাধারণ মানুষ, এদিন পুলিশ কর্তাদের সাধারন মানুষের কথা ভেবে এভাবে মানবিক উদ্যোগে ব্রতী হতে দেখে সকলেই প্রশাসনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

২০২৪-২৫ সালে মেট্রো ২১.৮১ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে

কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ ২০২৪-২৫ সালে মেট্রো রেল ২১.৮১ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে। ২০২৩-২৪ সালে ১৯.২৫ কোটি যাত্রী পরিবহনের তুলনায় .এটি ১৩.৩০ বেশি। বর্তমানে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা উপলব্ধ। এর মধ্যে, মেট্রো রেলের ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ) সম্প্রতি সমাপ্ত অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২৪-২৫ সালে ১৮.৯৩ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে, যা ২০২৩-২৪ সালে ১৭.৯৪ কোটি যাত্রী পরিবহনের তুলনায় ৫.৫১ বেশি। অন্যদিকে, গ্রিন লাইন-২ (হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড) ২০২৪-২৫ সালে ১.৩৯ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে কারণ মেট্রো রেল গত বছরের মার্চ থেকে হুগলি নদীর তলদেশে চলাচল শুরু করেছে। গ্রিন লাইন-১ (শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি) ২০২৪-২৫ সালে ১.৪১ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে, যা ২০২৩-২৪ সালের ১.২২ কোটি যাত্রী পরিবহনের তুলনায় ১৫.৫৭ বেশি। গত অর্থবছরে পার্পল লাইনে (জোকা থেকে মাঝেরহাট) ১.৭৬ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন, যা ২০২৩-২৪ সালের ১.৩৪ লক্ষ যাত্রী পরিবহনের তুলনায় ৩১.৩৪ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরে অরেঞ্জ লাইনে (কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) ৫.৯২ লক্ষ যাত্রী ভ্রমণ করেছেন।

পুজো শুরুর আগেই বাসন্তী প্রতিমার মুণ্ডুছেদের ঘটনায় চাঞ্চল্য, পুলিশের দ্বারস্থ ঠাকুর পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ মণ্ডপে যাবার আগে মৃৎশিল্পীর কারখানায় দুষ্কৃতীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাসন্তী প্রতিমা, চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে। মঙ্গলবার বাসন্তী প্রতিমা নিজের বাড়ীর মণ্ডপে নিয়ে যাবেন এমনটাই ভেবেছিলেন জলপাইগুড়ি আদর পাড়া নিবাসী অভিজিত ঠাকুর, তবে মঙ্গলবার ভোরে পান্ডা পাড়ার প্রবীণ মৃৎশিল্প বাসন্তী পালের পক্ষ থেকে ফোন করে জানানো হয়, তার ১০ টা পর্যন্ত বাসন্তী প্রতিমা তৈরির শেষ পর্যায়ের কাজ করা হয়েছে, তখন পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক ছিলো, কিন্তু সকালে উঠে দেখেন বাসন্তী প্রতিমার মাথা, এবং শরীরে বেশকিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ। এমন ফোন পেতেই মৃৎশিল্পীর কারখানায় ছুটে আসেন অভিজিত ঠাকুর সহ এলাকাবাসী। এই প্রসঙ্গে প্রতিমা নির্মাতা মৃৎশিল্প বাসন্তী পাল বলেন, রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত সব কিছু ঠিক ছিলো, ভোর বেলায় উঠে দেখি প্রতিমার এমন অবস্থা , আজকেই প্রতিমা বাড়ির মণ্ডপে নিয়ে যাবেন যিনি বানাতে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে আমাকে আবার সেই ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোকে মেরামত করে দিতে হচ্ছে । অপরদিকে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আদর পাড়ার বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে বাড়িতে মূর্তি দিয়ে বাসন্তী পুজো করে আসা অভিজিত ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেন, এটা নিশ্চিন্ত দুষ্কৃতীদের কাজ, কারন আগে পশ্চিমবঙ্গ যে জিনিসটি কোনো দিন ছিলো না, আজ সেটাই নিত্য দিন ঘটছে বলে জানতে পারি। মূর্তি ভাঙ্গা, এটাও সেই ধরনের ঘটনা কিনা জানি না, তবে দুষ্কৃতীরাই যে এই কান্ড করেছে এটা নিশ্চিত। এর পরবর্তীতে অভিজিত ঠাকুর জানান, বিষয়টি তিনি ইতিমধ্যেই কোতয়ালী থানার গোচরে এনেছেন , এবং পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। অপরদিকে এলাকাবাসী পিন্টু ভট্টাচার্য্য ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, বাড়ির বাসন্তী পুজো প্রতিমা তৈরি করে রেখেছিলেন, আজ সকালে খবর শুনে এসে দেখি মায়ের মুন্ডু নেই, ভাঙ্গা, এই গুলিতো ভালো লক্ষণ নয়। অপরদিকে ঘটনা প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে কর্মস্থলে থাকায় বিষদে কিছু জানাতে না পারলেও পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমুল কংগ্রেস দলের কাউন্সিলর লিপিকা সরকার টেলিফোনে জানান, বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছেন, কারন সকালে ওয়ার্ডে থাকাকালীন অবস্থায় এই ব্যাপারে কেউ কিছুই জানায়নি।

রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথেই ভারত- চীন বন্ধুত্ব

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ এপ্রিল ঃ রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথেই ভারত, চীন বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাক, এই ভাবনাতেই ২০২৪ সালে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলো ২০২৫ সালে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৪ সালে প্রথম চিন যাত্রা করেন। দেখতে দেখতে আজ শতবর্ষ পার হয়েছে। সেই শতবর্ষের স্মৃতিকে ধরে রাখতে এক বছর ধরে বিশ্বভারতী ও চিন নানা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান অনুষ্ঠান করে আসছে। দুই দেশের স্কলাররা বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ করছেন। রবীন্দ্রনাথের চিন যাত্রা শত বর্ষের সাথে সাথে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর। তাই শত বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি। কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর নিয়েও দুই দিনের আলোচনা সভার আয়োজন করলো বিশ্বভারতীর চিনা ভবন বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে। এদিন আলোচনা সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ, কোলকাতায় অবস্থিত চিনের কনসুলজেনারেল সুওয়ে (XUWEI), বিশ্বভারতীর ভাষানের প্রধান মৃণাল কান্তি মন্ডল, অধ্যাপক মনোঞ্জন মাহান্তি, বিশ্বভারতীর চিনা ভবনের প্রধান আধ্যপক অভিজিত ব্যানার্জি। দুই দেশে সম্পর্ক যাতে আরো অটুট হয় তার জন্য বেশ কিছু মৌ সাক্ষার করার পরিকল্পনা গ্রহন করছেন দুই দেশ।বিশেষ করে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীরামপুরের ওষুধ প্রস্তুতকারক এই কোম্পানির

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ এপ্রিল ঃ বহু পুরনো এই ওষুধ কোম্পানির এই ঘটনায় রীতিমত প্রশ্নের মুখে পরে গেল, যদিও এই ঘটনা একেবারেই মানতে নারাজ ম্যানেজার দ্বিজাশীষ ভট্টাচার্য্য, তিনি জানান তাদের তৈরি প্রত্যেকটি ওষুধ তারা গুনগত মান বজায় রেখেই তৈরি করেন, বিভিন্ন ধাপে ধাপে তাদের ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয়। এখানে মান নির্ধারিত করার পর তবেই সরকারের কাছে পৌঁছায়, তাদের ওষুধ বাজারে যায় না। তবে কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটলো সেটা তারা খতিয়ে দেখছে। স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ডাহা ফেল! শ্রীরামপুরের ঔষধ প্রস্তুতকারক এই কোম্পানির ওষুধ! রাজ্য সরকারের স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে ফেল করল এ্যামোক্সিলিন ও পটাসিয়াম-সহ একাধিক ওষুধ, এই ওষুধ তৈরি করছে শ্রীরামপুরের স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল, তাদের এই বেশ কয়েকটি ওষুধ গুনগত মানে এবার পাশ করতে পারল না।

দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১ এপ্রিল ঃ দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের। হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন আগামী ৩০ এপ্রিল জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন হতে চলেছে। ২৮ ও ২৯ এপ্রিল যথাক্রমে যজ্ঞের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের নিয়মরীতি মেনেই মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন করল দীঘা জগন্নাথ মন্দির পার্শ্ববর্তী উজান গেস্ট হাউসে। রাজ্যের ২১ টি জেলা থেকে এসেছেন প্রতিনিধিরা। দীঘা জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা ঘিরে সাজো সাজো রব দীঘায়। দীঘায় ইতিমধ্যেই চৈতন্যদার নির্মাণ এর কাজ চলছে। পুরীর প্রধান পুরোহিত দৈতাপতির নির্দেশ মত নিয়ম রীতি মেনেই দীঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ এর কাজ চলছে। মন্দিরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মন্দির উদ্বোধনের আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ জগন্নাথ মন্দির থেকে জগন্নাথ -এর মাসির বাড়ি পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য রেলী করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অখিল গিরি। কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাস গিরি। বিধায়ক অখিল গিরি বলেন, জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের আগে দীঘায় প্রশাসনিক ব্যস্ততা তুঙ্গে। সবরকম আয়োজন এর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো সমস্ত কিছুই কাজ হচ্ছে দীঘায়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে রাজ্য কমিটির সম্পাদক তপন মিশ্র, পূর্ব মেদিনীপুর শাখার সম্পাদক অশোক পন্ডা, মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল সাউ, রাজ্য উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম নেতৃত্ব ইন্দ্রনীল মুখার্জি।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ৩৮০_২০২৪-২৫, ৩৮২_২০২৪-২৫, তারিখ ২৮.০৩.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-র আওতাধীনে] কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ১। এনআইটি নং ঃ ৩৮০_ ২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/ হাওড়ার আওতাধীনে বিভিন্ন স্থানে সেস মেরামতির কাজ যথা বালি-ব্যান্ডেল আপ মেন লাইনে কিমি ৭.০৫১ - ৭.৫৮৫, ১১.০০৮ - ১১.৯৬৮ কিমি, ১৩.৭৬৮ - ১৪.০০৪ কিমি, ১৪.০২ - ১৫.৮৬৩ কিমি, ১৭.৪২ - ১৯.১৭৯ কিমি, বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইনে ১২.০৩৩ - ১২.৬৯৫ কিমি, ১২.৮২৭ - ১৩.৩৮২ কিমি, ১৩.৭৬২ - ১৫.৮০২ কিমি, বালি - ব্যান্ডেল আপ মেন লাইনে ২১.৫৮৭ - ২১.৭৭১ কিমি, ২৩.০০৪ - ২৪.০৬৩ কিমি, ২৪.৭৭৯ - ২৪.৮১৯ কিমি, ২৫.৩২৯ - ২৮.০৪১ কিমি, এবং ২৮.৬০ - ৩৮.০০১ কিমি এবং বালি - ব্যান্ডেল ডাউন মেন লাইনে ২৮.৫৯৮ - ৩২.৩৯৩, ৩৩.০৫৮ - ৩৭.৪০৬ কিমিতে। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩৪,৬৯,৭৪৯.৭৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৭,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ২। এনআইটি নং ঃ ৩৮২_ ২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/১/ হাওড়ার আওতাধীনে লিলুয়াতে শান্টিং নেক সম্প্রসারণের কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬১,১০,০৮৩.৯০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২২,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৪ (চার) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-01/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইনের নর্থ শাখায় বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্টেনলেস স্টীল কনভেক্স মিরর সরবরাহ, স্থাপন এবং পরীক্ষণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১৭,২৬,৭৫৩.৬০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৩৪,৫০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** তিন (০৩) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৫২২-২০২৫ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/১০, তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১০-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন (এইচকিউ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর ডিভিসনে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পর্কিত আরডিএসও অনুমোদিত ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল (২৩৪৬টি জয়েন্ট) ও ৬০ কেজি/৬০ ইআই-আর ২৬০ গ্রেড রেল (২৪৬৩টি)-এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্সন এবং আইআর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সিঙ্গল শট ক্রুসিবল সহ ইন-সিটু ওয়েল্ডিং প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহ (মোট ৪৮০৯ জয়েন্ট)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৮,৭২,২৪০.১০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৪,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১১-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে (১) স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড খড়গপুর, (২) ট্রাফিক সেটলমেন্ট খড়গপুর ও (৩) শালিমার গঙ্গা প্রান্ততে আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (ধারণক্ষমতা ১,০০,০০০ গ্যালন পর্যন্ত)-এর মাধ্যমে সময় অতিক্রান্ত /ভগ্নপ্রায় স্টীল ট্যাঙ্কগুলির বদল (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,২৩,৭১,০৬৩.৯৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৬১,৯০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১২-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/তমলুক-এর অধিক্ষেত্রে পাঁশকুড়া-হলদিয়া ও তমলুক-দীঘা সেকশনে ১০২০৮ মিটার এমব্যাঙ্কমেন্ট ও ক্যানভাস ড্রেন শক্তিশালীকরণ (২য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৯,২১,৬২,৭৭৯.৮২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৬,১০,৮০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৩-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই (পি.ওয়ে)/কাঁথি-র অধিক্ষেত্রে তমলুক-দীঘা সেকশনের মধ্যবর্তী ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পি.ওয়ে কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৪,৬২,৩১৮.৮৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০২,৩০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। ক্র.নং.-৫। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-২৮-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল (প্রাইমারি) অর্থাৎ টিএসআর (পি)-২৯.৬১৭ টিকেএম সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭৮,৫৩,৪৫১.০৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৩৯,৩০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৬। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-২৯-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শালিমারে বর্তমান এআরএম বিল্ডিংটিকে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট রানিংরুমে পরিবর্তন ও সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৩১,২৪,১৬৫.২৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,১৫,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। ক্র.নং.-৭। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ইস্ট-৩০-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ইস্ট খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে সাঁতরাগাছি-তে পুরাতন এফওবি ভেঙে ফেলার কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৫,১৭,৫২৮.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৭০,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। ক্র.নং.-৮। **টেন্ডার সংখ্যাঃ ই-কেজিপি-সাউথ-১৬-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে থ্রু ব্যালাস্ট রিনিউয়াল অর্থাৎ ৫৯.৮২০ ট্র্যাক কিমি এবং ১০টি পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর টিবিআর সম্পাদন (৩য় ডাক)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭১,২২,৭৬৬.২৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৩৫,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.নং.-৯। **টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-১৩-২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/ওয়েস্ট/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রে নীমপুরা-গোকুলপুর সেকশনে এলসি নং কেওয়াই-১২-এর ইন্টারলকিং সম্পর্কিত ১নং গেট গুমটি (৪.২ মি. x ৩.১মি., ৩.২ মি. x ৩.১ মি., ২.৫ মি. x ৩.১ মি. পরিমাপের ৩টি রুম সমন্বিত) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৪২,৩২৫.০৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩৬,৯০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৯ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ১৫.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ১৭.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ২ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য), ২১.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ৮-এর জন্য) এবং ২৮.০৪.২০২৫ (ক্র.নং. ৯-এর জন্য)। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ০১.০৪.২০২৫ থেকে ১৫.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ০৩.০৪.২০২৫ থেকে ১৭.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ২ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য), ০৭.০৪.২০২৫ থেকে ২১.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৮-এর জন্য) এবং ১৪.০৪.২০২৫ থেকে ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৯-এর জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-04)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

মহাকাশের অপার রহস্যময়তাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে ওই মহাজাগতিক বিস্ময়!

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার হাবল স্পেস টেলিস্কোপের নজরে ধরা পড়েছে এক অতিকায় ব্ল্যাক হোল। যা রয়েছে আমাদের নিকবর্তী এক ছায়াপথেই। ব্ল্যাক হোলটির অতিরিক্ত বিরাট চেহারা যেন মহাকাশের অপার রহস্যময়তাকেই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। মহাজাগতিক বস্তুগুলি সম্পর্কে মানুষের যে এখনও অনেক কিছুই জানতে বাকি তা বুঝিয়ে দিল ওই কৃষ্ণগহ্বর। আকাশগঙ্গার কাছেই অবস্থিত গ্যালাক্সি এম৮৭। বহুদিন ধরেই এই ছায়াপথ ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে বিজ্ঞানীদের।

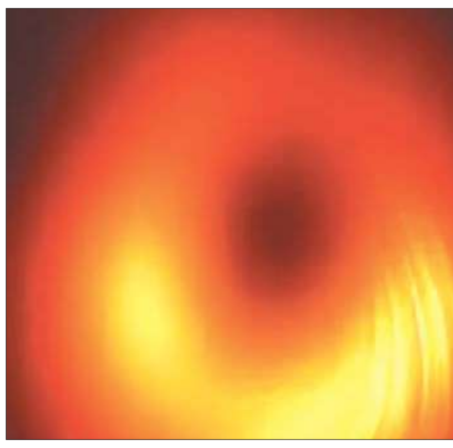

যদিও ' হিসেবে আমাদের পরিচিত পরিমাপের এককের তুলনায় মিলবে না। কেননা তা ৫ কোটি ২০ লক্ষ বছর আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। সেখানেই অবস্থিত ব্ল্যাক হোলটির ভর আমাদের সূর্যের ২.৬ বিলিয়ন গুণ। অর্থাৎ এর ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে পারে ২৬০ কোটি পৃথিবী! দেখা গিয়েছে ওই ব্ল্যাক হোল যেন এক কসমিক পাওয়ারহাউস। আশা করা হচ্ছে, আগামিদিনে বিজ্ঞানীরা এর সম্পর্কে আরও তথ্য পাবেন। আর তখনই ওই ব্ল্যাক হোলকে আরও ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ব্ল্যাক হোলের গঠন ও চরিত্রকে আরও নিখুঁত ভাবে জানতে সারা পৃথিবীতেই কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। মিলছে নিত্যনতুন তথ্য। নাসা একটি ভিডিও শেয়ার করেছিল কয়েক মাস আগে। যার মাধ্যমে কৃষ্ণগহ্বরে সফর করে আসা যাবে। সেখানেই দেখা গিয়েছিল, যত কাছে পৌঁছনো যাবে তত তারার ঔজ্জ্বল্য ও গ্যাসের ঘুরন্ত ডিস্কের সৌজন্য কৃষ্ণগহ্বর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। তার পর যখন ব্ল্যাক হোলের ভিতরে প্রবেশ করে ক্যামেরা, মনে হতে থাকে এ এক অনন্ত পথ। ব্ল্যাক হোলের দিগন্তকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। যত সেদিকে এগোতে থাকে ক্যামেরা, তত যেন শ্লথ হয় গতি। একসময় মনে হয় সব যেন স্থবির হয়ে গিয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর আবার সূর্যগ্রহণ, দেখা যাবে ভারত থেকে?

দোলের দিনই ছিল বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ। কিন্তু তা দেখা যায়নি ভারত থেকে। এবার হতে চলেছে সূর্যগ্রহণ। এটিই ২০২৫ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ। এবং এটিও দৃশ্যমান হবে না ভারতে। প্রসঙ্গত, এবছর দু'টি সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল ২৯ মার্চ, দ্বিতীয়টি ২১ সেপ্টেম্বর। এবারের গ্রহণ আংশিক। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, গত শনিবার দুপুর ২টো ২০ মিনিটে গ্রহণ শুরু হয়। শেষ হয় ৬টা ১৩ মিনিটে। কিন্তু গ্রহণ চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায় ৪টে ১৭ মিনিটে। ভারত থেকে না দেখা গেলেও এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আটলান্টিক এবং উত্তর মহাসাগর থেকে তা দেখা যাবে।প্রসঙ্গত, সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই সরলরেখায় চলে এলে চাঁদ যদি সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে বাধা দেয় তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। যদি সূর্যের আলো সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। অন্যথায় হয় আংশিক সূর্যগ্রহণ। এবারের গ্রহণ আংশিক। উল্লেখ্য, এবছর চারটি গ্রহণ হওয়ার কথা। এর মধ্যে মার্চে একটি চন্দ্রগ্রহণ ও একটি সূর্যগ্রহণ। আবার ৭ সেপ্টেম্বর হবে চন্দ্রগ্রহণ। ২১ সেপ্টেম্বর সূর্যের বলয়গ্রাস।২০২৫ সালের শুরু থেকেই মহাজাগতিক নানা বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে মহাকাশপ্রেমীদের জন্য। উল্কাবৃষ্টি থেকে শুক্র-শনির সহাবস্থানের মতো নানা দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে অন্যতম গ্রহণ। প্রতি বছরের মতো এবারও আলাদা করে নজর কাড়বে সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ। কিন্তু প্রথম গ্রহণটির মতো দ্বিতীয় গ্রহণও দেখা যাবে না ভারত থেকে। তবে অনলাইনে তা দেখা যাবে। যদিও একথা সত্য যে, মহাকাশের বিরাট প্রেক্ষাপটে গ্রহণ দেখা আর নকল স্ক্রিনে তা দেখার মধ্যে রয়েছে আকাশপাতাল ফারাক।

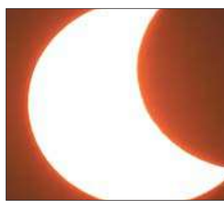

সুযোগ বুঝে ইউনুসকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ শাহবাজের

১ এপ্রিল ঃ একাত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের খানসেনাদের থেকে মুক্তি চেয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। মুক্তিযুদ্ধের পর জন্ম হয়েছিল সম্পূর্ণ এক নতুন দেশ, যার হয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সেই গণহত্যা, কালো অধ্যায় ভুলে পাকিস্তানকেই এখন আলিঙ্গন করছে ঢাকা! ভাবা যায়। আর ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে এক সময়ের বন্দু ভারতের। এই পরিস্থিতিতে, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসকে ফোন করে ইসলামাবাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। পাশাপাশি পাকিস্তানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রুনা লায়লাকেও। জানা গিয়েছে, ইদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ইউনুসকে ফোন করেন শাহবাজ। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তাঁদের মধ্যে। তখনই ইউনুসকে পাকিস্তানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান পাক প্রধানমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে এই কথোপকথনের কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, ' ড. মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে ফোনে একটি দারুণ কথোপকথন হয়েছে। আমরা ইদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি। পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য আমাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি। পাশাপাশি পাকিস্তানে আসার জন্য ইউনুসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আজ কথা হয়েছে জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রুনা লায়লার সঙ্গেও। তাঁকেও পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।' প্রসঙ্গত, আগামী ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ সফরে আসছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী তথা উপ প্রধানমন্ত্রী ইশহাক দার। এক সময় ' হিসাবেই পরিচিত ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু শেখ হাসিনার পতন ও রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই কথা যেন বদলে যাচ্ছে। একাত্তরের গণহত্যা ভুলে ইউনুসের ' বাংলাদেশ এখন কাছে টানছে পাকিস্তানকে। সম্প্রতি ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের সেনাকর্তারা। এরপর গত ২১ জানুয়ারি সূত্র মারফ জানা যায়, পাকিস্তানের চার সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের সেনার প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছেছে। সেই দলেই রয়েছেন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম, ও আর এক অফিসার। বাংলাদেশের সেনার অফিসারদের সঙ্গে নাকি বৈঠকও করেছেন তাঁরা। তবে এই গোপন সাক্ষাতের বিষয়ে মুখে কুলুপ দু'দেশের। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে মার খাচ্ছে হিন্দুরা। কিন্তু পাক নাগরিকদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে ইউনুস সরকার। বিশ্বের যেকোনও জায়গায় থাকা পাকিস্তানের নাগরিক ও বংশোদ্ভূতরা যাতে সহজে ঢাকার ভিসা পান তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কয়েকদিন আগেই চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে পাক জাহাজ। ব্যবসার ক্ষেত্রেও পড়শি দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশের বাজার খুলেছে ঢাকা। ২৪ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল ঢাকায় বৈঠক সেরে গিয়েছে। এবার বন্ধুত্ব আরও মজবুত করতে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানানো হল ইউনুসকে। আর দু'দেশের এই বন্ধুত্বে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। গোটা বিষয়ের উপর কড়া নজর রাখছে নয়াদিল্লি।

পুঞ্চের ৫ এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান

পুঞ্চ, ১ এপ্রিল ঃজম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত পুঞ্চ জেলার ৫ টি এলাকায় মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান চালায়। নিরাপত্তা বাহিনীর এক অধিকারিক জানিয়েছেন, সীমান্তবর্তী জেলায. কড়া সতর্কতা বজায়রাখার উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর যৌথ দল তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। যেসব অঞ্চলে অভিযান পরিচালিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বেহরামগলা-চাতরান সাইলান, কালা ঝুলা এবং গুরসাই মস্তন্দারা, জাবরির নাক্কা নার জঙ্গল, এবং মনকোটের ছাজলা-সিগি অঞ্চল।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু

বান্দা, ১ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত পটভন গ্রামের কাছে সোমবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত বাইক আরোহীর নাম রাকেশ সিং গান্ধী (৪০),তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন। সোমবার রাতে আত্মীয়দের বাড়ি থেকে ফেরার পথে তাঁর বাইকের নিযন্ত্রণ হারিযে.দুর্ঘটনার শিকার হন। গুরুতর আহত অবস্থায.তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহটি মযনাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। দুর্ঘটনায় পরিবারে শোকে নেমে এসেছে ।

কানাডার আসন্ন নির্বাচনে প্রভাব খাটাবে ভারত! চাঞ্চল্যকর দাবি

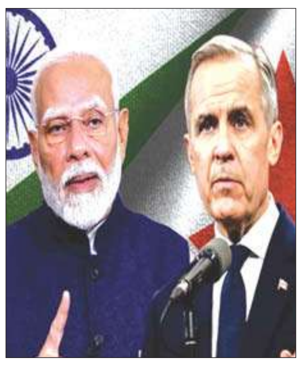

১ এপ্রিল ঃ চাঞ্চল্যকর দাবি করল কানাডার গুপ্তচর সংস্থা কানাডিয়ান সিকিয়োরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (সিএসআইএস) । সে দেশের আসন্ন নির্বাচনে ভারত ও চিন প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতে পারে, মনে করছে তারা। এমনকী আগামী মাসের নির্বাচনে ভারত, চিনের পাশাপাশি রাশিয়া এবং পাকিস্তানও হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সিএসআইএস। ২৮ এপ্রিল কানাডায় সাধারণ নির্বাচন। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সেখানকার নাগরিক। এদের মধ্যে একটা বড় অংশ শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। সাম্প্রতিক সময়ে খলিস্তানপন্থীদের নিয়ে বিবাদে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। নেপথ্যে খলিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনা। কানাডা দাবি করেছিলে এই খুনে ভারতের হাত থাকতে পারে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে দিল্লি। এই পরিস্থিতিতে সে দেশের নির্বাচনে ভারত নাক গলাতে পারে, কানাডিয়ান সিকিয়োরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এই অভিযোগ তাৎপর্যপূর্ণ। এক বিবৃতিতে রাশিয়া, চিন, ভারত ও পাকিস্তানকে ' রাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করেছেন সিএসআইএস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অপারেশনস ভেনেসা লয়েড। তিনি বলেন, ' রাষ্ট্রগুলি' নির্বাচনে হস্তক্ষেপের জন্য কৃত্রিম মেধার ব্যবহার বাড়াচ্ছে। সে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপে সবচেয়ে এগিয়ে চিন। একই ভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর প্রভাব খাটাতে পারে ভারত। যেহেতু তাদের সেই ক্ষমতা ও অভিপ্রায় দুই-ই রয়েছে। এই সংঃদেহের তালিকায় রয়েছে রাশিয়া, এমনকী পাকিস্তানও।

প্রসঙ্গত, ট্রুডো ক্ষমতায় থাকাকালীন একই ধরনের অভিযোগ এনেছিল অটোয়া। সেই সময় নির্বাচনে নাক গলানো মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছিল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, কানাডার নির্বাচনে ভারতীয় হস্তক্ষেপের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমরা এই অভিযোগকে কড়া ভাবে অস্বীকার করছি। ভোটের আগে ফের একই ধরনের অভিযোগ আনা কী কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের রাজনৈতিক কৌশল? উঠছে প্রশ্ন।

অসমের কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

শিলং, ১ এপ্রিল ঃ অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মোমিনের ওপর সংগঠিত হামলার তীব্র নিন্দা করেছে মেঘালয় প্রদেশ বিজেপি। এ ঘটনাকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যা দিয়ে কংগ্রেসি বিধায়ক নুরুল হুদার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ' প্রসিজিয়র' শুরু করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার দাবি জানিয়েছে বিজেপির মেঘালয় প্রদেশ কমিটি। প্রদেশ বিজেপি মনে করে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘৃণ্য কার্য্যের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য অসম সরকারকে কঠোর হওয়া উচিত। মেঘালয় প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রিকমান জি মোমিন গতকাল অসম বিধানসভায় সংগঠিত ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ' নোমল মোমিন অসম বিধানসভার একমাত্র গারো উপজাতি এবং একমাত্র খ্রিষ্টান সদস্য। তাঁর ওপর অমানবিক আক্রমণ কেবল তাঁর ব্যক্তিগত গৌরব নয়, সমগ্র মেঘালয়বাসীর অনুভূতিতে গভীর আঘাত করেছে। মোমিন স্যার কেবল অসম বা মেঘালয়ে নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। এমন একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির ওপর সংগঠিত শারীরিক আর্কমণ কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না।' রিকমান জি মোমিন আরও বলেন, ' সব সময় জনজাতিদের অধিকার নিয়ে হল্লা করলেও, স্বদলীয় এক বিধায়কের এ ধরনের অপরাধজনিত কার্য্যের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকার ঘটনা অতিশয় লজ্জাজনক। এই মৌনতা প্রমাণ করে কংগ্রেস পাহাড়ি জনজাতি, ভারতের আদিবাসী, বিশেষ করে মেঘালয়ের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করে।' তিনি বলেন, ' সমূহ মেঘালয়বাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, এ ধরনের নিকৃষ্ট ঘটনা তাঁরা সংগঠিত করে, তাই প্রত্যেক নির্বাচনে কংগ্রেসকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর যেন দেন।'মেঘালয় প্রদেশ বিজেপি সভাপতি মোমিন আসাম পুলিশের কাছে দাবি জানিয়ে বলেন, ' আসাম পুলিশের কাছে দাবি জানাচ্ছি যাতে নুরুল হুদার বিরুদ্ধে উপযুক্ত কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং ডা. নোমল মোমিনকে ন্যায় প্রদান করা হয়। তাঁর মতো একজন সম্মানীত ব্যক্তির ওপর সংগঠিত এমন নিন্দনীয় আক্রমণের ঘটনাকে কোনওভাবে শিথিলতা অবলম্বন না করে তৎক্ষণা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।'

মোদির অবসরের পর উত্তরসূরি কি তিনিই? মুখ খুললেন যোগী

১ এপ্রিল ঃ মোহন ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অবসর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রধানমন্ত্রীর অবসর জল্পনা কতটা সত্যি কারও জানা নেই। তবে, যদি সেই জল্পনা সত্যি হয়, তাহলে মোদির উত্তরসূরি কি যোগী আদিত্যনাথ? এই প্রথমবার নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে মুখ খুললেন যোগী।

যোগীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি অবসর নেন, তাহলে তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরি কি তিনিই? জবাবে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বকলমে বুঝিয়ে দিলেন, কোনও পদের প্রতি তাঁর মোহ নেই। তবে দল যে দায়িত্ব দেবে, সেই দায়িত্ব নিতে আপত্তি নেই তাঁর। যোগী বলছেন, দেখুন আমি একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের মানুষের সেবা করার জন্য দলই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। তাছাড়া রাজনীতি আমার কাছে ফুল টাইম কাজ নয়। আসলে তো আমি একজন যোগী। সেই সঙ্গে যোগীর ইঙ্গিতপূর্ণ সংযোজন, যতদিন এখানে আছি কাজ করে যাব। তবে সেটারও একটা সময়সীমা আছে। বস্তুত রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার আগে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর মঠের প্রধান পদে ছিলেন যোগী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পরও মঠের সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে তাঁর। সেটাই বুঝিয়ে দিলেন তিনি। অনেকেই মনে করেন, কুম্ভ মেলার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দেশজুড়ে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাতে তাঁর কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে হাত পাকানোর সময় এসে গিয়েছে। এমনকী, একাধিক সমীক্ষক সংস্থা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসাবেও দেখানো শুরু করেছে। যদিও দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা, যোগীর সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। যদিও যোগী নিজে সেই জল্পনা উড়িয়ে দিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, মতভেদের প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে। আমি যে আজ এখানে বসে আছি, সেটাও তো দলের সিদ্ধান্ত। দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যদি আমার মতপার্থক্য থাকত, তাহলে কি এখানে বসে থাকতে পারতাম?

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে বর্জ্য অপসারণের ফলে ২১৮.২৮ কোটি টাকা আয়

গোরক্ষপুর, ০১ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছে। বর্জ্য অপসারণ থেকে রেলওয়ের রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য রেল প্রশাসনের প্রচেষ্টা নতুন গতি পেয়েছে। বর্জ্য অপসারণের ফলে, রেলওয়ে চত্বর এবং রেললাইনের পাশে পড়ে থাকা বর্জ্য পদার্থগুলি নিষ্পত্তি করে স্থানগুলি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, 'মিশন জিরো স্ক্র্যাপ'-এর অধীনে আয় ছিল ২১৮.২৮ কোটি টাকা।ভারত সরকারের উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি, স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায়, রেলওয়ে প্রাঙ্গণ এবং রেলপথের ধারে থাকা অবাঞ্ছিত এবং অব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র, পরিত্যক্ত ভবন এবং বাসস্থান চিহ্নিত করে অপসারণ করা হয়েছে, যার ফলে রেলওয়ে রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি রেলওয়ে প্রাঙ্গণ এবং ট্র্যাক পরিষ্কার রাখা হয়েছে।

সম্পত্তি করে বকেয়া, কড়া বিধাননগর পুর নিগম কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ সম্পত্তি কর বকেয়া রাখলে খেসারত দিতে হবে দ্বিগুণ। যত বছরের কর বাকি থাকবে, তার উপর যোগ হবে ১০ শতাংশ সুদ, সঙ্গে এককালীন ১০ শতাংশ জরিমানা। বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে এই ' ব্যবস্থায় এবার জোর দিচ্ছে বিধাননগর কর্পোরেশন। এই ব্যবস্থা ২০২৩-' আর্থিক বছর থেকে শুরু হয়েছে। তবে এবার থেকে কর জমা না দিলে আরও কড়া অবস্থান নেবে কর্তৃপক্ষ। কর ব্যবস্থার সরলীকরণের কথা মাথায় রেখে বছর কয়েকের মধ্যেই কেন্দ্রীয়ভাবে কর কাঠামোর পথে হাঁটবে বিধাননগর পুরনিগম।

ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা, 'ট্রাম্পপন্থী' বিরোধী নেত্রীকে ৪ বছরের কারাদণ্ড, তিনি নির্বাচনে লড়তে পারবেন না

১ এপ্রিল ঃ আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী নেত্রী তথা প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মারিন লে পেনের কারাদণ্ড। ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ এই নেত্রীকে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সে দেশের আদালত। পাশাপাশি আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৫ বছরের জন্য কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না তিনি। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে ফ্রান্সের রাজনীতিতে। এই শাস্তিকে ' মৃত্যু' বলে মন্তব্য করেছেন লে পেন। এই ঘটনার ষ।যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৭ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে চলেছে ফ্রান্সে। লে পেন জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য এটাই হতে চলেছে তাঁর শেষ নির্বাচন। তবে ৪ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষেধাজ্ঞায় তা আর সম্ভব নয়। বর্তমানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ২০১৭ ও ২০২২ সালে ম্যাক্রোঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলেও সাফল্য পাননি লে পেন। তবে অনুমান করা হচ্ছিল ২০২৭-এর নির্বাচনে হয়ত পালাবদল হতে পারে। কারণ, সাম্প্রতিক একাধিক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছিল ফ্রান্সে লে পেনের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে গত কয়েক বছরে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই আদালতের কোপ পড়ল বিরোধী নেত্রীর উপর। ন্যাশনাল র‍্যালি পার্টির নেত্রী লে পেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, দায়িত্বে থাকাকালীন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের আর্থিক তহবিলের অপব্যবহার করেছিলেন তিনি। এই মামলাতেই গত সোমবার লে পেনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শোনায় আদালত। সাজা ঘোষণার সময় আদালতেই ছিলেন নেত্রী। তবে বিচারপতি রায় প।ার সময় আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। এদিকে রায়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ বছরের জন্য নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয় লে পেনের বিরুদ্ধে। এছাড়াও লে পেনের ২৪ জন সহযোগীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁদেরও ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি লে পেনের দলকে ২ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছে।

এই রায়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ লে পেন। তিনি বলেন, এই রায়ে রাজনৈতিকভাবে আমার মৃত্যু হল। গোটা ঘটনা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলেও তোপ দেগেছেন বিরোধী নেত্রী। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি ইউক্রেন নিয়ে সরব হয়েছিলেন ম্যাক্রোঁ। সে প্রসঙ্গ টেনেই ট্রাম্প বলেন, বর্তমানে ফ্রান্সের শীর্ষ নেত্রী তিনিই। আর তাঁকেই ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হল। এটা ওই দেশের মতোই পদক্ষেপ। পাশাপাশি এলন মাস্ক বলেন, ' উগ্র বামপন্থীরা গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে জিততে পারে না, তখন তারা তাদের বিরোধীদের জেলে পাঠানোর জন্য আইনের অপব্যবহার করে।' তাঁর আরও দাবি, ' বিশ্বজুড়ে এই খেলাটাই চলছে।'

Name Change

I, Rofik Mollik (old name) S/O Ahed Mollik, residing at Vill- Iarpur, P.O.- Paschim Chamni, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rafik Ali Mollik (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Rafik Ali Mollik (new name) and Rofik Mollik (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, ALAUDDIN(OLD NAME),SON OF ABDUR RAHAMAN MISTRI,RESIDING AT MAHISHGADI PASCHIM PARA,MUDIA,MUDIHAT, NORTH 24 PARGANAS - 700128, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ALAUDDIN(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025.THAT ALAUDDIN AND SK ALAUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Papia Basak & Papia Bose (old names) W/O Sagar Bose, residing at Blooms, Panchanantala Road, Khardah Kulin Para, P.O. - B.D. Sopan, North 24 Parganas - 700116, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Papiya Bose (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 01/04/2025. Papiya Bose (new name) and Papia Basak & Papia Bose (old names) all are same and identical person.

Name Change

I, ALAKA BANIK(OLD NAME),WIFE OF DILIP KUMAR BANIK, RESIDING AT 24,PRIYA MITRA ROAD,ASTHA APARTMENT,3RD FLOOR,BIDHANNAGAR - 700048,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOKA BANIK(NEW NAME)VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025.THAT ALAKA BANIK AND ALOKA BANIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, TENSA BISWAS (OLD NAME), WIFE OF PRABAL KUMAR BISWAS, RESIDING AT 346, SURYA SEN PALLY, NORTH DUM DUM , PO - RABIN DRANAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 700065, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TENSA SAHA BISWAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025. THAT TENSA BISWAS AND TENSA SAHA BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SIBPRASAD MUKHOPADHYAY, S/O Late, SASTIDAS MUKHOPADHYAY, residing at 72A, Hanseswari Road, Bansberia(M), Bansberia, Hooghly, West Bengal - 712502, declare that my actual name is SIBPRASAD MUKHOPADHYAY, which is correctly recorded in my Pensioner's Identity Card issued by the Government of India, Aadhaar Card, and PAN Card. However, in my Voter ID, my name is recorded as SHIBAPRASAD MUKHERJEE, and in my company's share certificate, it is recorded as SHIB PRASAD MUKHERJEE. As per Affidavit No. 3171, dated 18th March 2025, sworn before the Ld. First-Class Judicial Magistrate, Bankshall Court, Kolkata, I declare that SIBPRASAD MUKHOPADHYAY, SHIB PRASAD MUKHERJEE, PRASAD MUKHERJEE, and SIBPRASAD MUKHERJEE are the same and one identical person, not different persons.

Name Change

I, Ratan Paul S/O Late Dulal Paul resident of Vill. & P.O. Shalidaha, P.S. Naihati, Dist. North 24-Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my wife's actual name DEBALA PAUL instead of MITA PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Barrackpore, 24 Pgs.(N) on 16/02/2010. MITA PAUL and DEBALA PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, Rofik Mollik (old name) S/O Ahed Mollik, residing at Vill- Iarpur, P.O.- Paschim Chamni, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rafik Ali Mollik (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Rafik Ali Mollik (new name) and Rofik Mollik (old name) both are same and identical person.

Name Change

I RAMESH KUMAR JAISWAL,S/O PARASH NATH JAISWAL,R/O 41 SIMLA ROAD VINAYAK INCLAVE BLOCK-A FLAT 2B,PS-MANICKTALA,KOLKATA-700006,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH JAISWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025,THAT RAMESH KUMAR JAISWAL AND RAMESH JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Amit Sarkar (old name) S/O Buddhadeb Sarkar, residing at Vill & P.O.- Chickrand Uttarpara, P.S.- Chanditala, Hooghly, Pin- 712304, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Amit Kumar Sarkar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Amit Kumar Sarkar (new name) and Amit Sarkar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Noorjahan Bibi (old name) W/O Mamrej Ali Khan, residing at Dakshin Durgapur, P.O.- Durgapur Taker Bazar, P.S.- Namkhana, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743357, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nurjahan Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Nurjahan Bibi (new name) and Noorjahan Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Imtiaz Ajij Molla (old name) S/O Ajibur Rahaman Molla, residing at Nazrul Nagar Khasbalanda, P.S.- Haroa, Basirhat, Pin- 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Imtiaz Ajij Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 28/03/2025. Imtiaz Ajij Molla (new name) and Md Imtiaz Ajij Molla (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, ALI FARIDA IASMIN (Old Name) W/O MD JUMMAN ALI Residing at Rajarhat Jamalpara, P.S.-Rajarhat District - North 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as FARIDA YASMIN (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Executive Magistrate, Barasat vide affidavit no 38 Dated 03-01-2025. ALI FARIDA IASMIN (Old Name) and FARIDA YASMIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, JUMMAN ALI (Old Name) S/O MD SAKAWAT ALI Residing at Rajarhat Jamalpara, P.S.-Rajarhat District - North 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MD JUMMAN ALI (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Executive Magistrate, Barasat vide affidavit no 38 Dated 03-01-2025. JUMMAN ALI (Old Name) and MD JUMMAN ALI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PAPIA BASAK & PAPIA BOSE(OLD NAME),WIFE OF SAGAR BOSE,RESIDING AT BLOOMS, PANCHANANTALA ROAD,KHARDAH KULIN PARA,PO - B.D. SOPAN, NORTH 24 PARGANAS - 700116,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAPIYA BOSE(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025.THAT PAPIA BASAK & PAPIA BOSE AND PAPIYA BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABHISHEK RAY(OLD NAME),SON OF ANANDA RAY,RESIDING AT MEDERMATH,PO - HINGNARA, PS - CHAKDAH, RANAGHAT - 741223, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHISHEK ROY(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025.THAT ABHISHEK RAY AND ABHISHEK ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ANANDA ROY(OLD NAME),SON OF GURUDAS RAY,RESIDING AT MEDERMATH,PO - HINGNARA,PS - CHAKDAH,RANAGHAT - 741223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANDA RAY (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2025.THAT ANANDA ROY AND ANANDA RAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বাঁকুড়া রেল স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল ঃ দেশের প্রচলিত ২৯ টি শ্রম আইনকে তুলে দিয়ে লকডাউনের সময়ে কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে সংসদে বিপুল গরিষ্ঠতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আইন সভায় পাশ করিয়ে নিয়েছে ৪ টি শ্রম কোড। যার মাধ্যমে কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে শ্রমজীবীদের নূন্যতম সমস্ত অধিকার। এই কোড কার্যকরী হলে করতে হবে ৮ ঘন্টার পরিবর্তে দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ, থাকবে না কোন নূন্যতম মজুরি, যে কোন সময়ে কমিয়ে দেওয়া যাবে প্রাপ্য মজুরি, অতিরিক্ত সময় কাজ করলেও মিলবে না ওভারটাইম, থাকবে না বোনাস, যে কোন সময়ে কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা যাবে শ্রমিকদের ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়া - সর্বোপরি থাকবে না কোন ইউনিয়ন করার অধিকার। আম্বানী, আদানী-সহ কর্পোরেটদের স্বার্থে ১ এপ্রিল,২০২৫ থেকেই কেন্দ্রের মোদী সরকার আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে তা কার্যকরী করতে। এরই প্রতিবাদে দেশের প্রায় প্রতিটি শ্রমিক সংগঠনই ১ এপ্রিল থেকে গ্রহণ করেছে দেশজুড়েই বিক্ষোভ অবরোধের কর্মসূচী - তার সাথে সাযুজ্য রেখেই আজ মঙ্গলবার সকালে বাঁকুড়া রেল স্টেশনের সামনে ও গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনসমূহ ও ১২ জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠিত হলো প্রতিবাদ বিক্ষোভের কর্মসূচি। এছাড়াও গত ২৫ মার্চ বিরোধীদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে দেশের লক্ষ লক্ষ পেনশন প্রাপকের ন্যায্য পেনশন বৃদ্ধির চিরাচরিত অধিকার কেড়ে নিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে 'ফিনান্স বিল' পাশ করিয়ে নিয়েছে তার বিরুদ্ধেও তীব্র ধিক্কার জানানো হলো এই বিক্ষোভ সভা থেকে। পাশাপাশি শ্রম কোড বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, শ্রমিকদের মাসে নুন্যতম ২৬০০০।- টাকা মজুরি প্রদান, ১০০ দিনের কাজকে বাড়িয়ে বছরে ২০০ দিন করা এবং এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের দৈনিক নুন্যতম ৬০০ টাকা মজুরি প্রদান, ব্যাঙ্ক- বীমা-সহ সর্বস্তরের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, শিক্ষা আইন, ২০২০ বাতিল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শুণ্যপদ পূরণ, কৃষিপণ্যের যথাযথ সহায়ক মূল্য প্রদান, ৬০ উর্ধ্ব সমস্ত গরীব মানুষকে মাসে নুন্যতম ৬০০০ /- টাকা পেনশন প্রদান-সহ বিভিন্ন দাবীতে ২০ মে,২০২৫ শ্রমিক সংগঠনসমূহ দেশজুড়ে যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তার প্রতিও সভা থেকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। - বিক্ষোভ সভা শেষে পোড়ানো হয় শ্রম কোডের প্রতিলিপি। বাঁকুড়া রেল স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী ও উজ্জ্বল সরকার, এআইটিইউসি নেতা ভাস্কর সিংহ, ইউটিইউসি'র সুনীল পাত্র ও ১২ জুলাই কমিটির নেতা দেবজিত চক্রবর্তী। এছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ নেতা ভৃগুরাম কর্মকার, তপন দাস, মানিক গরাই , সোহরাব মন্ডল ও সুশান্ত নন্দী, এআইটিইউসি নেতা সঞ্জু বরাট, আইএনটিইউসি'র জেলা সভাপতি সুমন্ত নন্দী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী পেনশেনার্স সমিতির জেলা সম্পাদক দিগন্ত সিনহা, সভাপতি গোপাল দাস প্রমুখ। গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে অনুরূপ বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন উজ্জ্বল সরকার (সিআইটিইউ), বাবলু ব্যানার্জী (এআইসিসিটিইউ), বিশ্বনাথ মন্ডল (আইএনটিইউসি) সঞ্জীব বরাট(এআইটিইউসি) ও সুনীল পাত্র(ইউটিইউসি) - উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর সিংহ, সুমন্ত নন্দী প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

জেলার বেকারদের স্বনির্ভর করতে এবার পথে নামল কেন্দ্রীয় সরকার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১ এপ্রিল ঃ জেলার বেকারদের স্বনির্ভর করতে এবার পথে নামল কেন্দ্রীয় সরকার। বাম্বু মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে হস্তশিল্পে আগ্রহীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের রঘুনাথপুর এলাকায় আম্বেদকর লাইব্রেরি ও রিসার্চ সেন্টারে এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে দেশজুড়ে এই বাম্বু মিশন প্রকল্পে হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জেলার বালুরঘাটেও এমন একটি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ শিবির নয়, প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে বালুরঘাটে ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সোমবার বিকেলে এই প্রশিক্ষণ শিবির ঘুরে দেখলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর খুব চাহিদা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এই বাম্বু মিশন প্রকল্পটি চালায়। সারা ভারতবর্ষে এই প্রকল্প চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও বাঁশের চাষ বেশি। তাই এই প্রকল্পটি পশ্চিমবাংলায় চালু করার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি। আমি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। কৃষিমন্ত্রী এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরিবর্তন করে নোডাল এজেন্সি হিসেবে 'এনইসিপিডিসি'কে করেছে। যা নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের আন্ডারের একটি অংশ। যার সদর দপ্তর অসমের গুয়াহাটিতে রয়েছে। সেখান থেকেই দুজন এসে বালুরঘাটের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।' বালুরঘাটের রঘুনাথপুরে শুরু হয়েছে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের উপর প্রশিক্ষণ শিবির। চলবে আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। যেখানে সব মিলিয়ে ২৫ জন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বেকার তরুণ-তরুণীদের যারা শিল্পকলায় উৎসাহী, তাদের একত্রিত করে এক মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক। ভারত সরকারের উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাম্বু মিশন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেনার নারায়ণচন্দ্র পাল জানান, 'বর্তমানে ২৫ জনকে নিয়েই এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকেই অনেক জিনিস তৈরি করতে পারছেন। এদের আরও একবার প্রশিক্ষণ দিলে এরা নিজেরা সব কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারবে।'

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, আমার ক্লায়েন্ট মেসার্স প্রোফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের শাখা অফিস সুগম প্যারাগন, ৪র্থ তলা, ৫/১, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০১৬ (ঋণদাতা) **শ্রী নীল কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা)** কে শ্রী প্রাণ রঞ্জন দাস, শ্রীমতী উসা দাস, শ্রীমতী পিয়াসা দাস, শ্রী সুভ্রঞ্জন দাস, শ্রী বিশ্বরঞ্জন দাস, শ্রী সন্দীপ পোলি, শ্রীমতী অপর্ণা নস্কর, শ্রীমতী মিনতি মণ্ডল, শ্রী সুবীর দাস, শ্রী জগন্নাথ দাস এবং শ্রীমতী কল্পনা বার (বিক্রেতা) এর কাছ থেকে শ্রী নীল কুমার দাস (ক্রেতাবন্ধক) কর্তৃক বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করতে চান এবং ঋণগ্রহীতার ঋণ মঞ্জুর করার জন্য উক্ত সম্পত্তির উপর বন্ধক রাখতে চান।

হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৫০ নং পৌর ওয়ার্ডের অধীনে, হাওড়া জেলায় অবস্থিত আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩৪৭৯ এবং ৩৪৮০, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৪২০, ১১৫৭৫ এবং ১১৫৭৬, মৌজা বালিটিকুরি, থানা জগাছা, বর্তমানে দাসনগরের অংশ হিসেবে প্রায় ০৫টি কাঠা, ১২ ছিটাক এবং ২০ বর্গফুট আয়তনের সমস্ত জমি।

ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং বিক্রেতা আমার ক্লায়েন্টকে নিশ্চিত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ২৭৯৮ বছরের জন্য, ২০০৬ সালের জন্য ৩৩১৬, ১৯৬১ সালের জন্য ১৪৭৬ এবং ২০০৫ সালের জন্য ৩০১৩ এর মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছেন।

ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং বিক্রেতা আরও নিশ্চিত করেছেন যে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ২৭৯৮ বছরের জন্য, ২০০৬ সালের জন্য ৩৩১৬, ১৯৬১ সালের জন্য ১৪৭৬ এবং ২০০৫ সালের জন্য ৩০১৩ হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে এবং সম্পূর্ণ যথাযথ তদন্ত এবং ভুল তথ্যের অভিযোগ দায়ের করার পরেও সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়নি।

বিক্রেতা, ক্রেতা, বন্ধকগ্রহীতা এবং ঋণগ্রহীতা ক্রেতা এবং ঋণদাতাকে নিশ্চিত, ঘোষণা এবং আশ্বস্ত করেছেন যে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কোনও বন্ধক, ইজারা, ঋণ, জামিন, ক্ষতি, উত্তরাধিকার, সংরক্ষণ, অধিগ্রহণ, অধিগ্রহণ বা অন্য কোনওভাবে প্রযোজ্য নয় এবং সমস্ত দায়মুক্ত এবং তাদের পরিষ্কার এবং বিপণনযোগ্য মালিকানা এবং বন্ধক এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেনের একচেটিয়া অধিকার রয়েছে।

অতএব, যে কোনও ব্যক্তি (দের) উক্ত সম্পত্তির যে কোনও অংশে বিক্রয়, উপহার, ইজারা, উত্তরাধিকার, বিনিময়, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, ট্রাস্ট, লাভজনক স্বার্থ, দখল, ইজমেন্ট, ভাড়াটে, সাব-টেন্যান্সি, লাইসেন্স, বন্ধক, রক্ষণাবেক্ষণ, উত্তরাধিকার, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, আদেশ, ডিক্রি, অ্যাটাচমেন্ট বা অন্য কোনওভাবে অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা দাবি রাখেন, তাদের এই তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সহায়ক নথি সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা জানাতে হবে, অন্যথায় আমার ক্লায়েন্ট এই দাবির কোনও উল্লেখ ছাড়াই ঋণ বিতরণ করতে এগিয়ে যাবেন এবং যদি থাকে তবে তা মওকুফ বা পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হবে।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার', রুম নং ৪৮, নিচতলা
৬, পুরাতন পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯৪৬০১৪৮৫৪
ই-মেইলঃ supriyobasu.11p@gmail.com, partho.adhikary@sbalaw.in

টয় ট্রেনের ধাক্কায় দুই বোন হতাহত, প্রতিবাদে কার্শিয়াং রেল স্টেশনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১ এপ্রিল ঃ টয় ট্রেনের ধাক্কায় এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু এবং অপর এক কিশোরীর আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে শৈলশহরে। মঙ্গলবার কার্শিয়াং রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এই ঘটনায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবাদীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত স্কুল ছাত্রীর নাম রোশনী রাই (১৫)। সে কার্শিয়াংয়ের মকাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিল। পড়ত বেসরকারি স্কুলের নবম শ্রেনীতে। ঘটনায় আহত হয়েছে তার দিদি প্রতীক্ষা রাই (১৯)। যদিও ঘটনায় রেলের কোনও দোষ নেই বলে জানিয়েছে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার কার্শিয়াং স্টেশনে রোশনী রাইয়ের ছবি বসিয়ে বিক্ষোভে বসেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের সঙ্গে পরে ওই বিক্ষোভে সামিল হন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা-সহ ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার কর্মী সদস্যরা। ওই ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলে তাঁরা সরব হন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট টয় ট্রেনের চালকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সোমবার দিদির সঙ্গে ওষুধ কিনতে বাড়ি থেকে বের হয় রোশনী। কার্শিয়াংয়ে বাজারের কাছে লাইন পার হওয়ার সময় টয়ট্রেনটি পিছন থেকে তাঁদের ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি দু'জনকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। ট্রাফিক পুলিশ প্রথমে কার্শিয়াং সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় তাদের। এরপর সেখানে চিকিৎসার পরে প্রতীক্ষাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোশনীর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল থেকে পরিবারের লোকজন তাকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু ভোররাতে মৃত্যু হয় রোশনীর। মৃতার মামা বিবেক শর্মা বলেন, এখানে রেলের গাফিলতি রয়েছে। কেন চালক দু'জনকে দেখার পরও ব্রেক মারলো না? আর কোনওরকম বাঁশি বাজানো হয়নি। আমরা চাই এই মৃত্যুর বিচার হোক। আগামীতে যেন এই ঘটনা না ঘটে। এই বিষয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের অধিকর্তা রিশভ চৌধুরী বলেন, এখানে রেলের কোনও গাফিলতি নেই। ওই দুই স্কুলছাত্রী লাইন ধরে চলছিল। তাদের কানে হেডফোন লাগানো ছিল। এতে লোকো পাইলট একাধিকবার হুইসেল দিলেও তারা শুনতে পায়নি। সাধারণ মানুষ ভাবে যে টয়ট্রেন ধীরে চলে। তাই তারা গুরুত্ব দিতে চান না। কিন্তু তারা এটা ভুলে যায় এটিও একটি যন্ত্র।

রেকর্ড পরিমাণ আলু উৎপাদন, উপচে পড়ছে হিমঘর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় এবার আলুর উৎপাদন বিগত পনেরো বছরের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। জেলায় প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর অধিক উৎপাদনে প্রতিদিন আলুর দাম নীচে নামছে। তাতেই কৃষকদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। তাই আলু সংরক্ষণে হিড়িক পড়েছে জেলা জুড়ে। একবছর সংরক্ষণ করলে, মরসুমের পর দাম মিললে লাভের মুখ দেখবেন চাষিরা। আলু চাষি ও ব্যবসায়ীদের দাবি, বিঘা প্রতি যেখানে গড় আলুর ফলন ৫০ কুইন্ট্যাল, এবছর তা হয়েছে ৬০ থেকে ৭০ কুইন্ট্যাল। যা অতীতে গত ১৫ বছরে হয়নি। জেলার ৮টি হিমঘরে আলুর ধারণ ক্ষমতা ৭১ হাজার মেট্রিক টন। স্বভাবতই উপচে পড়ছে হিমঘরগুলি। সারি সারি আলু ভর্তি ট্রাককে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে হিমঘরগুলির সামনে।

অসমের গামছা তৈরির ব্যস্ততা বাংলায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ বর্তমান সময়ে হাত দিয়ে চালানো তাঁত মেশিন খুব একটা চোখে পড়ে না। বেশিরভাগ জায়গায় যন্ত্রচালিত তাঁত মেশিন দেখতে পাওয়া যায়। তবে আজও জেলার বেশ কিছু এলাকার মানুষ। রুজি-রুটির সন্ধানে বাপ-দাদাদের এই পেশা আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। বছরের বিভিন্ন সময় এই হাতের তাঁত মেশিন নিয়ে কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় তাঁদের। অসমের গামছা, তাঁতের শাড়ি ও মেখলা তৈরি করে থাকেন তাঁরা। চৈত্র মাসের শেষ এবং বৈশাখের শুরুর সময় অসমের গামছার চাহিদা বেড়ে ওঠে। এই সময় অনেকটা চাপে থাকেন তাঁরা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল সন্ধ্যা চক্রবর্তী, স্বামী মানিক চক্রবর্তী, ঠিকানা ডিঙ্গেলপোতা, রঘুনাথপুর, জেলা-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কোলকাতা - ৭০০১৫১, ইং ০৬.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ নাগাদ কালি বাজার এর কাছে একটি জেরক্স এর দোকানে জেরক্স করাতে গিয়ে তার জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যার নং ১৬৪ [তারিখ ২৯.০১.১৯৯১] হারিয়ে ফেলেন এবং তৎ সংক্রান্ত বিষয়ে সোনারপুর থানায় ০৮.০১.২০২৫ তারিখে জি. ডি. নং ৮৩৫ মূলে জেনারেল ডাইরি দখিল করেন।

এমত অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির সন্ধান বা ঐ সংক্রান্ত কোনোরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তির যদি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোনো অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং- ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
নস্কর পাড়া রোড, বোয়ালিয়া,
পোস্টঃ গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর,
কোলকাতা - ৭০০০৮৪

স্কুলবাসের চাকা খুলে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে একটি স্কুল বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসটি পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে জলপাই মোড় ও নৌকাঘাটের মাঝখানে তার পিছনের দু'টি চাকা খুলে বেরিয়ে যায়। আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। চালক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় পড়ুয়ারা কেউ জখম হয়নি। জানা গেছে, বিকল্প বাসে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হয়। তবে গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্কুলবাসের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গোটা ঘটনায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

শীঘ্রই সরতে হবে ডিওয়াইএফআই-কে, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সূর্যকান্ত-রবীনরা সরলে জায়গা পাবেন মীনাক্ষীরা

দুরন্ত বার্তা, ১ এপ্রিল ঃ সিপিআইএমের অন্দরে ব্যাটন বদল চলছেই। এবার পার্টি কংগ্রেসে যা আরও বড় আকারে হতে চলেছে বলেই সিপিআইএমের অন্দরে খবর। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কারা আসবেন, কারা পাবেন নতুন জায়গা, তা নিয়েই এখন চর্চা বঙ্গ সিপিআইএমে। ২ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে সিপিআইএমের ২৪ তম পার্টি কংগ্রেস। বয়সের গেরোয় কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়ছেন সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব, রেখা গোস্বামী। আবার সূর্যকান্ত পলিটব্যুরোর সদস্য। ফলে সেখানে কে আসবেন তা নিয়ে চর্চা রয়েছে রাজনীতির কারবারিদের মধ্যে। সূত্রের খবর, পলিটব্যুরোতে সূর্যকান্তের স্থানে আসতে পারেন শ্রীদীপ ভট্টাচার্য্য। তবে অল্প হলেও সেই চর্চায় রয়েছেন আভাস রায়চৌধুরীর নাম। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ওই তিন নামের সঙ্গে বাদ পড়া নিয়ে চর্চা রয়েছে অঞ্জু কর ও অমিয় পাত্রের নামও। বয়স থাকলেও রাজ্য কমিটি থেকে নিজেই সরেছেন অঞ্জু। তাহলে সেই জায়গায় কে কে আসতে পারেন? চর্চায় রয়েছে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নাম। দলের একটা বড় অংশ চাইছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মীনাক্ষীকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। যদিও মীনাক্ষী এখনও রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নয়। কয়েক মাসের মধ্যে বয়সের কারণে DYFI থেকেও সরতে হবে বঙ্গ সিপিআইএমের অন্যতম এই প্রধান মুখকে। আবার মহিলা সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক রয়েছেন জাহানারা খাতুন ও কনীনিকা ঘোষ বোস। কেরলের মহিলা সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মহিলার সমিতির সম্পাদক বা সভাপতি কেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবেন না? প্রশ্ন তুলছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কেউ কেউ। তবে রেখা গোস্বামীর জায়গায় মীনাক্ষীর প্রবেশ হলে কনীনিকার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, মীনাক্ষী আর জাহানারা দু'জনেই পশ্চিম বর্ধমানের। আর বাকি জায়গাগুলির মধ্যে চর্চায় রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক পলাশ দাশের নাম। যদিও ইতিমধ্যেই তিনটি পদে রয়েছেন পলাশ। যা কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে বলে মত রাজনীতির কারবারিদের অনেকের। অন্যদিকে হুগলির জেলা সম্পাদক দেব্রবত ঘোষের নামও এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, ডানকুনিতে রাজ্য সম্মেলন সুচারুভাবে আয়োজন করার পুরস্কার পেতে পারেন দেব্রবত। এদিকে আবার কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের গুরুত্ব দলের অন্দরে ক্রমশ বাড়ছে। তাই কল্লোলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলছেন সিপিআইএমের অনেকের। বয়সের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত না হলে সূর্যকান্ত, রবীন এবং রেখার বিদায় সময়ের অপেক্ষা। তা কার্যত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত পার্টি কংগ্রেসে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বুনিয়াদপুর পৌর এলাকায় পথ নিরাপত্তায় উদ্যোগী পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে ধারাবাহিক ছোট খাট দূর্ঘটনা ঘটে চলছে, এবার সকল প্রকার পথ দুর্ঘটনা রোধে উদ্যোগী পৌরসভা। ৫১২ নং জাতীয় সরক এবং ১০ নং রাজ্য সড়কের দুই দিকে ফুটপাথ এবং ডিভাইডার করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বিগত কিছু মাস যাব বুনিয়াদপুর শহরে নানান পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হতে হয় পৌরবাসীদের। নতুন বাস স্ট্যান্ড চত্বরে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক শিক্ষিকা। এর পরেই বুনিয়াদপুরের পৌর প্রশাসক কমল সরকারের তত্ত্বাবধানে নাগরিক পথ নিরাপত্তায় উদ্যোগী হলো পৌরসভা। পৌরসভা সূত্রে খবর, ১০ নং রাজ্য সড়কের মোটর কালী মন্দির থেকে বুনিয়াদপুর চৌপথি এবং ৫১২ নং জাতীয় সড়কের ২ পার্শ্বে পথ চলতি মানুষদের সুবিধার্থে ফুটপাত নির্মাণ করতে চলেছে বুনিয়াদপুর পৌরসভা, ইতিমধ্যে এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসক এবং জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বুনিয়াদপুর পৌরসভা। এই বিষয়ে আমাদের মুখোমুখি হয়ে বুনিয়াদপুর পৌরসভার পৌরপ্রশাসক কমল সরকার জানান, বুনিয়াদপুর ক্রমাগত বড় শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে, এর ফলে সাধারণ লোকের সমাগম বৃদ্ধি হচ্ছে শহর জুড়ে ৫১২ নাম্বার জাতীয় সড়ক এবং ১০ নম্বর রাজ্য সড়কের পৌর এলাকায় নির্দিষ্ট ফুটপাথ না থাকায় নানান দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে মানুষকে। এর দুর্ঘটনাগুলোকে এড়াতে এই সড়কগুলোর দুই পাশে ফুটপাত নির্মাণ করার উদ্যোগী হয়েছি আমরা।

নদীয়ায় আয়োজিত হলো ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ এপ্রিল ঃ আসক্তি কাটিয়ে ফিজিক্যাল এক্টিভিটির ওপর জোর দেওয়ার লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিলো চাকদা থানার পালপাড়া এলাকার কয়েকজন যুবক। আর তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন পালপাড়া এলাকায় আয়োজিত হলো ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। চৈত্রের প্রখর রোদ ও গরমকে উপেক্ষা করে এদিন আয়োজিত হয় এই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। চাকদা থানার পালপাড়া একতারপুর এলাকার স্থানীয় কিছু যুবক একতারপুর মাঠপাড়া মাঠে এক ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার উদ্যোগ নেয়। এদিন সেই ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় সকাল থেকেই প্রায় ৫০ টি দল প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাদের দাবি, একটা সময় এই জায়গাতেই প্রচুর মানুষ ঘুড়ি ওড়াতেন কিন্তু মোবাইল ফোন আসার কারণে ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের নজরে আসে কিছুদিন ধরে নতুন করে ঘুড়ি উড়াতে শুরু করেছে কিছু উৎসাহী যুবক। আর এরপরই চৈত্রের তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নেন তাদের উৎসাহিত করতে। তবে এই বছর ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা প্রথম। আগামী দিনেও গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেই এই আয়োজন করবেন বলে জানিয়েছেন।

চৈত্রী ছটে বিক্রি নেই লোকাল লাউয়ের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ এমনি সবজির দামে পতন । তার মধ্যে ব্যবসায়ীরা ভেবেছিলাম আজ হয়তো লাউ ভাতে কিছুটা লাভের মুখ দেখবেন তারা। কিন্তু সেটা আর হলো না। লাউভাতের দিনে লাউয়ের বিক্রি নাই এমনটাই বলছেন বিক্রেতা তারা । অন্যদিকে সাধারণ ভাবে রোজ বাজার করতে আসা এক ক্রেতা বলেন লাউ ভাতের দিনে লাভের দাম একটু বেশি। সবমিলিয়ে এবার লাউয়ের দামে তেমন হেরফের দেখা গেল না । আগামী বৃহস্পতিবার চৈত্রী ছট আর সেই উপলক্ষ্যেই আজ হিন্দিবাসী মানুষের কাছে লাউ ভাত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন । আর এই দিনে তেমনভাবে লাউয়ের বিক্রি নেই । তারা বলেন এক একটি লাউ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে। যদিও তারা বলছেন এই সমস্ত লাউ গুলি লোকাল ।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

(CIN: L27203WB1988PLC043705**)**
Regd. Office: 113, Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Phone: +91 33 2229 1012/1291, **Fax:** +91 33 2249 5656
Email: secretary@centuryextrusions.com
Website: www.centuryextrusions.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated 19th September, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively the '**MCA Circulars**') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI LODR**") and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("**SS-2**") and other applicable laws, rules & regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), that the resolutions set out below are proposed to be passed by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("**e-voting**").

Item no.	Description of Resolution	Resolution type
1.	**Re-appointment of Shri Vikram Jhunjhunwala (DIN: 00169833) as Chairman & Managing Director of the Company.**	**Special Resolution**

Pursuant to the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice accompanied by the explanatory statement has been dispatched by Tuesday, 01st April, 2025, through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories as on **Friday, 28th March, 2025 ("Cut-Off Date").** The members who have not yet registered their email address are requested to verify/update their email address and mobile number with their respective Depository Participants. Members can temporarily update their email address and mobile number with Company's RTA - CB Management Services (P) Ltd.

This Postal Ballot Notice is available on the website of the Company at **www.centuryextrusions.com** and same can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (**www.bseindia.com**) and National Stock Exchange of India Limited (**www.nseindia.com**) and from the website of CDSL at **www.evotingindia.com**.

The Company has engaged the services of CDSL - Central Depository Services (India) Limited as the agency to provide e-voting facility to its members. **The e-voting period commences from 09.00 a.m. (IST) on Thursday, April 03, 2025, and ends at 05.00 p.m. (IST) on Friday, May 02, 2025**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Voting rights of a Member / Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. Only those Members, whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as maintained by the Depositories as on the Cut-Off date will be entitled to cast their votes by e-voting. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

The Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Ekta Chhaparia (FCA Membership No. 301367), partner of E Chhaparia & Associates, Practicing Chartered Accountants as the "Scrutinizer", to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner.

The results of e-voting will be announced on or before **Saturday, May 03, 2025** and will be displayed on the Company's website **www.centuryextrusions.com** and will also be communicated to the Stock Exchanges and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call at toll free no. 1800 21 099 11.

Date : 01.04.2025
Place : Kolkata
For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary & Compliance Officer

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Office: 1, Crooked Lane, 3rd Floor, Room No-324, Kolkata-700 069
Corp. Office: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, Kolkata - 700001
Email: info@vll.co.in; **Website:** www.vll.co.in
CIN: L65910WB1984PLC098684

NOTICE OF THE 1ST EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 1st Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of M/s. Virat Leasing Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, 25th April, 2025 at 12.00 noon (IST) at the Corporate Office of the Company at "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D - 8, Kolkata 700 001 to transact the business as set out in the Notice convening the EGM ("the Notice").

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder, Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings (including statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Notice of the 1st EGM have been sent through e-mails to those members whose e-mail ids are registered with the Depository Participant(s) / Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company, M/s. Niche Technologies Pvt Ltd, as the case may be, and physical copies to those members whose e-mail ids are not registered with the Depository Participant (s) or RTA as on 21st March, 2025, at their respective postal addresses in the permitted mode. The dispatch of EGM Notice is completed on 1st April, 2025. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.vll.co.in, website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (including statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company is providing to its members, the facility of remote e-voting in respect of the businesses to be transacted at the EGM. The remote e-voting will commence on **Tuesday, 22nd April, 2025 at 9.00 A.M. and end on Thursday, 24th April, 2025 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, the members of the Company holding shares as on the cut-off date (record date), i.e., **18th April, 2025** may cast their vote electronically. Details of the process and manner of remote e-voting are furnished in the said Notice.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., **18th April, 2025** may approach the Company for issuance of the User Id and Password for exercising their right to vote by electronic means. A person who ceases to be a Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this notice, shall treat the same for information purpose only. The Company is also offering the facility for voting by way of polling papers/ ballot papers at the EGM for the Members attending the meeting, who have not casted their vote through remote e-voting. However, Members who have already casted their votes by remote e-voting prior to the EGM, may attend the EGM but shall not be entitled to vote again. If a Member cast votes by both modes i.e., remote e-voting and polling papers at the EGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid. Mr. Rajesh Ghorawat (FCS: 7226), Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting by ballot in a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 4886 7000 or 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Place : Kolkata
Date : 01.04.2025
For Virat Leasing Limited
Sd/-
Manisha Khandelwal
Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED

CIN: U17232WB1980PLC032819
Registered Office: Ground Floor, 5A, Little Russell Street, Kolkata - 700071, West Bengal Tel. no.: +91 9831000419,
Website: https://binodjute.com/ ; **Email ID:** jkk@kankariagroup.com

This Post- Delisting Public Announcement **("Post Delisting Offer PA")** is being issued by Ms. Poonam Dugar, acting on behalf of the Promoter along with other members of the Promoter Group of Binod Jute and Fibre Limited ("the Company" or "BJFL") to the Public Shareholders (as defined under Regulation 2(1)(v) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended from time to time, **("SEBI Delisting Regulations") ("Public Shareholders")** of the Company in respect of voluntary delisting of fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10.00/- (Rupees Ten Only) **("Equity Shares")** of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited, where Equity Shares of the Company were listed and in accordance with the terms and conditions set out in the Detailed Public Announcement (DPA) along with corrigendum issued in accordance with the provisions of SEBI Delisting Regulation, 2021, which was published on August 23, 2024 in Duranto Barta (Bengali daily) and Financial Express (English daily) and Letter of Offer dated August 27, 2024 sent to the Shareholders of the Company and pursuant to Regulation 26 & 27 of **SEBI Delisting Regulations**, the Public Shareholders of the Company who have not tendered their shares during the bidding period can tender their shares during the one year exit period starting from September 06, 2024 to September 05, 2025.

1. DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE

In terms of Regulation 20 (2) of the SEBI Delisting Regulations, the Floor Price determined was Rs 224.30/- and since no bids were received, there is no discovered price. In terms of Regulation 22, and in exercise of his discretion, the acquirer has accepted the Floor price of Rs.224.30/- per Equity Share as the final price for the Delisting Offer **("Exit Price").**

2. SUCCESS OF THE DELISTING OFFER

a. The Delisting Offer is deemed to be successful in the terms of Regulation 21 of the SEBI Delisting Regulation, as the Promoters and the Promoter Group of the Company held 95.95% of the paid- up Equity Share capital of the company, i.e., more than 90% (Ninety Percent) in terms of aforesaid Regulations.

b. The Company was successfully delisted from Calcutta Stock Exchange as per letter dated October 07, 2024, as available on the website of Stock Exchange www.cse-india.com

3. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

In accordance with Regulation 26 of the SEBI Delisting Regulations, all Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the RBBP Delisting Offer or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the RBBP **("Residual Shareholders")** can offer their Equity Shares to the Acquirers at the Exit Price during a period of one year from the date of closure of Bidding process dated September 05, 2024 (**"Exit Window").**

If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer and /or Exit Window, they should consult the Manager to the Offer or Registrar to the Offer as per the details given below.

This Post Offer Public Announcement is expected to be available on the website of the Calcutta Stock Exchange Limited www.cse-india.com

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near India bulls, Dadar (West),Mumbai - 400013. **Tel:** 02269308500, 09836821999 **E-Mail:** info@gretexgroup.com **SEBI Regd. No.:** INM000012177. **Contact Person:** Mr. Arvind Harlalka	**NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED** 3A, Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata, West Bengal- 700017. **Ph. No**: (033) 2280 6616 /6617/ 6618 **Fax No**. (033) 2280 6619 **E-Mail :** nichetechpl@nichetechpl.com **Contact Person:** Mr. Ashok Sen

For BINOD JUTE & FIBRE LIMITED
Sd/-
POONAM DUGAR
ACQUIRER

Place: Kolkata
Date : April 02, 2025

আইএসএল সেমিফাইনালে চার দলের লড়াই শুরু আজ থেকে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৪-২৫ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ এখন তার সেমিফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্লে-অফ থেকে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি এবং মুম্বই সিটি এফসি বিদায় নেওয়ার পর, বাকি চারটি দল এখন শিরোপার জন্য লড়াইয়ে নামছে। আগামী ২ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলেছে হোম এবং অ্যাওয়ে ম্যাচের এই উত্তেজনাপূর্ণ পর্ব। দুটি নকআউট ম্যাচের পর, বেঙ্গালুরু এফসি এবং জামশেদপুর এফসি প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছে এবং তারা সেমিফাইনালে এফসি গোয়া এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি হবে। যেখানে বেঙ্গালুরু এফসি মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে পাঁচ গোলের দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়েছে, সেখানে জামশেদপুর এফসি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসিকে ২-০ গোলে হারিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। এই দুটি রোমাঞ্চকর সেমিফাইনাল ম্যাচ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে। আসুন দেখে নেওয়া যাক, এই চারটি দল কীভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং তাদের শক্তি ও দুর্বলতা কী।

● **বেঙ্গালুরু এফসি। দ্বিতীয় শিরোপার স্বপ্নে মগ্ন**

বেঙ্গালুরু এফসি, যিনি আইএসএল-এর 'ব্লুজ' নামে পরিচিত, তাদের শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। কোচ গেরার্দ সারাগোসার নেতৃত্বে দলটি পাঁচ গোলের শৌর্য দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। এই জয় তাদের মনোবলকে আরও উঁচুতে তুলে দিয়েছে। সারাগোসার আক্রমণাত্মক কৌশল এবং খেলোয়াড়দের দক্ষতা এই মরসুমে বেঙ্গালুরুকে অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে, সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া এই

মরসুমে বেঙ্গালুরুর জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। দুটি ম্যাচে গোয়া একবার জিতেছে এবং একবার ড্র করেছে, যেখানে তারা পাঁচ গোল করেছে এবং মাত্র দুটি গোল হজম করেছে। ২ এপ্রিল শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে প্রথম লেগের ম্যাচে গোয়াকে স্বাগত জানানো বেঙ্গালুরুর জন্য একটি বড় পরীক্ষা হবে। দ্বিতীয় আইএসএল শিরোপা জয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে তাদের এই ম্যাচে সেরাটা দিতে হবে।

● **জামশেদপুর এফসি। মোহনবাগানকে চমকে দেওয়ার অপেক্ষায়**

'রেড মাইনার্স' নামে পরিচিত জামশেদপুর এফসি এই মরসুমে দারুণ ছন্দে রয়েছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে নকআউট ম্যাচে ২-০ গোলে জয় ছিনিয়ে তারা তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। কোচ খালিদ জামিলের নেতৃত্বে দলটি এবার শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে। তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ পারফরম্যান্স এবং আক্রমণ-প্রতিরক্ষার ভারসাম্য তাদের একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। সেমিফাইনালে জামশেদপুরের প্রতিপক্ষ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এই ম্যাচটি খালিদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত হবে, কারণ তিনি একসময় মোহনবাগানের কোচ ছিলেন। তবে এই মরসুমে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জামশেদপুরের রেকর্ড তেমন ভালো নয়। দুটি ম্যাচে তারা একবার ড্র করেছে এবং একবার হেরেছে, যেখানে তারা মাত্র একটি গোল করতে পেরেছে এবং চারটি গোল হজম করেছে। মোহনবাগান এই মরসুমে আইএসএল শিল্ড জিতেছে এবং লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। জামশেদপুরের জন্য এই ম্যাচে চমক দেখানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

● **এফসি গোয়া। বেঙ্গালুরুর স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত**

দ্বিতীয় স্থানে থাকা এফসি গোয়া এই মরসুমে দারুণ ফর্মে রয়েছে। বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে তাদের রেকর্ড তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গোয়ার আক্রমণভাগ এবং প্রতিরক্ষার সমন্বয় তাদের একটি শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে তুলেছে। বেঙ্গালুরুর মাটিতে প্রথম লেগে তারা যদি ভালো ফল করে, তবে ফাইনালে ওঠার পথ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

● **মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শিরোপার দাবিদার**

মোহনবাগান এই মরসুমে অপ্রতিরোধ্য ফর্মে রয়েছে। শিল্ড জয়ের পর তারা এখন লিগ শিরোপার জন্য মরিয়া। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে তাদের আধিপত্য তাদের ফেভারিট করে তুলেছে। তবে, সেমিফাইনালের চাপে তারা কীভাবে পারফর্ম করে, সেটাই দেখার বিষয়। উত্তেজনার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা

এই চারটি দলই আইএসএল শিরোপার জন্য তাদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত। বেঙ্গালুরু এবং গোয়ার মধ্যে কৌশলগত লড়াই হোক, বা জামশেদপুর এবং মোহনবাগানের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা-এই সেমিফাইনাল দুটি দর্শকদের জন্য একটি ফুটবল উৎসব হতে চলেছে। ২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই ম্যাচগুলি কে ফাইনালে উঠবে, তা নির্ধারণ করবে। ফুটবলপ্রেমীরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এই রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের জন্য।

এশিয়া কাপ খেলতে আগস্টে ভারতে আসছে পাকিস্তান টিম!

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ ভারতে আসছে পাকিস্তান টিম! সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেট নিয়ে নানা জলঘোলা হয়েছে। টুর্নামেন্টের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যায়নি ভারত। টুর্নামেন্ট হয়েছে হাইব্রিড মডেলে। ভারত খেলেছে দুবাইতে। ভারত ফাইনালে ওঠায় ট্রফির ম্যাচও হয়েছিল দুবাইয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জলঘোলার সময়ই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড

জানিয়ে দেয়, তারাও ভারতে খেলবে না। মেয়েদের বিশ্বকাপ, পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেনুতে। ক্রিকেটে জটিলতা থাকলেও ভারতে আসছে পাকিস্তান হকি টিম। সামনেই হকির এশিয়া কাপ। এ বারের পুরুষদের হকি এশিয়া কাপ হবে বিহারের রাজগিরের নবনির্মিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর এই টুর্নামেন্ট। সোমবার পাকিস্তান হকি সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয় যে ভারতে হতে চলা এশিয়া কাপে খেলতে আসবে পাকিস্তান হকি দল। শেষ বার ২০২৩ সালে চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে এসেছিল পাকিস্তান। সেই ৬ দলের টুর্নামেন্টে ৫ নম্বরে শেষ করে পাকিস্তান হকি টিম। পাকিস্তানের আসা নিয়ে ভারতের হকি ফেডারেশনের সভাপতি দিলীপ তিরকে বলেন, ''ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় হোক না কেন, তা সব সময় রোমাঞ্চকর হয়। এই ম্যাচ সব সময়ই উপভোগ্য। ২০২৩ সালে চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে এসেছিল পাকিস্তান। খুব ভাল ম্যাচ হয়েছিল। আশা করি এবারও রাজগিরে এশিয়া কাপে প্রচুর দর্শক থাকবে।'' বিহারের রাজগিরে অনুষ্ঠিত এই ৮ দলের টুর্নামেন্টে ভারত, পাকিস্তান ছাড়াও জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন ও মালয়েশিয়া খেলবে। বাকি দুই দল যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে ঠিক হবে।

গরিবদের কিছুদিন টেবিল-টপার থাকতে দাও শেহওয়াগ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ আইপিএলে কি এবার খেতাব হাতে তুলবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু? তৃতীয় রাউন্ডের লড়াই শুরুর আবহে এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে ক্রিকেটভক্তদের মনে। প্রথম দুই ম্যাচের দুটিতেই জয়। শুধু তাই নয়। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চেন্নাই সুপার কিংসকে হেলায় হারিয়েছেন বিরাট কোহলিরা। যদিও এই ইতিবাচক শুরুয়াত নিয়ে খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখাতে নারাজ আরসিবি সমর্থকদের একটা বড় অংশ। এর কারণ অতীতেও বহুবার পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকেও মরশুম শেষে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে আরসিবিকে। চলতি সিজনে কি ভাগ্য ফিরবে? এই নিয়ে রসিকতার সুরে মন্তব্য করে এবার নতুন বিতর্ক উস্কে দিলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। আইপিএলে ক্রিকেটার, মেন্টর নানান ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। আপাতত ধারভাষ্যকার ও বিশ্লেষকের চেয়ারে বসেছেন তিনি। আর বসামাত্র কখনও তোপ দাগছেন, কখনও চিমটি কাটছেন। দিনকয়েক

আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির বিগত ৫ বছরের আইপিএল ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর এবার আরসিবিকে ঠেসে তাদের 'গরিব' বলে দেগে দিলেন শেহওয়াগ। 'ক্রিকবাজের' একটি টক শোয়ে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার। সেখানে আরসিবির দুরন্ত ফর্ম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''গরিবদের পয়েন্ট টেবিলের উপরেই থাকতে দাও, ছবি তুলতে দাও। কেউ জানে না, কতদিন গরিবের দল শীর্ষে থাকবে।'' যদিও এই মন্তব্য নিয়ে যাতে ভুল ব্যাখ্যা না হয় তার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন শেহওয়াগ। বলেছেন, ''কী ভাবছ? আমি টাকা নিয়ে বলছি? সেটা না। আইপিএলে সমস্ত দলই আর্থিক দিক দিয়ে ধনবান। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা প্রতিটি মরশুমে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা রোজগার করে। আমি তা নিয়ে বলছি না। যেহেতু আরসিবি একটিও আইপিএল ট্রফি জেতেনি, তাই তাদের গরীব বলেছি।'' প্রসঙ্গত, দশটি টিমের টুর্নামেন্টে আরসিবি ছাড়া পাঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস একবারও ট্রফি জেতেনি।

মেসির দেহরক্ষীকে নিষেধাজ্ঞা

ফ্লোরিডা, ১ এপ্রিলঃ দিনের প্রায় ২৪ ঘণ্টাই লিওনেল মেসির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন দেহরক্ষী ইয়াসিন চুকো। মেসির পরিবারকে নিরাপদে রাখতে পালাক্রমে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে ইয়াসিনের ৫০ সদস্যের একটি দল। কিন্তু যেখানে মেসির সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি, সেই মাঠেই দেহরক্ষী ইয়াসিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা ও ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট গোল ডট কম এই তথ্য জানিয়েছে। ইয়াসিনকে মাঠে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় এখন থেকে তিনি আর ইন্টার মায়ামির ম্যাচ চলাকালীন সাইডলাইনে থাকতে পারবেন না। এই নিষেধাজ্ঞা মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) পাশাপাশি কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপেও বলব থাকবে। তবে ইয়াসিন ইন্টার মায়ামির ড্রেসিং রুম ও মিক্সড জোনে মেসির পাশে থাকতে পারবেন। ইয়াসিনকে নিষিদ্ধ করার কারণ হিসেবে সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাঠে মেসির সঙ্গে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলেই তিনি মাঠে ঢুকে পড়েন। গত বছর মেক্সিকান ক্লাব মোন্তেররেইয়ের বিপক্ষে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চোটে পড়েন ইয়াসিন। ঠিক সেই সময় মাঠে ঢুকে রেফারির একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে

মোন্তেররেই কোচের সঙ্গে তর্কে জড়ান। তবে এমএলএস কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইয়াসিন। তিনি বলেছেন, ''আমি ইউরোপে সাত বছর কাজ করেছি। সেখানে লিগ আঁ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে দায়িত্ব পালন করেছি। এই সময়ে মাত্র ৬ জন ব্যক্তি খেলা চলাকালীন মাঠে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে (মেসির দেহরক্ষী হিসেবে) আমি ২০ মাস ধরে কাজ করছি। এরই মধ্যে ১৬ জন মাঠে ঢুকে পড়েছে। এর অর্থ এখানে বিরাট সমস্যা আছে। অথচ আপনারা আমাকে সমস্যা মনে করেন। আমাকে মেসিকে সাহায্য করতে দিন।'' ইয়াসিনকে নিষিদ্ধ করায় এমএলএস কর্তৃপক্ষই মাঠে মেসিকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা সেটা কতটুকু পারবে, তা সময়ই বলে দেবে। কারণ, মেসিকে খুব কাছ থেকে এক নজর দেখার জন্য নিরাপত্তাবেষ্টনী টপকে প্রায়ই তাঁর ভক্ত মাঠে ঢুকে পড়েন। দেহরক্ষী ইয়াসিন বা অন্য নিরাপত্তারক্ষীরা মেসির কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কেউ কেউ প্রিয় তারকার সঙ্গে আলিঙ্গন করেন আবার কেউ সেলফিও তোলেন। মেসিও ভক্তের আবদার হাসিমুখে পূরণ করেন। মেসি ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পরপরই ইয়াসিন চুকোকে দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন। ৩৫ বছর বয়সী ইয়াসিন একজন আমেরিকান। তাঁর মা ফরাসি, বাবা আমেরিকান। প্রাক্তন মিক্সড মার্শাল আর্টিস্ট ইয়াসিন মার্কিন নৌবাহিনীতেও কাজ করেছেন। তায়কোয়ান্দো ও বক্সিংয়েও তিনি বিশেষভাবে দক্ষ ইয়াসিন। ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচ ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে। সেদিন কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির বিপক্ষে খেলবেন মেসি। এ ম্যাচ থেকে ইয়াসিনকে আর মায়ামির সাইডলাইনে দেখা যাবে।

বোর্ডের চুক্তিতে ব্রাত্য থাকবেন ঈশান কিষান, কার হবে প্রমোশন?

'নতুন মুখ'ই বা কারা?

মুম্বই, ১ এপ্রিলঃ আইপিএলে দুরন্ত শতরানের পুরস্কার, খুব সম্ভবত, জুটবে না ঈশান কিষানের। সূত্রের খবর, বিসিসিআই আগামি কিছুদিনের মধ্যে সেন্ট্রাল কন্ট্র্যাক্টের যে তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে সেখানে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ওপেনার জায়গা পাবেন না। প্রসঙ্গত, টিম ইন্ডিয়ার দুই তারকা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি 'এ প্লাস' ক্যাটাগরিতেই থাকতে চলেছেন। যার অর্থ বার্ষিক ৭ কোটি টাকার চুক্তিতে সই করবেন দুজনে। আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসরের পরেও কোন রহস্যে শীর্ষ তালিকায় নাম থাকবে তাঁদের-এই নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পাশাপাশি, আশার আলো দেখতে পারেন শ্রেয়স আইয়ার। ঈশানের মতো তিনিও চুক্তিতালিকার বাইরে ছিলেন। কিন্তু ঘরোয়া সিরিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পড়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথমে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা

করে নেন। তারপর দুবাইয়ের ময়দানে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স! টিম ইন্ডিয়ার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক শ্রেয়স-ই। তাই তাঁর প্রত্যাবর্তন, বিশেষজ্ঞদের মতে, হওয়ারই ছিল। প্রমোশনের দৌড়েও উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি নাম। যাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। প্রথমে টি২০ বিশ্বকাপ, তারপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। দুটো টুর্নামেন্টে অপরাজিত ভারতীয় দল। আর দুটোতেই অন্যতম কাণ্ডারী অক্ষর। এর পাশাপাশি তিনজন ক্রিকেটার প্রথম বারের জন্য কনট্র্যাক্ট লিস্টে জায়গা পেতে চলেছেন। সূত্রের খবর, বরুণ চক্রবর্তী, নীতিশ কুমার রেড্ডি এবং অভিষেক শর্মা প্রথমবারের জন্য বোর্ডের চুক্তির আওতায় আসতে পারেন। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে বিসিসিআই মহিলা ক্রিকেট টিমের সেন্ট্রাল কনট্র্যাক্ট লিস্ট প্রকাশ করে। রোহিতদের চূড়ান্ত তালিকা গত সপ্তাহে শনিবার গুয়াহাটিতে বোর্ডের মিটিংয়ের পর সামনে আসার কথা ছিল। আলোচনায় চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য দল বাছাইয়ের বিষয়টিও উঠে আসার কথা। যদিও সেই মিটিং আপাতত পিছিয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি ফের আয়োজিত হবে। তখনই চূড়ান্তভাবে জানা যাবে কারা কোথায় চুক্তিবদ্ধ হল, কারা বাদ পড়ল।

হাঁটুতে জোড়া অস্ত্রোপচারের ধাক্কা কাটিয়ে ফের দুর্ভেদ্য প্রণয়

জামশেদপুর, ১ এপ্রিলঃ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আইএসএলের প্লে অফের আগে জামশেদপুর এফসির কোচ খালিদ জামিল এমন প্রশ্ন করেন প্রণয় হালদারকে। ব্যারাকপুরের প্রণয় বরাবরই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারে খেলেন। কোচের কথায় তিনি স্টপারে খেলতে রাজি হয়ে যান। রবিবার শিলংয়ে এই প্লে অফে নর্থইস্টকে ২-০ গোলে হারিয়ে জামশেদপুরকে সেমিফাইনালে তোলার নায়ক সেই প্রণয়ই। স্টপারে তিনি দুর্ভেদ্য হয়ে উঠে আটকে দেন নর্থইস্টের ভয়ঙ্কর স্ট্রাইকার মরোক্কান আলাদিন আজেরাইকে। ১১ সঠিক ক্লিয়ারেন্স ও একটা নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে ম্যাচের সেরা হন প্রণয়। ম্যাচের পরে খালিদ বলেন, ''আজ আমাদের ডিফেন্সে প্রণয় বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। এই জয়ে ওর বড় অবদান।'' এ বার আইএসএলে যখন দূরবীন দিয়ে বাঙালি ফুটবলার খুঁজতে হচ্ছে, তখন প্রণয়ের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়াটা বাংলার ফুটবলের ভালো বিজ্ঞাপন। প্রণয়ের সামনে এ বার বড় চ্যালেঞ্জ আইএসএলের সেরা অ্যাটাকারদের সামলানো। কারণ সেমিফাইনালে জামশেদপুরের সামনে দিমিত্রি-কামিংস-ম্যাকলারেনদের মোহনবাগান। ৩ এপ্রিল জামশেদপুরের মাঠে প্রথম লেগের ম্যাচ। ৭ এপ্রিল যুবভারতীতে দ্বিতীয় লেগ। প্রণয় মোহনবাগানেরই প্রাক্তনী। এই ক্লাবের হয়ে তাঁর বহু সাফল্য রয়েছে। কিন্তু আন্তনিও আবাসের কোচিংয়ে তিনি টিমে সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তাই ম্যাচটাইম পেতেই তিনি চলে যান জামশেদপুরে। এ বার কি তাহলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাঁর বদলা নেওয়ার পালা? মাঠে যতটাই গরম প্রণয়, কথাবার্তায়

ততটাই ঠাণ্ডা প্রণয়। তাঁর জবাব, ''মোহনবাগান দেশের সেরা ক্লাব। সেরা ফুটবলাররা ওদের টিমে। ওদের আটকানোর জন্য আমাদের কোচ নিশ্চয়ই স্ট্র্যাটেজি করবেন। সুযোগ পেলে আমি সেই সেই স্ট্র্যাটেজিকে চেষ্টা করব বাস্তবায়িত করার।'' কয়েক বছর আগে ভারতীয় টিমে নিয়মিত খেলতেন প্রণয়। এটিকে, মোহনবাগান, জামশেদপুরের হয়ে তিনি আইএসএলের কাপ, শিল্ড জয়ের অংশীদারও। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে তিনি ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছিলেন। জাতীয় টিম থেকেও ছিটকে যান। আসলে পরপর দু'বার একই পায়ের হাঁটুতে অপারেশন হওয়ায় তাঁকে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছে মাঠের বাইরে। প্রণয় বলছিলেন, ''২০২৩ সালের নভেম্বরে শেষ বার এসিএলের অস্ত্রোপচারের পরে প্রায় ১০ মাস খেলতে পারিনি। এ সময়ে জামশেদপুর টিম আমার জন্য অনেক করেছে। ওদের জন্যই আমি ফিট হয়ে মাঠে নেমেছি।'' চলতি মরসুমে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাননি প্রণয়। তবে খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। তাই নর্থইস্ট ম্যাচে খালিদ তাঁকে স্টপারে খেলতে বলায় তিনি না করেননি। সুযোগটা কাজে লাগান। বেশ কয়েক বছর পরে প্রথম পুরো ম্যাচ খেলেন। হন ম্যাচের সেরাও। আর প্রণয়ের এই লড়াই মনবীর-লিস্টনদের বিরুদ্ধে নামার আগে খালিদের টিমের বড় রসদ।

লাল-হলুদের বিরাট দায়িত্বে সিংটো, প্রতিটি ম্যাচেই থাকছে নজর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ এবারের ফুটবল মরসুমের প্রথম থেকেই ছন্দে নেই ইমামি ইস্টবেঙ্গল। বহু আশা নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ শুরু করলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে। তারপর ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরু থেকে জয় পাওয়ার

পরিকল্পনা থাকলেও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছে একাধিক ফুটবল ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। এমন পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন গতবারের সুপার কাপ জয়ী কোচ। তারপর থেকেই দলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন অস্কার ব্রুজন। যার হাত ধরে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল ময়দানের এই প্রধান। যারফলে নতুন করে সুপার সিক্সে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল লাল-হলুদ জনতা। যদিও সেটা খুব একটা সহজ ছিল না। বিশেষ করে ঘরের মাঠে শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসির কাছে পরাজিত হওয়ার পর প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গেলেও ক্ষীণ আশা ছিল দলের কাছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দলের ফুটবলারদের চোট আঘাতের পাশাপাশি আরও একাধিক সমস্যা নিয়েই লড়াই করতে শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। টানা তিনটি ম্যাচে জয় পাওয়ার পর সুপার সিক্সে যাওয়ার ক্ষীন আশা বজায় থাকলেও সেটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে বেঙ্গালুরু এফসির কাছে ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করায় আইএসএলের চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে থাকার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় এই প্রধানের। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ সমর্থকরা। সেখান থেকেই এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। সেই মর্মেই এবার কলিঙ্গ সুপার কাপ শুরু করবে লাল-হলুদ। যেখানে প্রথম ম্যাচেই লড়াই করতে হবে শক্তিশালী কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে। তবে তাঁর আগেই বিরাট বড় চমক দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে হায়দরাবাদ এফসির প্রাক্তন কোচ থাংবোই সিংটোকে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তাঁর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছিল সকলের মধ্যে। অনেকেই মনে করেছিলেন আগামী সিজন থেকে হয়তো দলের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করছেন এই ভারতীয় কোচ। যদিও সেই সম্ভাবনা অনেকটাই কম। যতদূর খবর, দলের তরুণ প্রতিভা তুলে ধরার ক্ষেত্রে থাংবোই সিংটোর উপরেই ভরসা রাখছে ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে ছেলেদের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দলের দিকেও হয়তো নজর থাকবে আইএসএলের এই অভিজ্ঞ কোচের। এক্ষেত্রে নতুন মরসুমের কাজ শুরু করার পূর্বে সমস্ত কিছু ভালোমতো খতিয়ে দেখে নিচ্ছেন সিংটো। তাই গত সোমবার ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগের হোম ম্যাচে দলের গ্যালারিতে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সিংটোর সক্রিয়তা আগামী দিনে ইস্টবেঙ্গলকে আদৌ কতটা সাফল্য এনে দিতে পারে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

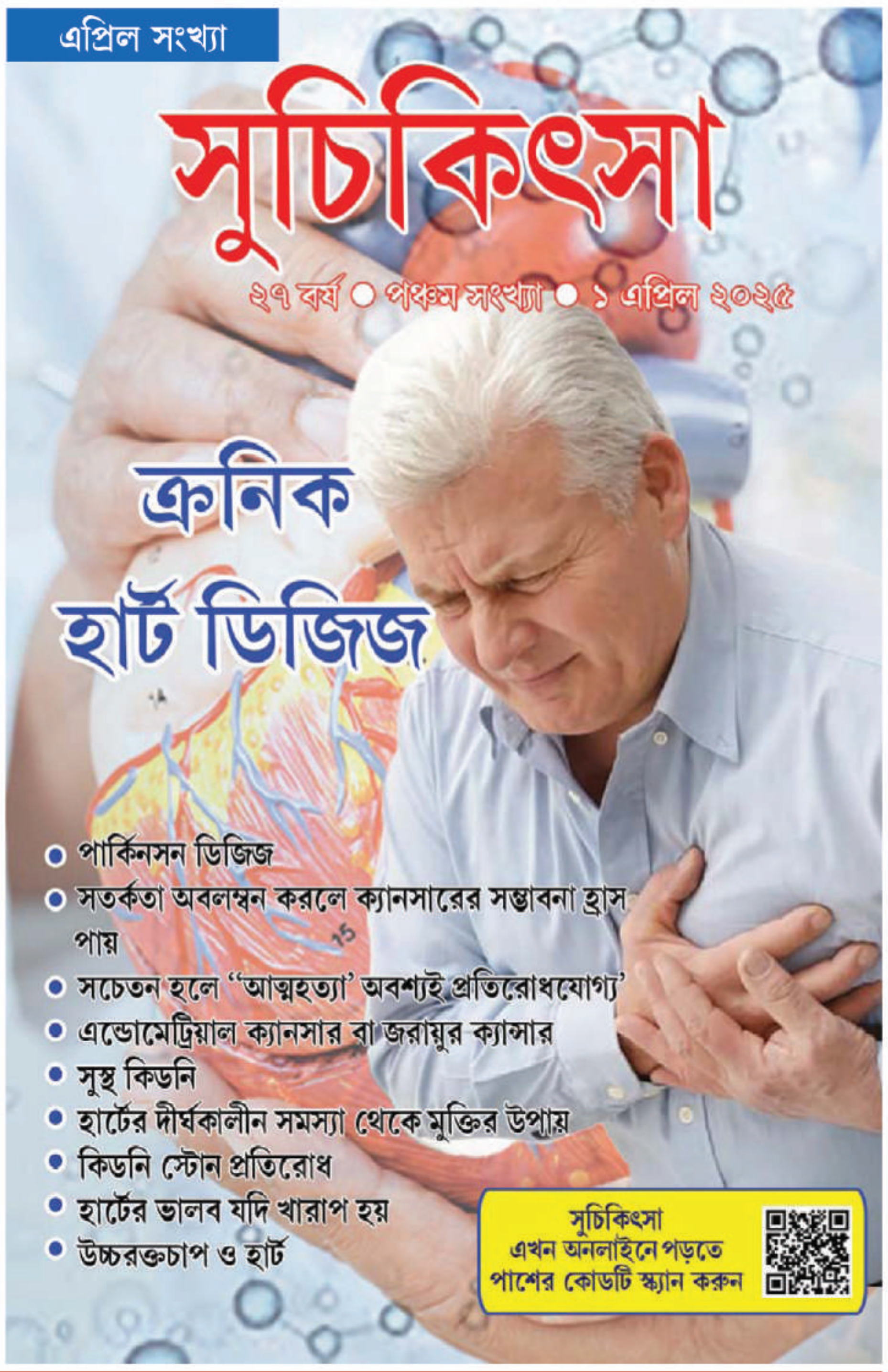

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com